প্রেমের রত্নাবলী

কান্তিমাল্য শ্রীকাশীনাথ

শ্রীবলা

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

"গৌড়ীয়" কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

স্বয়ং উদ্বোধিনী ভবন রোড গোঃ আমহার্ষ্ট কলিকাতা।

শ্রীমদ্ভাগবতম্

কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে গৌড়ীয়ভাষ্যসহ খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত। গৌড়ীয় প্রেসে ১০২৪ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে। সংস্কৃত অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীটীকা, শ্রীমদ্ভাগবত ভাবার্থ, তাৎপর্য্য টীকা, তথ্য, নিবৃতি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপাদেয় [illegible] আদি ভূষিত হইয়া শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ [illegible] সমগ্র সংস্কৃত সমগ্র [illegible] ক্রাউন ৮ পেজি সাইজে ৬৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক খণ্ড [illegible] বিশুদ্ধভাবে সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত। এককালীন ভিক্ষাগ্রহণপ্রথা নাই। সম্প্রতি প্রথম ৩ঠ স্কন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। [illegible] দুইখানি [illegible] গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ভিক্ষার পরিমাণ (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)—

গৌড়ীয়ের গ্রাহকের সাধারণের জন্য—

সাধারণ কাগজের প্রতি খণ্ড ।৵০, প্রকাশিত ১৬ খণ্ড

ভাল কাগজের প্রতি খণ্ড ।০, প্রকাশিত ১৬ খণ্ড ৬

গৌড়ীয়ের গ্রাহক মহোদয়ের পক্ষে—

সাধারণ কাগজের প্রতি খণ্ড ।৵০, প্রকাশিত ১৬ খণ্ড

ভাল কাগজের প্রতি খণ্ড ।৵০, প্রকাশিত ১৬ খণ্ড ৬

বঙ্গবিটীকা, শ্রীজীবগোস্বামিটীকা ও শ্রীবিশ্বনাথটীকা সহিত

প্রতিখণ্ড ।৵০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রমেয়রত্নাবলী

—:০:—

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-

শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত

শ্রীমৎ কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ-কৃতা

'কান্তিমালা'-টীকা-সহিতা

—০—

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশত-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-

নির্ম্মিত-গৌড়ীয়-ভাষ্যোপেতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সম্পাদকেন ভাগবতরত্নেন ভক্তিশাস্ত্রিণা আচার্য্য-

ত্রিকেণ 'গৌড়ীয় মঠ'-রক্ষকেণ শ্রীকুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণেন,

তথা শ্রীগৌড়ীয়েত্যাখ্য-সাময়িকপত্রসম্পাদকান্যতমেন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্য বি, এ ইত্যুপাহ্বেন

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদেন চ

সম্পাদিতা।

—:০:—

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ-শ্রীগৌড়ীয়-মঠতঃ গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস-

ইত্যাখ্যায়াং মুদ্রাক্ষরশালায়াং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্য বি, এ ইত্যু-

পাধিধারিণা শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারি-বিদ্যাভূষণেন

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-প্রকটাতীতাব্দে ৪৩৯ সংখ্যকে

মধুসূদনাখ্যে মাসি মুদ্রিতা

প্রকাশিতা চ।

Shri KE... Mathura (U.P.)

উপোদ্ঘাত।

ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্তদর্শন-ভিত্তিতে আত্মধর্ম্ম ভক্তি অবস্থিত। বেদান্তবেদ্য বস্তুদর্শনে দ্রষ্টৃভেদে বিভিন্নপ্রতীতিমূলে পরস্পর আত্মমীমাংসায় বিচারভেদ। গোবিন্দ-দর্শন, তদানুষঙ্গিক দৃষ্টবৃত্তি ও হরিপ্রেমায় যাঁহারা অমনোযোগী, তাঁহারাই মায়াকে বস্তুভ্রমে প্রমাণ দৃষ্ট প্রমেয়-নিরূপণে অনাত্মধর্ম্মাভক্তিতে স্থিত হন।

বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য প্রণয়নকালে বৃদ্ধবৈষ্ণব পূর্ণপ্রজ্ঞের প্রতিপাদ্য দর্শনের সারমর্ম্ম 'প্রমেয়-রত্নাবলী' গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগে শ্রীবল্লভাচার্য্যতনয় বিঠ্ঠলেশ্বরের অনুগত শ্রীগোকুলনাথ ভট্টের 'প্রমেয়-রত্নার্ণবে' সাধারণভাবে সপ্তপ্রমেয়-বিচার স্থান পাইয়াছে। শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রমাণ ও প্রমেয়-নিরূপণে যে দশমূল শ্লোকটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা 'প্রমেয়-রত্নাবলী' পাঠকের বিশেষ উপকারে লাগিবে। তাহা এই—

> আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
> তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
> ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
> সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

"গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদিই প্রমাণ। সেই প্রমাণদ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু, মুক্ত ও বদ্ধ—দুইপ্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ, বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত, চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।"

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলী।

প্রথম প্রমেয়।

জয়তি শ্রীগোবিন্দো গোপীনাথঃ স মদনগোপালঃ।
বক্ষ্যামি যস্য কৃপয়া প্রমেয়রত্নাবলীং সক্ষ্মাম্ ॥ ১ ॥

কান্তিমালা টীকা।

গৌড়োদয়মুপযাতস্তমঃ সমস্তং নিহন্তি যো যুগপৎ।
জ্যোতিশ্চ যোঽতিশীতঃ পীতস্তমুপাস্মহে কৃতাঞ্জলয়ঃ ॥

বিদ্যাভূষণাপরনাম্না বলদেবেন শ্রীগোবিন্দৈকান্তিনা ব্রহ্মসূত্রেষু গোবিন্দভাষ্যাভিধানং বিবরণং বিরচিতং॥ অথ কৈশ্চিচ্ছিষ্যৈর্ভাষ্যপ্রমেয়াণি পরিপৃষ্টঃ স তানি সংক্ষেপাদ্ ব্রহ্মাণ্ডিবিন্যায়ে তৎপূর্ত্তয়ে মঙ্গলমাচরতি জয়তীতি॥ কীদৃশঃ শ্রীগোবিন্দঃ ইত্যাহ গোপীনাথো বল্লবীকান্তঃ, মদয়তি মনাংসি ভক্তানামিতি মদনঃ, গাঃ পালয়তীতি গোপালঃ, ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ। শ্লেষেণ বৃন্দাটবীমধিষ্ঠিতানাং শ্রীগোবিন্দাদিসংজ্ঞানাং নিখিলচৈতন্যভক্তাভীষ্টানাং ত্রয়াণামর্চ্চাবতারাণাং জয়াশংসনং। উভয়তঃ প্রণতিলক্ষণমঙ্গলং কৃতং ভরতিনা তস্যাক্ষেপাৎ॥ ১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ত্রয়।
গদাধর শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্ব জয়॥

গৌরভক্তি সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরাগ্রণী।
ভকতিবিনোদ জয় ভক্তাচার্য্যমণি॥
অতাত্ত্বিক ভ্রমপূর্ণ কপটতাময়।
বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত বীজ যে করিল ক্ষয়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত শুদ্ধবেদমত।
সব ত্যজি গৌরপদানুগ যাতে রত॥
সেই শুদ্ধ হরিকথা যাঁহার কৃপায়।
প্রকাশ হইল এবে সবে শুনে গায়॥
তাঁহার শ্রীমুখবাণী স্মরিয়া অন্তরে।
আদর্শচরিত্র তাঁর হৃদয়েতে ধরে॥
শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলী বেদান্তের সার।
গৌড়ীয় ভাষায় ভাষ্য করে দীন ছার॥

মদনগোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দেব জয়যুক্ত হউন্। যাঁহার কৃপায় আমি সংক্ষেপে প্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থ বলিতেছি। শ্রীগৌর পদাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্বন্ধোপাস্য মদনগোপাল অভিধেয়োপাস্য গোবিন্দ এবং প্রয়োজনোপাস্য বিগ্রহ গোপীনাথ। সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ভেদে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ত্রিবিধ বিগ্রহে প্রকাশ হইয়াও অদ্বয় বস্তু। ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ ভাষ্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বেদান্ত গ্রন্থ। উহা বিস্তৃত হইলেও সেই গ্রন্থোক্ত প্রমেয় সমূহই এই রত্নাবলী গ্রন্থে সূক্ষ্মভাবে গুম্ফিত হইয়াছে॥ ১॥

ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারিনাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপে তত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ॥২॥

ঈশ্বরপি তত্র রতিপ্রার্থনং মঙ্গলমাহ ভক্ত্যেতি। তত্ত্বে পরমাত্মনি কৃষ্ণে, "তত্ত্বং মুখ্যপ্রভেদে স্যাৎ স্বরূপে পরমাত্মনীতি বিশ্বঃ। কীদৃশীত্যাহ ভক্ত্যাভাসেনাপীতি যথা পুত্রোদ্দেশেন নামোচ্চারয়ত্যজামিলে। তুষ্টির্দৃষ্টা ধর্ম্মাণামধ্যক্ষে প্রবর্ত্তকে নিত্য আনন্দো যস্য তন্নিত্যানন্দঞ্চ নাস্তি দ্বৈতং দেহদেহিভেদো যস্য তদদ্বৈতং চ চৈতন্যং বিজ্ঞানঞ্চেতি-কর্ম্মধারয়ঃ, তদ্রূপে তদাত্মকে। পক্ষে, কলাবস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণঃ বলদেবেন মহাবিষ্ণোরবতারেণ চ সহিতো জনানুদ্ধর্ত্তুমবততার। তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য চৈতন্য ইতি বলদেবস্য নিত্যানন্দ ইতি মহাবিষ্ণোরবতারস্য অদ্বৈত ইতি নামাভূৎ, তস্মিন্ ত্রিরূপে তত্ত্বে নো রতির্নিত্যমাস্তাং। অন্যৎ প্রাগ্বৎ প্রমাণং দ্বত্রাকরগ্রহাদ্ গ্রাহ্যং॥ ২॥

যিনি ভক্ত্যাভাসেও সন্তুষ্ট, যিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ, যাঁহার বিশ্বহইতে উদ্ধার-কারী নাম, যাঁহার নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যরূপ নিত্য বিদ্যমান এবম্ভূত তত্ত্ববস্তুতে আমাদিগের নিত্য রতি প্রতিষ্ঠিত হউক্। অপর বস্তু নির্দ্দেশে কীর্ত্তিত তৎপর্য্যায়ে ভগবানের নাম উচ্চারিত হওয়ায় ঈষৎ সেবা প্রবৃত্তিক্রমে কৃষ্ণ সন্তোষের কারণ হয়। নাম ও তত্ত্ব বস্তুরূপ অভিন্ন। তজ্জন্য নামাভাস বদ্ধজীব সংসার হইতে মুক্ত হন। শ্রীনামই যথা ভক্ত্যাশ্রিত হইলে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তিরূপ পরম ধর্ম্মের সম্পাদক হন। নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্য রূপ নামী কৃষ্ণ বা শ্রীনামই তত্ত্ব বস্তু। আমাদের সেই নাম তত্ত্বরূপ নামীতত্ত্বে শ্রদ্ধার উদয়ে রতি প্রবর্দ্ধিত হউক্॥ ২॥

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥ ৩॥

অথ পূর্ব্বাচার্য্যং প্রণমত্যানন্দেতি। আনন্দতীর্থ ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্যস্য নামান্তরং, যতিঃ পরিব্রাট্ তরণিং নৌকাং॥ ৩॥

পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সংসার সমুদ্রের নৌকা বলিয়া কীর্ত্তন করেন সেই সুখময় আশ্রয় আনন্দতীর্থ নামক ন্যাসীবরের জয় হউক্। আনন্দতীর্থ শ্রীমধ্ব মুনির নামান্তর। ম্যাঙ্গেলোর পাজকা ক্ষেত্র নিবাসী মধ্য গেহভট্টের পুত্র বাসুদেব, অচ্যুত প্রেক্ষ্য তীর্থের নিকট যতি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ণপ্রজ্ঞ তীর্থ নামে অভিহিত হন। তিনি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের সুখের এক মাত্র আশ্রয় হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্য। তিনি বিষ্ণুসেবাপর সজ্জনগণের গুরু এজন্য সংসার রূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত বদ্ধজীবগণের জীবন রক্ষার উপায় স্বরূপ নৌকা। শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়াশ্রিত হইয়া জীবগণ ভববন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া হরি পাদাশ্রয় লাভ করেন ॥ ৩ ॥

ভবতি বিচিন্ত্যা বিদুষা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যং।
একান্তিত্বং সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ ॥ ৪ ॥

অস্যাপ্রমেয়াণি যতো লব্ধানি, সা গুরুপরম্পরা ধ্যেয়েত্যাহ ভবতীতি। গুরু দেশিকবংশঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিধারা "পরম্পরা পরীপাট্যাং ইতি বিশ্বঃ। নিরবকরা নির্দোষা, তস্যা ধ্যানেন কিং স্যাদিত্যত্রাহ, যয়া পরম্পরয়া ধ্যাতয়া ধ্যাতুরেকান্তিত্বং সিধ্যতি যেনৈকনিষ্ঠত্বং ভবতি, যেনৈকান্তিত্বেন হরিতোষ উদয়তি। "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ৪ ॥

পণ্ডিত অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা নির্দ্দোষ গুরু পরম্পরা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যে গুরুপরম্পরা স্মরণ করিলে বৈষ্ণবের ঐকান্তিকত্ব সিদ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা ভগবৎ সন্তোষের উদয় হয়। গুরুবর্গের আদর্শ চরিত্র সমূহ আলোচনা করিলে তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের চরিত্র নির্ম্মল হয় এবং ঐকান্তিক বৈষ্ণব দাস বলিয়া নিজানুভূতি হয়। ঐকান্তিক হরিজনের প্রতি হরির বিশেষ কৃপা। ঠাকুর নরোত্তম বলেন

নিতাই চরণ সত্য, নিতাই সেবক নিত্য। জীব প্রাকৃত বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত গুরুপাদপদ্ম লাভ করিলে নিত্য রাজ্য ও পরম মঙ্গল লাভ করেন ॥ ৪ ॥

যদুক্তং পদ্মপুরাণে।

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥ ৫ ॥

প্রমেয়োপদেশপথপ্রবর্ত্তকাশ্চত্বারঃ প্রাগভূবন্, তেভ্যো গঙ্গাস্নানবদপরে প্রচরিতাঃ। তদুপদিষ্টেন পথা বিনা, মন্ত্রশাস্ত্রানুপলব্ধা বিষ্ণুমন্ত্রা মুক্তিদা ন ভবন্তীতি, অত্র পাদ্মবাক্যাদ্ সংপ্রদায়েতি। শিষ্টানুশিষ্টগুরূপদিষ্টো মার্গঃ সংপ্রদায়ঃ। শিষ্টত্বং বেদপ্রামাণ্যাভ্যুপগমত্বং। অতঃ সংপ্রদায়বিহীনানাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং জপ্তানামপি বৈফল্যাদ্ধেতোঃ কলৌ তদ্যুক্তাঃ সংপ্রদায়িনস্তে কেঽভূবন্ তত্রাহ শ্রীতি, পুরুষোত্তমাদিতি জগন্নাথাৎ তৎ প্রবর্ত্তাৎ ক্ষেত্রাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই ফলপ্রদ হয় না। এহেতু কলিকালে চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাত্মার উদয় হইবে। শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র ও সনকাদি এই চারিটী সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবনপাবন বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়ের উৎকল দেশে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রকাশ জানিতে হইবে। সম্প্রদায়ের পরিচয় ব্যতীত মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অনির্দ্দিষ্ট অভিমানে জীব সর্ব্বদাই চঞ্চল মতি। নির্ব্বিশেষ বাদীগণের মধ্যে বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতার মাহাত্ম্য শুনা গেলেও তাহা সাম্প্রদায়িকতার হেয়াংশের পরিচয় মাত্র। অসতের সহিত সতের কখনই একসম্প্রদায় হইতে পারে না। মিথ্যার সহিত সত্যের সাম্য, অধমের সহিত

উত্তমের একতা, আস্তিকের সহ নাস্তিকের তুল্যত্ব যেরূপ অসম্ভব মন্ত্র অসিদ্ধির সহিত মন্ত্রসিদ্ধির কখনই সাম্য হইতে পারে না। উদারতার নামে অনুদারতার বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা ঐকান্তিক ধর্ম্ম বুঝিতে পারেন না তাঁহাদের সৎসম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার নাই। ভগবানের চমৎকারিতা সর্ব্বোপাদেয়ত্ব উপলব্ধি এবং নিজের মঙ্গল জ্ঞান যাহাঁদের নাই তাহারাই স্বীয় হিতাহিত চেষ্টাশূন্য হইয়া আলস্যক্রমে সম্প্রদায় বিহীন ভাবকে ভ্রান্তি বশতঃ উদারতা মনে করে। সৎসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার যাহাদের শ্রদ্ধা উদয় হয় নাই যাহারা নিজ প্রকৃত হিত চেষ্টার প্রতি উদাসীন হইয়া মূর্খ উদারতার ছলকারী জনের বঞ্চনাধীন হন তাঁহাদের মন্ত্র সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ কলিকালে সৎ সম্প্রদায় স্থাপন বিষয়েও তর্ক দ্বারা বিবাদ উপস্থিত হয় এজন্য সিদ্ধসূরি মহাত্মা চতুষ্টয় মূল চারি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে কলিকালে উদয় হইবেন। তাঁহারা ছল উদারমত-পোষণকারী নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিবিশিষ্ট দুর্ভাগা জীবের দুর্মতি শোধন করিয়া জীবকে হরিপরায়ণ করিবেন। আদি গুরু লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সনক সনাতন সনন্দ ও সনৎকুমার এই চারি জনের অবলম্বনেই কলিকালে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবে। কলিকালে চারিজন শুদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবাচার্য্য এই চারিজন মূল প্রবর্ত্তকের মত বিস্তার করিবেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম দেবের আশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয় নিজ নিজ প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিবেন। পুরীতে এই চারি সম্প্রদায়ের মঠ সমূহ বর্ত্তমান কাল হইতে শতবর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সমুজ্জ্বলিত ছিল। ইহারা কালে কালে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক বৈভব জনসমাজে বিস্তার করিয়া জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥ ৬ ॥

আদিভূতাস্তে চত্বারঃ স্বস্বসংপ্রদায়ান্ প্রৌঢ়ান্ বীক্ষ্য স্বয়ংশ্রেষ্ঠ তদ্ধর্ম্যাংশ্চতুরশ্চক্রুরিত্যাহ রামেতি। শ্রীলক্ষ্মীঃ স্বসংপ্রদায়প্রবর্ত্তনক্ষমতয়া রামানুজং স্বীচক্রে স্ফুটার্থমন্যৎ ॥৬॥

লক্ষ্মীদেবী রামানুজ স্বামীকে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মধ্বস্বামীকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং সনক সনাতন সনন্দ ও সনৎকুমার নিম্বার্ক স্বামীকে কলিকালে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত মত প্রচারক শ্রীরামানুজ মাদ্রাজ হইতে ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে মহাভূতপুরীতে ৯৩৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া একশত বিশ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা প্রচার করেন। শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্ত মত প্রচারক শ্রীমধ্বাচার্য্য পরশুরামক্ষেত্রে উড়ুপী গ্রামে ১০৪০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন। শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্ত মত প্রচারক বিষ্ণুস্বামী দ্রাবিড়ান্তর্গত অন্ধ্র প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ সেবা প্রচার করেন এবং দ্বৈতাদ্বৈত বেদান্তমত প্রচারক আচার্য্য নিম্বাদিত্য দাক্ষিণাত্যে মুঙ্গের পত্তন গ্রামে আরুণি ঋষির ঔরসে জয়ন্তী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ ভজন প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন আন্ধ্র বিষ্ণুস্বামী ব্যতীত অনেকগুলি বিষ্ণুস্বামীর উদয় সমূহ ভারতীয় ঐতিহাসিকের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে নিম্বার্কের উদয়কাল রামানুজ ও মধ্বের উদয় সময়ের বহু পূর্ব্বে। বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য স্বামীর উদয় সময় বহু পূর্ব্বে হওয়ায় শকাব্দে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না। রামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের কাল লইয়াও অনেক বিবদমান গবেষণা পরিদৃষ্ট হয়। কাহার মতে শ্রীবল্লভভট্ট বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য কিন্তু ইহাতেও মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়। রামাৎ বা রামানন্দী সম্প্রদায় রামানুজ সম্প্রদায় হইতে উত্থিত হইলেও তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদীগণের সহিত সংসর্গ করায় তাঁহাদিগকে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র মনে করেন ॥ ৬ ॥

তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণসংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্যজয়তীর্থশ্রীজ্ঞানসিন্ধুদয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধিরাজেন্দ্রজয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ং॥
পুরুষোত্তমব্রহ্মণ্যব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥ ৭

ইতি গুরু পরম্পরা॥

পূর্ব্বাত্রযোজনাভাবাৎ শ্রাদিপরম্পরাং বিহায় স্বকীয়াং ব্রহ্মপরম্পরামাহ কৃষ্ণেতি। ব্রহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণশিষ্যত্বং শ্রীগোপাল পূর্ব্বতাপন্যাং বিস্ফুটং। শ্রীমধ্বমুনের্ব্বাদরায়ণশিষ্যত্বং বৈতিহ্যপ্রসিদ্ধং। মধ্বশঙ্করৌ সহস্রবিদ্বদ্গোষ্ঠিমধ্যস্থৌ মণিকর্ণিকায়ামনশনতয়া বিচারং চক্রতুঃ। তত্র নভসি নীলাভ্রপ্রখ্যঃ সর্ব্বেদৃষ্টো ব্যাসো মধ্বমতং স্বীচকার শঙ্করমতং ত্যাক্ষীদিতি প্রসিদ্ধং। তচ্ছিষ্যানিতি তস্য মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যান্ শ্রীশ্বরাচার্য্যাদ্বৈতাচার্য্য-নিত্যানন্দান্। দেবমিতি মাধবেন্দ্রস্য ঈশ্বরঃ, ঈশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইতি। ইত্থঞ্চ ত্রয়াণাং প্রভূণাং শিষ্যধারাভিরিদানীন্তনৈঃ সম্বধ্য স্বস্বগুরুপরম্পরা সর্ব্বৈর্ব্বোদ্ধব্যা ইতি দর্শিতং। যেনেতি শ্রীচৈতন্যেন॥ ৭॥

তন্মধ্যে গ্রন্থকর্ত্তার নিজ ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা বলিতেছেন। গ্রন্থকর্ত্তা গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণ মূল উপাস্য বস্তু এবং সর্ব্বমূল গুরু। তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মা। ব্রহ্মার শিষ্য দেবর্ষি নারদ। নারদের

শিষ্য বাদরায়ণ ব্যাস, ব্যাসের শিষ্য শ্রীমধ্ব। শ্রীমধ্বের শিষ্য পদ্মনাভ, তদনুগ নরহরি এবং তদনুগ মাধব। মাধবের শিষ্য অক্ষোভ্য। অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়তীর্থ। জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু, তাহার শিষ্য দয়ানিধি, তাহার শিষ্য বিদ্যানিধি, তাহার শিষ্য রাজেন্দ্র তাহার শিষ্য জয়ধর্ম্ম। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই ধারায় পর পর শিষ্য। জয়ধর্ম্মের শিষ্য পুরুষোত্তম তাহার শিষ্য ব্রহ্মণ্য তাহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ। এই সকল গুরু বর্গকে আমরা সম্যক্‌রূপে স্তব করি। ব্যাসতীর্থের শিষ্য লক্ষ্মীপতি তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। তাঁহার শিষ্য জগদ্গুরু ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তুতি করি। ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দিয়া জগতের নিস্তার বিধান করিয়াছেন। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গুরু পরম্পরা; শ্রীমাধ্ব গুরুগণ একদণ্ডী এবং অনেকেই তীর্থ স্বামী। ইঁহারা নিজ নামাগ্রে শ্রীমাধ্ব অমুক তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীমাধবেন্দ্র, তীর্থ নহেন পরন্তু পুরী গোস্বামী। সুতরাং কোন পুরী গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীমাধ্ব ন্যাসী গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে নিত্যানন্দ প্রভু লক্ষ্মীপতির অনুগত ছিলেন। তত্ত্ববাদী শাখাস্থিত মধ্বের মূল মঠ উত্তরাদী মঠের মাধ্বগণ সকলেই তীর্থস্বামী। আধুনিক অসাম্প্রদায়িক সহজিয়া মতের নেতৃবর্গ কেহ কেহ শ্রীমাধ্ব গুরু পরম্পরাবিষয়ে সন্দিহান হন। কিন্তু তাঁহাদের সন্দেহের কারণ নিজের অনভিজ্ঞতা প্রসূত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে শ্রীগোপালগুরুগোস্বামীর গ্রন্থে এবং শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে প্রমেয় রত্নাবলীর লিখিত গুরুপরম্পরার সহিত অধিকাংশ মিল আছে।

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীৎ শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাং। শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধঃ কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ। তস্য

শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যমহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধব-দ্বিজঃ। অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুঃ তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ। বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ। ব্যাস-তীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং। শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ। তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ। কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গার-কলাত্মকঃ। অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে। ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগন্নাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্॥

শ্রীমাধ্বতত্ত্ববাদসম্প্রদায়াচার্য্যগণ উড়ুপীগ্রামস্থ মূল মাধ্বমঠকে উত্তরাঢ়ী মঠ বলেন। তথাকার গুরুপরম্পরা যথা। ১। হংস পরমাত্মা ২। চতুর্ম্মুখব্রহ্মা ৩। সনকাদি ৪। দুর্ব্বাসা ৫। জ্ঞাননিধি ৬। গরুড়বাহন ৭। কৈবল্যতীর্থ ৮। জ্ঞানেশ ৯। পরতীর্থ ১০। সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ ১১। প্রাজ্ঞতীর্থ ১২। অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য ১৩। শ্রীমধ্বাচার্য্য ১০৪০ শক। ১৪। পদ্মনাভ ১১২০ শক, নরহরি ১১২৭ শক, মাধব ১১৩৬ শক ও অক্ষোভ্য ১১৫৯ শক। ১৫। জয়তীর্থ ১১৬৭ শক। ১৬। বিদ্যাধিরাজ ১১৯০ শক। ১৭। কবীন্দ্রতীর্থ ১২৫৫ শক। ১৮। বাগীশতীর্থ ১২৬১ শক। ১৯। রামচন্দ্র ১২৬৯ শক। ২০। বিদ্যানিধি ১২৯৮ শক। ২১। শ্রীরঘুনাথ ১৩৬৬ শক। ২২। রঘুবর্য্যতীর্থ ১৪২৪ শক। ২৩। রঘূত্তম ১৪৭১ শক। ২৪। বেদব্যাস ১৫১৭ শক। ২৫। বিদ্যাধীশ ১৫৪১ শক। ২৬। বেদনিধি ১৫৫৩ শক॥ ২৭। সত্যব্রত ১৫৫৭ শক। ২৮। সত্যনিধি ১৫৬০ শক। ২৯। সত্যনাথ ১৫৮২ শক। ৩০। সত্যাভিনবতীর্থ ১৫৯৫ শক। ৩১। সত্যপূর্ণ ১৬২৮ শক। ৩২।

সত্যবিজয় ১৬৪৮ শক। ৩৩। সত্যপ্রিয় ১৬৫৯ শক। ৩৪। সত্যবোধ ১৬৬৬ শক। ৩৫। সত্যসন্ধ ১৭০৫ শক। ৩৬। সত্যবর ১৭১৬ শক। ৩৭। সত্যধর্ম্ম ১৭১৯ শক। ৩৮। সত্যসঙ্কল্প ১৭৫২ শক। ৩৯। সত্যসন্তুষ্ট ১৭৬৩ শক। ৪০। সত্যপরায়ণ ১৭৬৩ শক। ৪১। সত্যকাম ১৭৮৫ শক। ৪২। সত্যেষ্টতীর্থ ১৭৯৩ শক। ৪৩। সত্যপরাক্রম ১৭৯৪ শক। ৪৪। সত্যবীর ১৮০১ শক। ৪৫। সত্যধীর তীর্থ ১৮০৮ শক। ১৬। বিদ্যাধিরাজের অপর শিষ্য ১৭। রাজেন্দ্রতীর্থ ১২৫৪ শক। তৎশিষ্য ১৮। বিজয়ধ্বজ তীর্থ। ১৯। পুরুষোত্তম তীর্থ। ২০। সুব্রহ্মণ্য তীর্থ ২১। ব্যাসরায় ১৪৭০-১৫২০ শক। এই মঠের পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত আরও ১৯ জন শ্রীমাধ্বতীর্থ হইয়াছেন।

১৯। রামচন্দ্র তীর্থের অপর শিষ্য বিবুধেন্দ্র ১২১৮ শক তৎশিষ্য ২০। জিতামিত্র ১৩৪৮ শক ২১। রঘুনন্দন ২২। সুরেন্দ্র ২৩। বিষ্ণুরেন্দ্র ২৪। সুধীন্দ্র ২৫। রাঘবেন্দ্রতীর্থ ১৫৪৫ শক এই পরমঠে অদ্যাবধি আরোও ১৪ জন শ্রীমাধ্বতীর্থ হইয়াছেন।

মধ্বের তিন শিষ্য পদ্মনাভ, নরহরি ও মাধব পর পর ক্রমশঃ ১১২০, ১১২৭ এবং ১১৩৬ শকাব্দে মাধ্বপীঠে আরোহণ করেন পরন্তু উহাঁরা তিন জনেই গুরুভ্রাতা ॥ ৭ ॥

অথ প্রমেয়াণ্যুদ্দিশ্যন্তে।

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাং।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

এবং স্বগুরুপরম্পরামাখ্যায় তৎপ্রমেয়াণি তাবদুদ্দিশতি শ্রীমধ্ব ইতি মধ্বোমুনিরস্মৎ-পূর্ব্বাচার্য্যো বিষ্ণুং পরতমমখিলায়ায়-বেদ্যঞ্চাহ। তস্য সর্ব্বজীবাভিন্নতাং চিন্মাত্রাদ্বিতীয়-তত্ত্বায়ত্তলক্ষ্মতাঞ্চ নিরস্যতি। বিশ্বং ভেদঞ্চ সত্যমাহ। আবিদ্যকত্বাৎ প্রপঞ্চস্তদ্ভেদশ্চ মৃষেতি পরোৎপ্রেক্ষিতং কুমতং নিরাকরোতি ইত্যর্থঃ। জীবান্ বদ্ধমুক্তান্ নিত্যমুক্তান্ সর্ব্বান্ হরিচরণভুবো হরের্দাসানাহ তেষাং হর্য্যাত্মকত্বং নিরাকরোতি। তেষাং জীবানাং তারতম্যং বদ্ধসাম্যে সত্যপি সাধনোজ্জৃম্ভিতৈঃ ফলৈঃ বৈষম্যমাহ। ত্রিদণ্ডি প্রতি-পাদিতং ফলতোঽপি সাম্যং নিরাকরোতি জীবানাং বিষ্ণুজ্যিলাভং বিষ্ণুসাক্ষাৎকারং মোক্ষমাহ পরাভিমতাং তেষাং বিষ্ণুরূপতাং নিরাকরোতি তস্য বিষ্ণোরমলং নিষ্কামং ভজনং তৎতস্য মোক্ষস্য হেতুমাহ ব্রহ্মাহমস্মীতি জ্ঞানস্য মোক্ষহেতুতাং নিরাকরোতি প্রত্যক্ষাদীনি ত্রীণি সমতে প্রমাণান্যাহ তেভ্যোঽধিকান্যুপমাদীনি নিরাকরোতি ইত্যেতা-ন্যেব মধ্বমুনিষ্বকৃতানি নবপ্রমেয়াণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যহরিস্তদন্যগৃহীতবীক্ষঃ স্বশিষ্যানুপ-দিশতি। উভয়ত্র লট্প্রয়োগস্তয়োঃ সত্বাৎ "জগৎ প্রাণোকামুদ্রো বিষ্ণোরেকান্তীতি কেনোপনিষদি প্রসিদ্ধং। যো হনুমানসন্ শ্রীরাঘবেন্দ্রং ভীমঃ সন্ শ্রীযাদবেন্দ্রং মধ্বঃ সন্ পারাশর্য্যং শ্রীমুনীন্দ্রঞ্চ তৎতন্মতপ্রতাপান্ খণ্ডয়ন্ প্রতোষয়ামাস। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বরস্তথাপি তন্মতং সর্ব্বোত্তমং বীক্ষ্য তদন্বয়ে দীক্ষাং স্বীচকার লোকসংগ্রহেচ্ছুঃ। যত্র বিশুদ্ধং দ্বৈতং হরেরাত্মমূর্ত্তিত্বাদিতি চ বর্ণ্যতে॥ ৮॥

প্রমেয় সমূহের উদ্দেশ। শ্রীমধ্ব বলেন, ১। বিষ্ণুই পরতম বস্তু ২। বিষ্ণু অখিল বেদবেদ্য ৩। বিশ্ব সত্য ৪। জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন ৫। জীবসমূহ হরিচরণ সেবক ৬। জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্ত-মান ৭। বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি ৮। জীব মুক্তির কারণ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজন ৯। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণ ত্রয়। এই মধ্ব কথিত নয়টী প্রমেয়ই ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন। অবৈষ্ণবগণ বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বহুদেবের ভিন্ন অস্তিত্ব মনে করে কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্বের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব অবগত নহে। অবৈষ্ণব দার্শনিকগণ মূর্খতাবশতঃ নিজেন্দ্রিয়ে বিশ্বাস করিয়া তর্কাদির

আশ্রয়ে বিষ্ণুতত্ত্বকে প্রাকৃতজ্ঞানে অপ্রাকৃতবেদ শাস্ত্র ও অপ্রাকৃত বৈষ্ণব গুরুবর্গে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া অন্যোপায়ে বিষ্ণুতত্ত্ব জ্ঞেয় মনে করে কিন্তু বিষ্ণু অপ্রাকৃত আম্নায়বেদ্য। বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করিয়া বিশ্বকে অসত্য প্রতিপন্ন না করিলে পাছে পরিণামবাদী হইতে হয় এই আশঙ্কায় বিশ্বের সত্যতা বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া মায়াবাদীগণ মিথ্যা বলিতে চান কিন্তু বিশ্ব নশ্বর হইলেও সত্য। বদ্ধজীবদেহকে দেহী মনে করিয়া যে সকল জড়ভোক্তা ভ্রম করেন তাঁহাদের জড়াভিনিবেশ মুক্ত করিবার জন্য বেদে বিবর্ত্তবাদ কথিত হওয়ায় ঐ বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে মায়াবাদীগণ জীবের ব্রহ্মাতিরিক্ত ভিন্ন সত্তা স্বীকার করেন না কিন্তু শুদ্ধ জীবসত্তা পরমাত্মা সহ অভেদ নহে। প্রতিজীবের শুদ্ধসত্তা নিত্য ও ভিন্ন, মায়াকৃত ভেদ জন্য অনিত্য বদ্ধমাত্র নহে। নিত্য মুক্তজীব ও বদ্ধজীবদেহী উভয়েই কৃষ্ণদাস। নিত্যমুক্ত জীবের ঈশ্বরের ন্যায় দেহদেহি-ভেদ নাই, বদ্ধ-জীবের মায়াকৃত দেহদেহী ভেদ হইয়াছে। মুক্তিতে দেহদেহী ভেদ না থাকিলেও প্রত্যেকের নিত্য সত্তা ভিন্ন। বদ্ধজীব ও নিত্যজীবের মধ্যে তারতম্য বর্ত্তমান। অবৈষ্ণব মায়াবাদীর কাল্পনিক বিশ্বাসমতে জীব ধর্ম্ম মায়াগঠিত পরমাত্মার ভ্রান্তিমাত্র মিথ্যাবস্থা কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা নিত্য অপ্রাকৃত সেব্য-সেবকভাবান্বিত। মায়াবাদীগণ বিশ্বাস করেন যে জীবের মায়িক অজ্ঞান তিরোহিত হইলে বদ্ধবিশ্বাসী জীবত্ব হইতে ব্রহ্মের মুক্তি হয়। কিন্তু বিষ্ণুপাদপদ্ম সেবা ব্যতীত বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয় সমূহের গত্যন্তর নাই। শুদ্ধজীবপ্রতীতি বিষ্ণুসেবনপর হইলে প্রাকৃতবিষয়ভোগ বা নির্ব্বিশেষ বিচারচাঞ্চল্য হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। মায়াবাদের আশ্রয়ে ব্রহ্মাভিন্নত্ব জীবন্মুক্ত ভাবও প্রাকৃত চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত। তাহাতে বিষয়-ভোগরাহিত্যের অবসর নাই। মায়াবাদী বিশ্বাস করেন যে ষট্‌কসাধনাদি বৈরাগ্যদ্বারা কৃত্রিমভাবে নির্বিষয়ী হইয়া বিষয় ত্যাগ করিলেই হরিতুষ্ট

হইয়া উপাসককে মুক্ত করেন কিন্তু তাদৃশমায়াসেবাদ্বারা হরি সেবা ব্যতীত জীবের হরিপাদপদ্মলাভ সম্ভব নহে। উপমানাদি আরোও ষড়বিধ প্রমাণদ্বারা তত্ত্ববস্তু নিরূপিত হইতে না পারায়, প্রত্যক্ষ অনুমান ও বেদ-শাস্ত্রের প্রমাণত্রয় গৃহীত হইয়াছে। ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্র মধ্বের এই নব প্রমেয়ের সত্যতা স্বীকার করিয়া তদাশ্রিতজনে ইহাই বৈদান্তিক পরম সত্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

পারতম্য প্রকরণং।

শ্রীবিষ্ণোঃ পরতমত্বং। যথা শ্রীগোপালোপনিষদি।

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ ॥ ইতি ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ।

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥
এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ॥

শ্রীগীতাসু চ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

এবমুদ্দিষ্টানি প্রমেয়াণি ক্রমাৎ সপ্রমাণানি কর্ত্তুং প্রবর্ত্ততে তত্র শ্রীবিষ্ণোরিত্যাদিভিঃ। পরতমত্বং শ্রেষ্ঠতমত্বং। তস্মাদিতি পূর্ব্বোক্তাদর্থপ্রচয়াদ্ধেতোঃ তং সর্ব্বতদ্বাচ্যতয়া দ্বেধা সন্তং

ধ্যায়েৎ স্মরেৎ, রসেৎ জপেৎ, ভজেৎ পরিচরেৎ, যজেৎ অর্চ্চয়েৎ॥ জ্ঞাত্বেতি। শাস্ত্রাৎ সদ্গুরুত্বাৎ, দেবং পরেশং জ্ঞাত্বাবস্থিতস্য মুমুক্ষোঃ সর্ব্বেষাং দেহদৈহিকমমতাপাশানাং হানির্ভবতি। তৎপাশজন্যৈঃ ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈর্বিশিষ্টস্য তস্যাপ্রারব্ধ-ভোগপূর্ত্তেঃ পুনঃপুনর্জায়মানস্য জন্মমৃত্যুপ্রহাণির্ভবতি। বিদ্যাসীদন্তঃস্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মাদিনা দুঃখং তস্য ন ভবতীত্যর্থঃ। অথোত্তরোত্তরং তস্য দেবস্যাভিধ্যানাৎ দেহস্য লিঙ্গশরীরস্য ভেদে বিনাশে সতি চান্দ্রব্রাহ্মাপেক্ষয়া তৃতীয়ং ভাগবতং পদং স দেবধ্যায়ী লভতে বিমুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ। কীদৃশং তৃতীয়ং তদিত্যাহ, বিশ্বৈশ্বর্য্যং কৃৎস্নবিভূতিকং কেবলং প্রকৃতাস্পৃষ্টং, ততঃ স দেবধ্যায়ী আপ্তকামঃ পূর্ণাভিলাষো ভবতি। এতদ্দেবাত্মকং বস্তু জ্ঞেয়ং, অতঃ পরমন্যদ্বেদিতব্যং কিঞ্চিন্নাস্তি তস্যৈব পারতম্যাৎ। মত্ত ইতি। পরতরং মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিন্নাস্তীতি মামেব সর্ব্বোত্তমং বিদ্ধীত্যর্থঃ। পরমেব পরতরং স্বার্থে প্রত্যয়ঃ ভব॥ ৯॥

প্রথম প্রমেয় বিষ্ণুর পারতম্য। গোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে "সেই জন্য কৃষ্ণই পরমেশ্বর সেই কৃষ্ণকেই ধ্যান করিবে তাঁহার নামই সঙ্কীর্ত্তন করিবে তাঁহাকেই ভজন করিবে তাঁহারই পূজা করিবে।" কৃষ্ণেতর দেবতা মায়াধীন মায়াশক্তিপ্রসূত; কৃষ্ণই একমাত্র মায়াধীশ, তিনি সর্ব্বেশ্বর মায়ারও অধীশ্বর। তাঁহার চিন্তনে শ্রদ্ধাদি সাধন ভক্তির আশ্রয়ে জীবের প্রাকৃত চিন্তার উদয় হইতে পারে না, সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠা ও রুচি দেখা যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণচিন্তাবশে চিত্তের প্রাকৃত ভোগধর্ম্ম শূন্য হইয়া অপ্রাকৃতত্ব সিদ্ধ হয়। জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি রতির উদয়ে নাম কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করেন কৃষ্ণ রসময় সুতরাং কৃষ্ণনাম-রসদ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত সেবা হয়। তাহাই তাঁহার ভজন ও যজন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রথম অধ্যায়ে ১১ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে শাস্ত্র এবং গুরু বাক্য হইতে পরমেশ্বরতত্ত্ব অবগত হইলে স্থূল দেহপাশ এবং লিঙ্গদেহ বা দৈহিক মমতাপাশ বিনষ্ট হয়। তৎপাশ জন্য ক্লেশ খর্ব্ব হইলে জন্মমৃত্যুরূপ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না। সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিলে অজ্ঞান-

নিবন্ধন জন্মস্থিতি ও লয়াত্মক অসৎ বস্তুতে নিজাভিনিবেশ বিগত হয় তখন ভগবৎ অভিধ্যান অর্থাৎ অনুশীলন ক্রমে স্থূললিঙ্গদেহ দ্বয়ের বিনাশ ঘটিলে শুদ্ধ সত্ত্ববিশিষ্ট তৃতীয় ভাগবত তনু লাভ করিয়া কেবল অর্থাৎ প্রকৃত্যাতীত অপ্রাকৃত সমগ্র বিভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীব সফলকাম হন। অতএব নিত্য ভাগবতস্বরূপে অবস্থিত হইয়া পরমবস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পরম-রসময়ের বিজ্ঞানে তৎপর হইয়া তাঁহার আর অন্য জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না।

শ্রীগীতায় সপ্তম অধ্যায় সপ্তমশ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন হে ধনঞ্জয় আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর কিছু নাই। মায়াবদ্ধজীব কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কৃষ্ণেতর মায়ার দাস্যকে নিজের শ্রেয়ঃলাভের আকর মনে করে কিন্তু সেই ভ্রম নিরাসের জন্য শক্তিমান্ পরমতত্ত্ব কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিজের সর্ব্ব পারতম্য বুঝাইয়া দিলেন॥ ৯॥

হেতুত্বাদ্বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদিগুণাশ্রয়াৎ।
নিত্যলক্ষ্ম্যাদিমত্বাচ্চ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ॥ ১০॥

যৈর্হেতুভির্বিষ্ণোঃ পারতম্যং তানাহ হেতুত্বাদিভিঃ। হেতুত্বং প্রপঞ্চনিমিত্তোপাদা-নত্বং। তত্র পরাখ্যশক্তিমত্তেন নিমিত্তত্বং প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিমত্ত্বেন তূপাদানত্বং বোধ্যং কূটার্থমন্যৎ॥ ১০॥

জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ বলিয়া চৈতন্যানন্দময়বিভু বিগ্রহ বলিয়া, সর্ব্বগুণাকর বলিয়া এবং শত সহস্র লক্ষ্ম্যাদি কর্ত্তৃক নিরন্তর সম্ভ্রম সেব্যমান বলিয়া কৃষ্ণই পরতম তত্ত্ব॥ ১০॥

সর্ব্বহেতুত্বং, যথাহুঃ শ্বেতাশ্বতরাঃ।
একঃ স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ ॥
বিভুচৈতন্যানন্দত্বং, যথা কাঠকে।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥
বিজ্ঞানসুখরূপত্বমাত্মশব্দেন বোধ্যতে।
অনেন মুক্তগম্যত্ব ব্যুৎপত্তেরিতি তদ্বিদঃ॥১১॥

এক ইতি। স দেবো ভগবান্ একঃ সর্ব্বোত্তমঃ, অতো বরেণ্যঃ পূজ্যঃ, যোনীনাং প্রধানমহদাদীনাং কারণতত্ত্বানাং স্বভাবান্ স্বরূপাণি একঃ সহায়রহিতঃ পরাখ্যশক্তিবেশোঽধিতিষ্ঠতি বশে সংস্থাপয়তি। "একে মুখ্যান্য কেবলা" ইত্যমরঃ। "যোনিঃ স্যাদাকরে-ভগে ইতি বিশ্বঃ। "যোনিঃ কারণে ভগতাময়োরিতি হৈমশ্চন্দ্রঃ"। স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ ইত্যমরঃ। যদ্বা একস্তেভ্যোঽন্যস্তদপ্যস্ত ইত্যর্থঃ॥ যচ্চেতি। যো দেবঃ স্বভাবং তেষাং প্রধানাদীনাং স্বরূপাণি পচতি মহদাদিকার্য্যাবির্ভাবকতয়া আভিমুখ্যং নয়তীত্যর্থঃ। পাচ্যাংস্তদাভিমুখ্যযোগ্যান্ সর্ব্বান্ প্রধানাদীনর্থান্ যো দেবঃ পরিণাময়েন্মহদাদ্যবস্থাং নয়েদিত্যর্থঃ। এবং পরাখ্যশক্তিবেশো যো বিশ্বনিমিত্তং, স এব প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিবেশো বিশ্বযোনির্জগদুপাদানমিত্যর্থঃ। মহান্তং পূজ্যং মত্বা জ্ঞাত্বা উপাস্য চেত্যর্থঃ। সর্ব্বস্মাদ্বাক্যাদিভুক্ত্বং প্রাপ্তং চৈতন্যানন্দত্বং ন প্রাপ্যতে ইতি চেত্তত্রাহ। বিজ্ঞানেতি, অতাতে লভ্যতে মুক্তৈররমিত্যাত্মা, অততেঃ কর্ম্মণি মনিণ্। মুক্তাঃ খলু তাদৃশমেব তং ধ্যায়ন্তি লভন্তে চেতি ভাবঃ॥ ১১॥

সর্ব্বহেতুত্ব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্থ পঞ্চম মন্ত্রে এরূপ কথিত হইয়াছে।

ভগবান্ই একমাত্র পরমপূজ্য দেব। তিনি প্রধান মহদাদি কারণতত্ত্ব সমূহের স্বরূপ, এক অর্থাৎ অন্যাবলম্বন রহিত পরাশক্তি দ্বারা কারণসমূহকে নিজ বশে সংস্থাপন করিয়াছেন। যে দেব প্রধানাদি কারণ

স্বরূপ সমূহের মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যের আবির্ভাব করাইয়া সম্মুখীন করান আভি-মুখ্য যোগ্য সকল প্রধানাদি অর্থ সমূহকে পরিণত করেন অর্থাৎ মহদাদি অবস্থা প্রদান করেন, তিনিই এই পরাশক্তি সম্পন্ন বিশ্বের কারণ।

কঠোপনিষদে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী ২২ মন্ত্রে ভগবানের বিভু-চৈতন্যানন্দত্ব কথিত আছে। বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণ ভগবান্‌কে পরম পূজনীয় মহান্, বৈভব সম্পন্ন পরমাত্মা জানিয়া প্রকৃতির বশীভূত হইয়া অভাব জন্য শোক করেন না। ভগবজ্ বিজ্ঞানে সর্ব্বপ্রাপ্তি।

আত্মবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন মুক্তপুরুষ কর্ত্তৃক যাহা লব্ধ হয় তাহাই আত্মা। এই মুক্তপ্রাপ্য বস্তু ব্যুৎপত্তি হইতে আত্মশব্দ দ্বারা আত্মার বিজ্ঞান সুখরূপ ধর্ম্ম বুঝা যাইতেছে॥ ১১॥

বাজসনেয়িনশ্চাহুঃ।

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণং॥

শ্রীগোপালোপনিষদি চ।

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।

মূর্ত্তত্বং প্রতিপত্তব্যং চিৎসুখস্যৈব রাগবৎ॥

বিজ্ঞানঘনশব্দাদিকীর্ত্তনাচ্চাপি তস্য তৎ।

দেহদেহিভিদা নাস্তীত্যেতেনৈবোপদর্শিতং॥ ১২॥

তথাত্বে বাচনিকমাহ বিজ্ঞানমিতি। দাতুর্যজমানস্য রাতিঃ ফলার্পকং তমেকমিতিস্ফুটার্থং॥ ননু মূর্ত্তত্বং চিৎসুখবস্তুনঃ কথং তত্রাহ মূর্ত্তত্বমিতি। তৈরবাদেরাপস্তু গান্ধর্ব্ববাসিতে শ্রোত্রে যথা মূর্ত্তত্বং প্রতীতং, তথা ভক্তিভাবিতে মনসি তস্য তত্ত্বমিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানঘনানন্দঘনসচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি গোপালোপনিষদি ব্রহ্মণি বিজ্ঞানঘনাদিশব্দপ্রয়োগাচ্চ তস্য তত্ত্বং। মূর্ত্তো ঘন ইতি সূত্রেণ কাঠিন্যেঽর্থে হন্তেঃ

প্রত্যয়ো ঘনশ্চাদেশোঽনুশিষ্টঃ, সৈন্ধবঘনইতি তস্যোদাহরণং তদিদমচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধং যথা। দেহদেহীতি, এতেন চিৎসুখবস্তুনঃ মূর্ত্তত্বসমর্থনেন পরেশে দেহদেহিভেদো নাস্তীতি চোক্তমিত্যর্থঃ। ১২।

বাজসনেয় ব্রাহ্মণোপনিষদ্ বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায় (পাঠান্তরে পঞ্চম অধ্যায়) নবম ব্রাহ্মণ অষ্টাবিংশ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুই যজমানের ইষ্ট ফলার্পক। মাধ্বভাষ্য। এক এব হরির্বন্ধুঃ পুমান্নান্যো ন বিদ্যতে। রাতিঃ ইষ্টঃ।

শ্রীগোপাল পূর্ব্বতাপনী ৩৫ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত প্রভৃতি প্রাকৃত ভেদরহিত অদ্বয়জ্ঞান বস্তুই শ্রীসচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দ দেব। তাঁহারই সেবা করিয়া সন্তোষ বিধান করিবে।

গীত সাধনে প্রাকৃত ভৈরবাদি রাগের মূর্ত্তিময় অনুভূতির ন্যায় চিদানন্দময় মূর্ত্তির বিগ্রহত্ব ইন্দ্রিয়সমূহে চিত্তের নির্ম্মলতাক্রমে অপ্রাকৃত স্ফূর্ত্তি অবশ্য প্রতীয়মান হয়। বেদশাস্ত্রে বিজ্ঞান ঘনশব্দ প্রভৃতি কীর্ত্তিত থাকার জন্য প্রস্তর ন্যায় সেই সচ্চিদানন্দ গোবিন্দের দেহ ও দেহী ভেদ নাই ইহাই শ্রুতিগণের কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য ॥ ১২ ॥

মূর্ত্তস্যৈব বিভুত্বং, যথা মুণ্ডকে।

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং॥

দ্যুস্থোপি নিখিলব্যাপীত্যাখ্যানান্মূর্ত্তিমান্ বিভুঃ।

যুগপদ্ব্যাতৃবৃন্দেষু সাক্ষাৎকারাচ্চ তাদৃশঃ ॥ ১৩ ॥

ননু মূর্ত্তত্বে বিভুত্বং ন স্যাৎ তত্রাহ মূর্ত্তস্যৈবেতি। বৃক্ষ ইতি একঃ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ পুরুষো হরির্দিবি পরব্যোম্নি তিষ্ঠতি, স খলু স্বেতরসর্ব্বনমস্তত্বাৎ বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ কঞ্চিদপি প্রতিক্ষেপো নেত্যর্থঃ। তেনৈকেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং জগৎ পূর্ণং ব্যাপ্তং। অত্র পুরুষো

দিবি তিষ্ঠতীতি মূর্ত্তত্বং। তেনেদং পূর্ণমিতি তস্যৈব বিভুত্বমাগতং। মিথোঽতিভূয়ৈর্ধ্যাতৃবৃন্দেষু সিদ্ধপ্রেমসহ যুগপৎ তস্য প্রত্যক্ষত্বাচ্চ তস্য মূর্ত্তস্য বিভুত্বং, ন চ ধাবন্ সন্নিদধ্যাৎ যোগপদ্যবিরোধাৎ ॥ ১৩ ॥

মুণ্ডক উপনিষদে (বর্ত্তমান প্রচারিত সংস্করণ মুণ্ডক সমূহে এই মন্ত্র মৃগ্য) মূর্ত্তের বিভুত্ব বলিয়াছেন। পরব্যোমে একমাত্র ভগবান্ বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন অন্য কাহারও নিকট তিনি নম্র নহেন অর্থাৎ অপ্রাকৃত জগতে সর্ব্ব সেব্য হইয়াছেন। এই প্রাকৃতজগতেও সেই পূর্ণ পুরুষ সর্ব্বত্র বিরাজমান। তদ্ব্যতীত প্রাকৃত সত্ত্বসমূহের প্রকাশ সম্ভাবনা নাই। সবিশেষ মূর্ত্তিমান্ বৈভব-প্রকাশতত্ত্ব নিত্য অপ্রতিহত ভাবে অপ্রাকৃত রাজ্যে বিদ্যমান থাকিয়া এই জড়জগতে প্রাকৃতবিশেষসমূহের অস্তিত্ব বিধান করিতেছেন। শ্বেতাশ্বতর তৃতীয় অধ্যায় নবম মন্ত্র।

স্বয়ং অপ্রাকৃত পরব্যোমে অবস্থিত হইয়াও নিখিল প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যদ্বয়ে ব্যাপ্ত এই শ্রুতি বাক্য হইতে মূর্ত্তিমান্ ও বিভুত্ব সিদ্ধ হয়। যদি ও কেহ তর্ক করিতে পারেন যে মূর্ত্ত কি প্রকারে বিভু হইবেন জড়জগতে তাহা সম্ভবপর না হইলেও অচিন্ত্যতত্ত্বের বিভুত্বে মূর্ত্তত্ব আছে ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন। প্রাকৃত বুদ্ধি নিরাস করিলে অপ্রাকৃত বুদ্ধিতেই ইহা গম্য। অসংখ্য ধ্যানকারির হৃদয়ে এককালে সেই একবস্তুর সাক্ষাৎকারের তুল্য তাঁহার বিভুত্ব ও মূর্ত্তত্ব উভয়বিশেষই সমকালে সিদ্ধ ॥ ১৩ ॥

শ্রীদশমে চ।

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরং।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥

শ্রীগীতাসুচ ॥

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥
অচিন্ত্যা শক্তিরস্তীশে যোগশব্দেন চোচ্যতে।
বিরোধভঞ্জিকা সা স্যাদিতি তত্ত্ববিদাং মতং ॥ ১৪ ॥

ন চান্তরিতি। যস্য অন্তর্বহিরাদি দেশপরিচ্ছেদো নাস্ত্যতো যো জগতঃ পূর্ব্বাদিষু দেশেষু যুগপদস্তি, কথং সম্ভবো জগন্ময়স্তমাত্মজং গোপী যশোদা সাপরাধং মত্বা উলূখলে দাম্না বববন্ধ। তং কীদৃশং ইত্যাহ, মর্ত্যলিঙ্গং দ্বিভুজমনুষ্যাকৃতিং, অধোক্ষজং ত্যক্তেন্দ্রিয়কসুখং স্বানুবন্ধিসুখবন্তং ইত্যর্থঃ॥ প্রাকৃতং যথেত্যুক্তেবিজ্ঞানঘনত্বং স্পষ্টং, বিভোরেব সুরূপত্বং। ময়েতি। অব্যক্তমূর্ত্তিনা প্রত্যগ্বিগ্রহেণ ময়েদং সর্ব্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তং সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি ময়া ধৃতানি ন চাহং তেষু অবস্থিতঃ তৈর্ধৃতো নাহং। তানি চ ভূতানি কর্ম্মবন্ধনানীব ময়ি ন ধৃতানি কিন্তু মৎসংকল্পেনৈব তানি ধৃতানি ইতি ভাবেনাহ, ন চ গ্রহীতি। ননু কথমেবং সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ পশ্যতি। ঈশ্বরস্য মমাসাধারণং যোগং পশ্যতি। যুজ্যতে দুর্ঘটেষু কার্য্যেষ্বনেনেতি ব্যুৎপত্তেরচিন্ত্যা শক্তির্যোগঃ॥ ১৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ে ১৩।১৪ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে যাঁহার পরিচ্ছিন্ন দেশে অন্তর নাই বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই অপর নাই, অথচ যিনি পরিচ্ছিন্ন জগতের অন্তরে, অপরিচ্ছিন্ন জগতের বাহিরে, জগতের পূর্ব্বে জগদ্বিনাশের পরে বর্ত্তমান আছেন ও থাকিবেন যিনি স্বয়ং সমগ্র জগৎ অর্থাৎ যাঁহার শক্তিপরিণামে জগৎ ব্যক্ত হইয়াছে সেই অজ অব্যক্ত মূর্ত্তিচিহ্নধারী অধোক্ষজ ভগবানকে যশোদা নিজ অপরাধকারী পুত্র জানিয়া ঐহিক বিচার মতে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বাক্য নির্দ্দেশেও তাঁহার বিভুত্ব ও মূর্ত্তত্ব সিদ্ধ হয়।

শ্রীগীতায় নবমঅধ্যায়ে ৪।৫ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন আমি প্রাকৃত ব্যক্ত আকারবিশিষ্ট নহি, অব্যক্তমূর্ত্তি। আমাকর্ত্তৃক এই সমগ্র প্রাকৃতব্যক্ত জগৎ ব্যক্ত। প্রাকৃত সকল ভূতগণ আমাতেই অবস্থিত। আমি অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ভূতগণে অবস্থিত নহি। আমি অপ্রাকৃত তত্ত্ব। আবার প্রাকৃত ভূত সমূহ অপ্রাকৃততত্ত্বে অবস্থিত নহে ইহাই আমার ঐশ্বরিক যোগ।

এখানে যোগ শব্দে ভগবানে অবস্থিত তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিকে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বিরোধী শক্তি দ্বয়ের এককালে অধিষ্ঠান ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবেই সম্ভবপর হয় তজ্জন্য এই অচিন্ত্য শক্তি বিরোধভঞ্জিকা ইহাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মত ॥ ১৪ ॥

আদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বং, যথা মুণ্ডকে।
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ
আনন্দিত্বং চ, তৈত্তিরীয়কে।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ॥

প্রভুত্বসুহৃত্ত্বজ্ঞানদত্বমোচকত্বানি চ, শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥
সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ ॥

মাধুর্য্যঞ্চ, শ্রীগোপালোপনিষদি।
সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং ॥ ১৫ ॥

বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদীত্যত্রাদিপদগ্রাহ্যমাহ, আদিনেতি। সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বং বিন্দতীতি সর্ব্ববিৎ। আনন্দমিতি। *ব্রহ্মণো ধর্ম্মভূতমানন্দং বিদ্বান কুতশ্চ ন কালকর্ম্মাদেন বিভেতি ধর্ম্মবেদী বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বস্যেতি। প্রভুত্বং প্রভাব-শালিত্বং, ঈশানত্বং নিয়ন্তৃত্বং, সৌহার্দ্দং নির্নিমিত্তহিতকারিত্বং। প্রজ্ঞা চেতি। তস্মা-দুপাসিতাদীশাৎ জীবানাং পুরাণী সনাতনী প্রজ্ঞা ধর্ম্মভূতা সম্বিৎ প্রসৃতা ভবতি প্রকটী-ভবতীত্যর্থঃ। মাধুর্য্যঞ্চেতি॥ মনুষ্যভাবেনৈব পারমৈশ্বর্য্যসাধ্যকার্য্যকারিত্বং তদিত্যর্থঃ। যথা স্তনচুষণেন পূতনাপ্রাণহরণং, কোমলাঙ্ঘ্রিহত্যাতিকঠোরশকটভঙ্গং, সপ্তাহিকা-ঙ্গুল্যা গিরিধারণমিত্যাদি। মনুষ্যভাবমুদাহরতি সৎপুণ্ডরীকেতি॥ ১৫॥

দশম সংখ্যোক্ত আদি শব্দে সর্ব্বজ্ঞত্ব লক্ষ্য করা হইয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদে দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডে সপ্তম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ বা প্রাপ্তসর্ব্ব প্রভৃতি।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লী অর্থাৎ দ্বিতীয়া বল্লীর চতুর্থ অনুবাক প্রথম মন্ত্রে ব্রহ্মের আনন্দিত্ব ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মবস্তুর আনন্দ সত্তা উপলব্ধি করিলে সম্বন্ধ তত্ত্বজ্ঞের প্রাকৃত কালকর্ম্মাদি হইতে ভয়ের কারণ থাকে না। প্রকৃত্যাতীত চিন্ময় রাজ্যে আনন্দাস্তিত্ব অবগত হইলে সচ্চিদানন্দ জ্ঞাতার জড়ীয় অভাব জন্য কাহা হইতেও কোন আশঙ্কা হয় না।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রভুত্ব ও সুহৃত্ব তৃতীয় অধ্যায় ১৭ মন্ত্রে, জ্ঞানদত্ব চতুর্থ অধ্যায় ১৮ মন্ত্রে, মোচকত্ব ষষ্ঠ অধ্যায় ১৬ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। যিনি সকলের প্রভু, ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয় এবং জগদ্বন্ধু। সেই মহাপ্রভুর উপাসনা হইতে বদ্ধ জীবগণের আবৃত নিত্য সনাতনী প্রজ্ঞা অর্থাৎ সম্বিদ্বৃত্তি প্রকাশমান হয়। যিনি সংসারবন্ধন, সংসারে অবস্থান কার্য্যের ও সংসার হইতে মোচনের একমাত্র কারণ।

শ্রীগোপাল পূর্ব্বতাপনী ত্রয়োদশ মন্ত্রের প্রথম শ্লোকে ভগবানের মাধুর্য্য কথিত হইয়াছে। যিনি প্রস্ফুটিত পুণ্ডরীক নয়নবিশিষ্ট, ইন্দ্রনীলঘনশ্যাম-

প্রভ, তড়িদ্বর্ণ পীতবসনযুক্ত, দ্বিভুজান্বিত, মৌন বা জ্ঞানমুদ্রাসহিত এবং বনমালাধারী ভগবান্, তাঁহাকে ধ্যান করিবে ॥ ১৫ ॥

ন ভিন্না ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভেদভানং বিশেষতঃ।
যস্মাৎ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিধীর্বিদুষামপি ॥ ১৬ ॥

ননু বিভুত্বাদয়ো ধর্ম্মা হরের্ভিন্না ন বা? নাদ্যঃ। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ইতি তদ্ভেদনিষেধক শ্রুতিব্যাকোপাৎ। নান্ত্যঃ। প্রত্যাখ্যাস্ নৈর্গুণ্যাপত্তেরিতি চেত্তত্র সমাধিঃ ন ভিন্ন ইতি। ভেদাভাবেঽপি বিশেষাদ্ভেদকার্য্যমস্তি ইতি ন নৈর্গুণ্যাপত্তিঃ। বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধি ন ভেদঃ। নন্বেবং কুত্র দৃষ্টং তত্রাহ। যস্মাৎ কাল ইতি। আদিনাসত্ত্বমস্তীত্যাদিসংগ্রহঃ। অত্র কালস্য কালাশ্রয়ত্বং, সত্তায়াশ্চ সত্তাশ্রয়ত্বং, ভেদাভাবেপি যথা প্রতীয়তে তথা প্রকৃতেঽপীত্যর্থঃ। অত্রাধিকং তু সুসূক্ষ্মাৎ গোবিন্দভাষ্যাদধিগন্তব্যং ॥ ১৬ ॥

পদার্থের ধর্ম্ম সমূহ ধর্ম্মী বা পদার্থ হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ বস্তু হইতে বস্তুধর্ম্মের ভেদ নাই। বিশেষ ধর্ম্ম হইতে ভেদ ভান মাত্র। বিশেষ ধর্ম্মে ভেদ প্রতিনিধি, বস্তু হইতে ভিন্ন নহে। যেরূপ পণ্ডিতগণেরও কাল সর্ব্বদা আছে এইরূপ প্রতীতি হয় অর্থাৎ কালের আশ্রয় ও আশ্রয়ী এক হইলেও আধার আধেয়ের ভেদ জ্ঞান হয় তদ্রূপ ঈশ্বরে দেহ দেহী ভেদ অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ প্রতিপত্তি কারক বাস্তবিক নহে ॥ ১৬ ॥

এবমুক্তং, নারদপঞ্চরাত্রে।
নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো
নিশ্চেতনাত্মকশরীর গুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা ॥ ১৭ ॥

নির্দোষেতি। মুগ্ধত্বাদিদোষশূন্যঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণপূর্ণো বিগ্রহো যস্য স ভগবান্ বিষ্ণুঃ। কিং মায়িনামিব বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্তস্য বিগ্রহস্তত্রাহ, নিশ্চেতনাত্মকেতি। চিদ্বিগ্রহো বিশেষচিদ্গুণকতয়া প্রতীত ইত্যর্থঃ। কিং সাংখ্যানামিব চিদেকধাতুস্তত্রাহ আনন্দমাত্রেতি। চিদানন্দবিগ্রহ ইত্যর্থঃ। কিং বিষক্সেনানুযায়িনামিব দেহদেহিভেদবান্ তত্রাহ সর্ব্বত্রেতি। দেহদেহিভাবে গুণগুণিভাবে চ স্বগতভেদেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ। ত্রিবিধো হি ভেদঃ। আম্রঃ পনসো নেতি সজাতীয়-ভেদঃ, আম্রঃ পাষাণো নেতি বিজাতীয়-ভেদঃ, আম্রপুষ্পাণি আম্রো ন ইতি স্বগতো ভেদঃ॥ ১৭॥

নারদপঞ্চরাত্রেও এরূপ কথিত হইয়াছে। নির্দ্দোষ অর্থাৎ মুগ্ধত্বাদি দোষবর্জ্জিত ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণ পূর্ণ বিগ্রহবিশিষ্ট ভগবান্। জড়শরীর যেরূপ চৈতন্যহীন এবং উৎপত্তি স্থিতিও বিনাশ ধর্ম্মবিশিষ্ট ভগবানের শরীর তাদৃশ নহে পরন্তু দেহ চৈতন্যবিশিষ্ট এবং প্রাকৃত গুণরহিত অপ্রাকৃত। ভগবানের দেহ চিদানন্দময় অর্থাৎ তাঁহার হস্ত, পদ, মুখ ও উদর প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ আনন্দমাত্র সর্ব্বত্র দেহদেহী ও গুণগুণী এবং স্বগত ভেদ বর্জ্জিত পরমাত্ম স্বরূপ। আম্র ও কাঁটাল ফলত্বে সমজাতীয়, আম্র ও প্রস্তরফলক একটী বৃক্ষফল অপরটী প্রস্তর খণ্ড, সুতরাং বিজাতীয় এবং আম্রফুল ও আম্রফল এক বৃক্ষেরই অন্তর্গত হইলেও স্বগত পরস্পর ভিন্ন। ভগবান এরূপ সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদবিশিষ্ট নহেন তিনি অদ্বয় জ্ঞান॥ ১৭॥

অথ নিত্যলক্ষ্মীকত্বং, যথা বিষ্ণুপুরাণে।

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥
বিষ্ণোঃ স্যুঃ শক্তয়স্তিস্রস্তাসু যা কীর্ত্তিতা পরা।

সৈব শ্রীস্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভুর্মহান্ ॥
তত্র ত্রিশক্তির্বিষ্ণুঃ, যথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্যেবেতি। অনপায়িনী নিত্যসম্বন্ধা স্বরূপানুবন্ধিনীত্যর্থঃ। এতৎ শ্রুতিপাদমাহুঃ বিষ্ণোঃ স্যুরিতি। ননু ক্বচিৎ নিত্যমুক্তজীবত্বং লক্ষ্ম্যাঃ স্বীকৃতং তত্রাহ প্রাহেতি। নিত্যেবেতি পক্ষে, সর্ব্বব্যাপ্তিকথনেন কলা কাষ্ঠেত্যাদি পদ্যকল্প শুদ্ধোপীত্যুক্তা চ মহাপ্রভুণা স্বশিষ্যান্ প্রতি লক্ষ্ম্যা ভগবদদ্বৈতমুপদিষ্টং। ক্বচিদ্যত্তস্তাস্তু দ্বৈতমুক্তং তত্তু তদাবিষ্টনিত্যমুক্তজীবমাত্রপর সঙ্গতমস্তু। পরাস্যেতি। স্বাভাবিকী বহ্ন্যুষ্ণতা ইব স্বরূপানুবন্ধিনী, জ্ঞান বল ক্রিয়া, সম্বিৎ সন্ধিনী হ্লাদিনী-রূপা ক্রমাদ্বোধ্যা ॥ ১৮ ॥

ভগবান্ সর্ব্বদা লক্ষ্মী বিশিষ্ট বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভগবান্ বিষ্ণুর অনপায়িনী অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধযুক্তা স্বরূপানুবন্ধিনী নিত্য শক্তি লক্ষ্মীদেবী জগতের মাতা। যেরূপ বিষ্ণু সর্ব্বগত সেই প্রকার এই শক্তিদেবীও সর্ব্বব্যাপিনী। বিষ্ণুর তিনটী শক্তির মধ্যে যিনি পরা বলিয়া কথিত হইয়াছেন শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেব, সেই পরাশক্তি লক্ষ্মীকে শক্তিমান ভগবানের সহিত অভিন্ন বস্তু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। যদি শাস্ত্রে বা মহাজনোক্তিতে কোথাও বিষ্ণুশক্তির দ্বৈত বলিয়া বর্ণন দেখা যায় তাহাও অপ্রাকৃত রাজ্যে মায়াতীত বিষ্ণুসেবাপর অভিন্ন বিগ্রহ বিশেষ জানিতে হইবে ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে অষ্টম মন্ত্রে ত্রিশক্তি বিশিষ্ট ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। ইহজগতে যেরূপ অগ্নি এবং তাহার দাহিকাশক্তি স্বাভাবিক এবং বস্তু হইতে অবিচ্যুত তদ্রূপ ভগবানের স্বরূপানুবন্ধিনী

বিবিধ স্বাভাবিকী শক্তি শুনা যায়। সেই শক্তি জ্ঞান বল ও ক্রিয়া রূপা সম্বিৎ স্বরূপিনী ও হ্লাদিনী বলিয়া জানিতে হইবে।

ভগবান্ বিষ্ণু প্রধানপতি, অর্থাৎ যোগমায়া রচিত তদ্রূপবৈভব গোলক-পতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ জীবশক্তিপতি এবং ত্রিগুণাত্মিকাপ্রকৃতিপতি ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

পরৈব বিষ্ণু ভিন্না শ্রীরিত্যুক্তং, তত্রৈব।

কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালসূত্রস্য গোচরে।
যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরিঃ॥
প্রোচ্যতে পরমেশো যঃ যঃ শুদ্ধোপ্যুপচারতঃ।
প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনাং॥

এষা পরৈব ত্রিবৃদিত্যপ্যুক্তং তত্রৈব।

হ্লাদিনীসন্ধিনীসম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ১৯॥

বিষ্ণুশক্তিরিতি। অবিদ্যেতি কর্ম্মেতি চ সংজ্ঞা যস্যাঃ সা অন্যা তৃতীয়া শক্তিস্ত্রিগুণা মাগ্নেত্যর্থঃ। কলেতি। কলাদিলক্ষণো যঃ কালস্তদেব সূত্রং জগচ্চেষ্টানিয়ামকত্বাদ্রজ্জুঃ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্য পরাখ্যাশক্তির্নাস্তি, স বিষ্ণুনঃ প্রসীদতু। যঃ কেবলঃ পরাত্মেদ-রহিতোপ্যুপচারাৎ পরমেশঃ প্রোচ্যতে। পরা চাসৌ মা চ লক্ষ্মীস্তস্যা ঈশঃ স্বামীতি নিগদ্যতে ইত্যর্থঃ, যঃ প্রসিদ্ধঃ স নঃ প্রসীদতু। স্ফুটমন্যৎ। এষেতি। ত্রিবৃৎ ত্রৈরূপে বিভক্তা। হ্লাদিনীতি। হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে, ভবতি হ্লাদবান্ সা হ্লাদিনী। সন্ধাত্মাপি যয়া সত্তাং ধত্তে সা সর্ব্বদেশকালব্যাপ্তিহেতুঃ সন্ধিনী। সংবিদাত্মাপি যয়া

জংবেত্তি সা সম্বিৎ। একা বিশেষবলনির্ভাতভেদকার্য্যাপি-নির্ভেদেত্যর্থঃ। সত্ত্বাংশেন হ্লাদকরী, রজোঽংশেন তাপকরী, যা মিশ্রা ত্রিগুণা শক্তিঃ সা ত্বয়ি নো বর্ত্ততে, কুত্র ইত্যাহ, গুণবর্জ্জিতে মায়াগুণাপৃষ্টে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর শক্তি তিনটী ; তন্মধ্যে প্রথমা পরাশক্তি অপরা দ্বিতীয়া ক্ষেত্রজ্ঞা নাম্নী জীবশক্তি এবং অন্য তৃতীয়া অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি যাহার কর্ম্মসংজ্ঞা।

বিষ্ণু হইতে অভিন্না লক্ষ্মীদেবী। পরাশক্তি বলিয়া বিষ্ণু পুরাণে আখ্যাতা হইয়াছেন। যাঁহার কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কালপরিমাণকারী কাল স্বরূপ অখণ্ডকাল জগতের চেষ্টা সমূহের নিয়ামক রজ্জুরূপেও অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাঁহার পরানাম্নী শক্তিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না সেই শুদ্ধ নির্ম্মল পরমাত্মা হরি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন্।

যিনি পরাশক্তির সহিত অভেদ বলিয়া উপচারিত হওয়ায় পরমেশ্বর বলিয়া সংজ্ঞিত হন অথবা যিনি পরা "মা" লক্ষ্মীর ঈশ্বর বা ভর্ত্তা বলিয়া কথিত হন সেই সর্ব্ব দেহবিশিষ্ট জীবগণের আত্মা বিষ্ণু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥

বিষ্ণু পুরাণেই এই পরাকেই ত্রিবৃৎ অর্থাৎ তিনরূপে প্রকাশমানা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সর্ব্বাশ্রয় তোমাতেই হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তি-ত্রয় বর্ত্তমান আছে। গুণবর্জ্জিত তোমাতে হ্লাদতাপকরী মিশ্রা শক্তি নাই। ভগবান্ হ্লাদাত্মা হইলেও যদ্দ্বারা আহ্লাদন অনুষ্ঠিত হয় তাহা হ্লাদিনী, সদাত্মা হইলেও যদ্দ্বারা সত্তা ধৃত হয় সর্ব্বদেশকালব্যাপ্তির কারণ সন্ধিনী, সংবিদাত্মা হইলেও যদ্দ্বারা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় তাহাই সম্বিৎ শক্তি তিনটী ভগবানেই নির্ভেদ ভাবে অবস্থিত। সত্ত্বাংশে হ্লাদকরী তমোঽংশে তাপকরী ও রজোঽংশে হ্লাদতাপ উভয়করী গুণত্রয়, নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণত্রয়াতীত বিষ্ণুবস্তুতে থাকিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

একোপি বিষ্ণুরেকাপি লক্ষ্মীস্তদনপায়িনী।
স্বসিদ্ধৈর্বহুভির্বেশৈর্বহুরিত্যভিধীয়তে॥

তত্রৈকত্বে সত্যেব বিষ্ণোর্বহুত্বং, শ্রীগোপালোপনিষদি।

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য
একোপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

অথ লক্ষ্ম্যাস্তদ্যথা॥

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। ইত্যাদি॥ ২০॥

যথা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথা বিভুঃ। ইতি। মণিরত্ন বৈদূর্য্যং। নীলপীতাদয়স্তদ্গুণাঃ। এবং একমেব পরং তত্ত্বং পুরুষোত্তমতয়া শ্রুতিমতয়া চ দ্বেধা প্রকাশতে। তস্য তস্যাশ্চ বৈদূর্য্য-মণিবৎ বহূনি রূপাণি সন্তীত্যাহ একোপি ইতি। স্বসিদ্ধৈঃ স্বরূপানুবন্ধিভিঃ বেশৈঃ সংস্থানৈর্ব্বহুর্ব্বহ্বী চোচ্যতে। একো ইতি। বহুধা মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপপ্রাকট্যেন। অথেতি। তদ্বহুত্বং। পরাস্যেতি। বিবিধা জানকীরুক্মিণ্যাদি রূপপ্রাকট্যেন নানা রূপা॥ ২০॥

বিষ্ণু এক হইলেও এবং তাঁহার অব্যভিচারিণী শক্তি বিষ্ণুতে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত লক্ষ্মী একা হইলেও, বহু বহু স্বরূপানুবন্ধি বেশ ধারণ পূর্ব্বক বহু রূপে অভিহিত হন। মণি যেরূপ নীলপীতাদি যুক্ত হইয়া রূপভেদ লাভ করে ভগবান এবং তৎসহায়িনী লক্ষ্মীও তদ্রূপ সেবকের নিকট সেব্য মূর্ত্তি সমূহে প্রকট হন।

গোপাল পূর্ব্বতাপনী ২১ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরূপ-কর্ত্তা কৃষ্ণই একমাত্র সকলের পূজ্য। তিনি এক হইয়াও মৎস্যকূর্ম্মাদি বাসুদেবসঙ্কর্ষণাদি কারণার্ণবগর্ভোদকাদি বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশমান্ হন। যে সকল শুকাদির ন্যায় ধীর পুরুষ তাহার পীঠমধ্যে অবস্থিত মূর্ত্তির পূজা করেন তাঁহারাই নিত্যসুখলাভে সমর্থ হন অন্য কেহই মহানারায়ণাদির উপাসনায় তদ্রূপ সুখলাভে সমর্থ নহেন।

লক্ষ্মীর সেই প্রকার বহু রূপ ধারণ যথা শ্বেতাশ্বতরে এই ভগবানের পরাশক্তির বিবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইতে শুনা যায়॥ ২০॥

পূর্ত্তিঃ সার্ব্বাত্রিকী যদ্যপ্যবিশেষা তথাপি হি।
তারতম্যঞ্চ তচ্ছক্তিব্যক্ত্যব্যক্তিকৃতং ভবেৎ॥

তত্র বিষ্ণোঃ সার্ব্বত্রিকী পূর্ত্তির্যথা বাজসনেয়কে।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

মহাবারাহে চ।

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥ ২১॥

বিষ্ণোর্ন্যাশ্চাবতারের পূর্ত্তির্যদ্যপি তুল্যা তথাপি গুণপ্রাকট্যতারতম্যাদংশাংশি-ভাবোপাস্তীত্যাহ পূর্ত্তিরিতি। সার্ব্বত্রিকী সর্ব্বেষ্ববতারেষু বর্ত্তমানা অবিশেষা তুল্যা॥ পূর্ণমিতি। অদোঽবতারিরূপং, ইদং অবতাররূপং, উভয়ং পূর্ণং সর্ব্বশক্তিমৎ, পূর্ণাদ্ব্যাদি-

রূপাৎ পূর্ণমবতাররূপং লীলাবিস্তারায় স্বয়মুদচ্যতে প্রাদুর্ভবতি। তল্লীলাপূর্ত্তৌ পূর্ণস্যাবতাররূপস্য পূর্ণং স্বরূপমাদায় স্বস্মিন্নৈক্যং নীত্বা পূর্ণমবতারিরূপমন্যত্রাবিলীনং সদবশিষ্যতে ইত্যর্থঃ॥ অত্র ঐক্যমুক্তং পার্থক্যেণ স্থিতিশ্চোচ্যতে তদিদং যথেষ্টং বোধ্যং। সর্ব্বে ইতি। শাশ্বতাঃ জগতি পুনঃ পুনরাবির্ভাবিনঃ দেহাঃ স্বরূপানুবন্ধিনো বিগ্রহাঃ স্বরূপানুবন্ধিত্বাদেব হানেন উপাদানেন চ বর্জ্জিতাঃ॥ স্ফুটার্থমন্যৎ॥ ২১॥

যদিও বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অবতার সমূহে পূর্ণতা তুল্য, তাহা হইলে গুণ-প্রাকট্য তারতম্যে শক্তির প্রকাশও অপ্রকাশে তারতম্য হয়।

বাজসনেয় ব্রাহ্মণোপনিষৎ বৃহদারণ্যক শ্রুতির পঞ্চম অধ্যায় (পাঠান্তরে সপ্তম অধ্যায়) প্রথম ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সর্ব্বত্র পূর্ণতা উক্ত হইয়াছে। মহাবৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতত্ত্ব পূর্ণ, দেবীধামে বিষ্ণুতত্ত্ব পূর্ণ। উভয়েই সর্ব্বশক্তিমান্। পূর্ণরূপ অবতারী হইতে পূর্ণরূপ অবতার স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হন; অবতারী পূর্ণ হইতে লীলা পূরণজন্য পূর্ণ অবতার হইলেও অবতারীতে পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে, ন্যূন হয় না। আবার অবতারের প্রকট লীলা সমাপন হইলে অবতারীর পূর্ণতা বৃদ্ধি হয় না।

মহাবারাহে উক্ত হইয়াছে যে সেই পরমাত্মার সকল স্বরূপানুবন্ধী বিগ্রহ নিত্য ও শাশ্বত অর্থাৎ পুনপুনঃ আবির্ভাব বিশিষ্ট; ভগবানের দেহ কখনই প্রাকৃত নহে। সেই দেহ হান অর্থাৎ ত্যাগ বা ক্ষতি রহিত এবং উপাদান রহিত অর্থাৎ অন্যবস্তু দ্বারা গঠিত নহে। ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় পরিদৃশ্যমান বস্তু বিনাশশীল এবং ক্ষণভঙ্গুর, ভগবদ্বিগ্রহ তাদৃশ নহে। ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় বস্তু প্রাকৃত উপাদানে গঠিত কিন্তু বিষ্ণু কলেবর সম্পূর্ণ চিন্ময়; জীবের বদ্ধদেহ অনিত্য এবং কালে উদ্ভূত, কিছু কালের জন্য স্থিত ও পরে বিনাশশীল। কর্ম্মফলবশে জীবের প্রাকৃত স্থূল ও লিঙ্গ দেহ কালে উদিত হয় ও বিনাশ লাভ করে; ভগবানের দেহ তাদৃশ নহে॥

ভগবদ্বিগ্রহ সমূহ পরমানন্দময় এবং সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানময় ইন্দ্রিয় বৃত্তি-বিশিষ্ট। সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ এবং সকল প্রকার দোষ রহিত। ভগবত্তায় কোন দুঃখসত্তা নাই এবং অজ্ঞানতার সম্ভাবনা নাই। ভগবানে সকল গুণগণ পরিপূর্ণভাবে থাকায় সকল প্রকার দোষের কোন প্রকারের কিছুমাত্র অস্তিত্ব তাঁহাতে থাকিতে পারে না॥ ২১॥

অথ শ্রিয়ঃ সা যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥
পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা আদিত্যোঽভূদ্যদা হরিঃ।
যদা চ ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ং॥
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী॥
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুং।
স্যাৎ স্বরূপসতী পূর্ত্তিরিহৈক্যাদিতি বিন্মতং॥ ২২॥

অথেতি। সা পূর্ত্তিঃ। তামুদাহরতি এবং যথা ইতি। প্রকটার্থং। দেবত্বে ইতি। করোতি প্রকটয়তি। স্যাৎ ইতি। এষু বাক্যেষু সৈব সর্ব্বত্রেতি সর্ব্বেষাং প্রাদুর্ভাবানাং অভেদাৎ সর্ব্বেষু তেষু স্বরূপসতী পূর্ত্তিরস্ত্যেবেতি শ্রুতিযুক্তিবিদাং মতং ইত্যর্থঃ। অন্যথা স্বরূপপূর্ত্তেরভাবে তদভেদো গৌণঃ স্যাৎ॥ ২২॥

লক্ষ্মীগণের সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সেই পূর্ত্তি বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে জগতের স্বামী দেবদেব জনার্দ্দন যখন অবতার প্রকট করেন লক্ষ্মীদেবীও

তাঁহার অবতার হন। যেকালে ভগবান্ হরি অদিতির গর্ভে স্বীয় আদিত্য স্বরূপ আবির্ভূত করান তখন লক্ষ্মীও পুনরায় পদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। যখন ভগবান্ ভৃগুবংশে পরশুরাম মূর্ত্তি প্রকট করেন সেই কালে লক্ষ্মীদেবীও স্বীয় ধরণী মূর্ত্তি প্রকট করাইয়াছিলেন। শ্রীরামাবতারে লক্ষ্মীদেবী সীতারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলায় তিনি রুক্মিণী রূপে অবতীর্ণা হন। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারাবলীতেও লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বত্রই তাঁহার সহায়িনী। ভগবান্ যে কালে বেদমূর্ত্তি ধারণ করেন লক্ষ্মীও সেই দেবীমূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হন। যখন তিনি মানবরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন লক্ষ্মীও মানবী মূর্ত্তিতে তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন। সেবা বিষ্ণুর কলেবরের অনুরূপ সেবোপকরণ সমন্বিতা নিজ সেবিকারূপ প্রকট করেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন প্রাদুর্ভাবসমূহের অভেদ-হেতু তদনুরূপা সেবিকা স্বরূপ পূর্ণতত্ত্বের পূর্ণতা সম্পাদন করেন। এই লক্ষ্মীর প্রকটভেদে মহালক্ষ্মী হইতে অভিন্না শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকৃত হইলে স্বরূপের পরিবর্ত্তে গুণজাত পূর্ত্তি স্বীকার করিতে হয় কিন্তু তাহা নহে ইহাই পণ্ডিতগণের মত এই যে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি নিত্যা এবং পূর্ণা। ভিন্ন ভিন্ন অবতারেও মায়াকর্ত্তৃক অপূর্ণতা সিদ্ধ হয় না। বস্তু ও বস্তুশক্তির পূর্ণতা বিষয়ে মায়াই হানিকারিণী হন কিন্তু এক্ষেত্রে মায়িক খণ্ড ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে নাই ॥ ২২ ॥

অথ তথাপি তারতম্যং

তত্র শ্রীবিষ্ণোস্তদ্ যথা শ্রীভাগবতে। (১।৩।২৮)

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ॥ ইতি ॥

অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল ॥ ইতি চ ॥ ২৩ ॥

অথেতি। যদ্যপ্যবিশেষা পূর্ত্তিরস্তি তথাপি তারতম্যমংশাংশিভাবোঽস্ত্যস্তি ইত্যর্থঃ॥ এতে চেতি। এতে চতুর্বিংশতিঃ পুংসো গর্ভোদশায়িনোঽংশকলাঃ কথিতাঃ। তন্মধ্যপতিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্ অনন্যাপেক্ষিরূপো মীমিত্যর্থঃ॥ অষ্টমস্থিতি। তয়োর্দেবকী-বসুদেবয়োঃ॥ ২২॥

যদিও বিষ্ণুবস্তু মায়িক বস্তুর ন্যায় খণ্ড ও অপূর্ণ প্রভৃতি ধর্ম্মে অবস্থিত নহেন তথাপি লীলাগত-বিচিত্রতা প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে তারতম্য বর্ত্তমান আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বিষ্ণুর অংশকলা সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন। গর্ভোদশায়ী পুরুষাবতারে চতুর্ব্বিংশতি অবতারাবলী প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়াছেন কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ গর্ভোদকশায়ী—হইতে নিঃসৃত অংশকলা প্রকাশকারী অবতার নহেন, তিনি স্বয়ং অবতারী। বসুদেবও দেবকীর অষ্টমগর্ভস্থ সন্তান সাক্ষাৎ হরি॥ ২৩॥

অথ শ্রিয়স্তদ্ যথা পুরুষ-বোধিন্যামথর্ব্বোপনিষদি।
"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে" ইত্যুপক্রম্য,
"দ্বেপার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ" ইত্যভিধায়
পরত্র, "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকাশক্তিঃ" ॥ইতি॥
গৌতমীয় তন্ত্রে চ।
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা॥ ইতি॥২৪॥

অথেতি। শ্রিয়স্তৎতারতম্যম্। গোকুলাখ্য ইতি। অত্রাংশিত্বম্ শ্রীরাধায়াঃ লক্ষ্ম্যাদয়োঽংশা ইত্যর্থো বিস্ফুটঃ। দুর্গাত্র মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী, ন তু প্রাকৃতী। দেবীতি—রাধিকাদেবী পরেত্যন্বয়ঃ। অতঃ কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণাত্মিকা, তথাপি পরদেবতা, কৃষ্ণার্চ্চিকা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, পুরুষবোধিনী

ঋতেঃ, নিখিলানাং লক্ষ্মীণামংশিনী, সর্ব্বাসাং তাসাং কান্তিরিচ্ছা পূজ্যাভিলাষো যস্যাং সা, সম্মোহিনী কৃষ্ণানুরঞ্জিকা ॥ ২৪ ॥

স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর অবতারাবলীর তারতম্য উল্লিখিত হইল সেই প্রকার অথর্ব্ববেদীয় পুরুষবোধিনী উপনিষদে এরূপে লিখিত আছে: "গোকুল নামক মথুরা মণ্ডলের ভূমিকায়"—এরূপ আরম্ভ করিয়া "দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা" এরূপ উল্লেখ করিয়া পরে "সেই অংশিনী গোপীর অংশে লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিসমূহ"। শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর অংশস্বরূপা লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এস্থলে দুর্গা প্রাকৃত দেবী নহেন। তিনি মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধিকার অংশ বিশেষ

গৌতমীয় তন্ত্রেও লিখিত হইয়াছে যে পরদেবতা শ্রীমতী রাধিকা, কৃষ্ণাত্মিকা। তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী অর্থাৎ সকল লক্ষ্মীগণের আকরস্বরূপা। তিনি লক্ষ্মীগণের যাবতীয় অভিলাষের আশ্রয়। তিনি কৃষ্ণানুরঞ্জিকা এবং সকল লক্ষ্মীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥ ২৪ ॥

অথ নিত্যধামত্বং আদি শব্দাৎ, যথা ছান্দোগ্যে।

স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ইতি ॥ স্বে মহিম্নি ॥ ইতি ॥

মুণ্ডকে চ। (২।২।৭)

দিব্যে পুরে হ্যেষ সংবোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ইতি ॥

ঋক্ষু চ।

তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ অয়াসঃ অত্রাহ।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥ ইতি ॥২৫॥

"নিত্যলক্ষ্ম্যাদিমত্ত্বা"দিত্যত্রাদিপদগ্রাহ্যমাহ অথেতি। ভগবঃ ভগবন্ ত্ব সনৎকুমার, সভূমাখ্যো হরিরিত্যাদি প্রশ্নঃ, স্বে মহিম্নীতি তদুত্তরম্ দিব্য ইতি। পুরে বিচিত্র প্রাসাদাদিশালিনি॥ তামিতি তাং তাদি বাং খুবয়ো রাধিকা কৃষ্ণয়ো বাস্তূনি গৃহাণি গমধো প্রাপ্তুং উপাস্তি কাময়ামহে। যত্র যেষু গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ প্রশস্তবিষাণাঃ সন্তি। অয়াসঃ শুভাবহবিধিরূপাঃ, "অয়ঃ শুভাবহো বিধিরিত্যমরঃ" বাঞ্ছিতদাত্রা ইত্যর্থঃ। অত্রার্থে শ্রুতিরাহ—বৃষ্ণভক্তেচ্ছাবর্ষিণঃ কৃষ্ণস্য তৎ পরমং পদং ভূরি প্রচুরমবভাতি নাস্ত্যস্য সংখ্যেত্যর্থঃ॥ ২৫॥

পুরুষবোধিনী আথর্ব্বণ শ্রুতিতে "যাঁহার অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তি" এই শ্রুতি বাক্যে এবং এই গ্রন্থের দশম শ্লোকে লক্ষ্ম্যাদিমত্ত্ব শব্দে আদি শব্দের প্রয়োগে নিত্য ধামের স্বরূপ অনুস্যূত আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন এই প্রশ্নের উত্তরে স্বীয় অসাধারণ মহিমা হরিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন প্রদর্শিত হইয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদেও এই পরমাত্মা স্বরূপ ভগবান্ সংব্যোম অর্থাৎ পরব্যোম ধামে অপ্রাকৃত পুরীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন এরূপ মন্ত্র পাওয়া যায় সেই অপ্রাকৃত পুরীতে বিচিত্র নিত্য প্রাসাদ বর্ত্তমান।

ঋগ্বেদে ও কথিত হইয়াছে যে "আপনাদিগের উভয়ের অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের গৃহসকল পাইবার অভিলাষী হইতেছি। যে গৃহসমূহে প্রশস্ত শৃঙ্গ গাভীসকল বর্ত্তমান তাহারা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে সমর্থ। আরও শ্রুতিতে বলিয়াছেন ভক্তেচ্ছা বর্ষণকারী কৃষ্ণের পরমপদ প্রচুর পরিমাণে অবভাত হইতেছে অর্থাৎ অসংখ্য বৈকুণ্ঠ দীপ্তিমান হইতেছে।

শ্রীগোপালোপনিষদি চ।

তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হি॥ ইতি॥

জিতন্তে স্তোত্রে চ।

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষাড়্গুণ্যসংযুতম্।
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতম্॥
নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ।
সভাপ্রসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভম্॥
বাপীকূপ-তড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতম্।
অপ্রাকৃতং সুরৈর্বন্দ্যমযুতার্কসমপ্রভম্॥ ইতি॥

ব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥ ইতি॥২৬॥

তাসামিতি। সপ্তানাং পুরীণাং মধ্যে গোপালস্য পুরী মথুরা সাক্ষাদ-ব্রহ্ম তৎপরাখ্যশক্তিরূপত্বেন তদ্রূপ্যাৎ অভিব্যক্তবৃহদ্গুণত্বাচ্চ। লোক-মিত্যাদি প্রস্ফুটার্থম্। পাঞ্চকালিকৈরিতি। অভিগমনোপাদানেজ্যাধ্যয়ন-সমাধয়ঃ পঞ্চকালাস্তৎপরায়ণৈরিত্যর্থঃ॥ সহস্রেতি। মহতঃ স্বয়ং ভগবতঃ পদং স্থানং, "পদং ব্যবসিতি-ত্রাণ-স্থান-লক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষু ইত্যমরঃ॥" অনন্তস্য সংকর্ষণস্যাংশেন সম্ভবঃ প্রাকট্যং অনাদিতো যস্য তৎ॥ ২৬

শ্রীগোপাল তাপনীতেও সেই সপ্ত পুরীর মধ্যে গোপালের পুরী সাক্ষাৎ ব্রহ্মবস্তু অর্থাৎ পরাখ্য শক্তিরূপা ভগবৎ রূপবৈভব।

জিতন্তেস্তোত্রেও লিখিত আছে যে বৈকুণ্ঠাখ্যলোক অপ্রাকৃত ষড়্গুণ সম্পন্ন; এই লোকে অবৈষ্ণবগণ যাইতে অসমর্থ। বৈকুণ্ঠে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় নাই। তথায় নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদসমূহ বিরাজমান

অভিগমন, উপাদান, পূজা, অধ্যয়ন ও সমাধি এই পঞ্চকাল বিশিষ্ট তন্ময়তা লাভ করিয়া পার্ষদগণে বৈকুণ্ঠ পরিপূর্ণ। সেই বৈকুণ্ঠে মহতী সভা এবং সুবৃহৎ অট্টালিকা, বন, উপবন, বাপী, কূপ, তড়াগ এবং নানাবিধ পাদপরাজি সুশোভিত বৈকুণ্ঠে দশসহস্র সূর্য্যের আলোক দ্বারা সুশোভিত। সেই স্থানটী প্রকৃতির অতীত রাজ্যে নিত্য কাল বর্ত্তমান তন্মধ্যে কোনও স্বতঃকর্ত্তৃত্ববিহীন জড় বস্তুর অবস্থিতি নাই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ সর্ব্বতোভাবে অপ্রতিহত। সেই বৈকুণ্ঠধাম দেবগণের সর্ব্বতোভাবে আরাধ্যভূমি।

ব্রহ্মসংহিতায়ও লিখিত আছে সহস্রদল পদ্মসদৃশ সর্ব্বোচ্চ পদবী 'গোকুল' নামক ভগবানের ধাম অনন্তদেবের অংশ হইতে নিত্য প্রকটিত। সেই পদ্মের কর্ণিকার সহস্রদল পদ্মাত্মক ভগবানের বিচরণভূমি ॥ ২৬ ॥

প্রপঞ্চে স্বাত্মকং লোকমবতার্য্য মহেশ্বরঃ।
আবির্ভবতি তত্রেতি মতং ব্রহ্মাদিশব্দতঃ ॥
গোবিন্দে সচ্চিদানন্দে নরদারকতা যথা।
অজ্ঞৈর্নিরূপ্যতে তদ্বদ্ধাম্নি প্রাকৃততা কিল ॥ ২৭ ॥

মহিমাদিশব্দবাচ্যং হরেঃ পদং প্রকৃতমণ্ডলাদ্বহিঃ শ্রুতং, তন্মণ্ডলান্তঃ মথুরাদি তস্য পদমিত্যেতৎ কথং তত্রাহ—প্রপঞ্চ ইতি। লোকস্য স্বাত্মকত্বে হেতুঃ ব্রহ্মাদিশব্দত ইতি। আদিনা মহিমসংব্যোমশব্দসংগ্রহঃ। এবং মথুরাদৌ প্রাকৃতত্বং কুতঃ স্ফুরতি তত্রাহ—গোবিন্দ ইতি। নরদারকতা প্রাকৃতমনুষ্যবালকতা ॥ ২৭ ॥

গোপাল তাপনীতে গোপালপুরী কৃষ্ণধাম সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বস্তু, ঋগ্বেদে কৃষ্ণের পরমপদ প্রচুরভাবে দীপ্তি বিশিষ্ট প্রকৃতি বেদবাণী হইতে ভগবদ্ধামে নিত্যত্ব ও সেই আধেয় ভূমিকায় ভগবানের নিত্য বিহারভূমি জানা

যায়। সেই মহেশ্বর সেই তদ্রূপ বৈভব নিত্যলোক প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণ করাইয়া তাহাতেই নিজস্বরূপ আবির্ভূত করান। ভগবদ্বিগ্রহ ও ভগবদ্ধাম প্রপঞ্চের অন্তর্গত জড় বস্তু মাত্র নহে। উহাতে ভোগময় প্রাকৃতত্বের আরোপ হইতে পারে না। চিন্ময় জীবের উহাই নিত্য সেবা।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দদেবে যেরূপ প্রাকৃত বালকবুদ্ধি হয় সেই প্রকার প্রপঞ্চে ধামসমূহ মর্ত্যলোকের নিকট প্রাকৃতভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। বাস্তবিক মথুরা (শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ) প্রভৃতি স্থান সমূহ অপ্রাকৃত পরব্যোম শব্দ বাচ্য ॥ ২৭ ॥

অথ নিত্যলীলত্বঞ্চ। তথাহি শ্রুতিঃ।

যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ॥ ইতি ॥

একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো

ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা ॥ ইতি চ ॥

স্মৃতিশ্চ। (গীতা ৪।৯)

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ইতি ২৮॥

অথেতি। যদিতি বৃহদারণ্যকে। যদ্গতং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুণকর্ম্মনিত্যং গতভবৎভবিষ্যচ্ছব্দৈস্তস্য ত্রৈকালিকত্বপ্রত্যয়াৎ। একো দেব ইতি। পিপ্পলাদশাখায়াম্। অত্র লীলায়াঃ নিত্যত্বং বাচনিকম্। জন্মেতি শ্রীগীতাসু। দিব্যমপ্রাকৃতং নিত্যমিতি যাবৎ ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ নিত্যলীলাময় তদুদ্দেশে বেদ বলিতেছেন বৃহদারণ্যকে অনর্থ নিবৃত্ত অপ্রাকৃত ভূমিতে যে গুণ বা লীলা বর্ত্তমান আছে, অতীত হইয়াছে ও ভবিষ্যতে হইবে এই ত্রৈকালিক নিত্যত্ব সর্ব্বতোভাবে

বর্ত্তমান। অথর্ব্ববেদান্তর্গত পিপ্পলাদ শাখায় লিখিত হইয়াছে যে একমাত্র বিষয় বিগ্রহ ভগবান্ নিত্যলীলায় অনুরক্ত তিনি ভক্তব্যাপী এবং ভক্তের হৃদয়ে অন্তর্যামী ভজনীয় বস্তুরূপে নিত্য বিরাজমান।

ভগবদ্গীতা স্মৃতিও সেরূপ বলিতেছেন "হে অর্জ্জুন যিনি আমার প্রকটলীলা ও ভক্তগণের সহিত ক্রীড়া অপ্রাকৃত মানিয়া নশ্বর অতত্ত্ব হইতে ভিন্ন জানেন তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ দেহ পরিহার পূর্ব্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং নিত্যকাল আমার লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া আমাকেই ভজনীয় বস্তুরূপে লাভ করেন॥ ২৮॥

রূপানন্ত্যাজ্জনানন্ত্যাদ্ধামানন্ত্যাচ্চ কস্ত্রুতিৎ।
নিত্যং স্যাত্তদভেদাচ্চেত্যুদিতং তত্ত্ববিদ্ভিমৈঃ॥ ২৯॥

ইতি শ্রীপ্রমেয়রত্নাবল্যাং ভগবৎপারতন্ত্র্যপ্রকরণং
প্রথমং প্রমেয়ম্॥ ১॥

ননু লীলায়ানিত্যত্বং শব্দাৎ প্রতীতং, যুক্তিবিরহাত্তদপুষ্টমিতি চেত্তত্রাহ, রূপানন্ত্যাদিতি। অত্রাহুঃ লীলায়াঃ ক্রিয়াত্বাৎ প্রত্যবয়বমপ্যারম্ভ সমাপ্তিভ্যাং তস্যাঃ সিদ্ধির্বাচ্যা, তাভ্যাং বিনা ন তস্যাঃ স্বরূপং সিদ্ধেৎ তথাচারম্ভসমাপ্তিমত্তয়া বিনাশিত্বপ্রৌব্যাৎ কথং সা নিত্যেতি চেদুচ্যতে পরাত্মনঃ সদৈবাকারানন্ত্যাৎ পার্ষদানন্ত্যাৎ স্থানানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তস্যাঃ তত্তদাকারগতয়োস্তত্তদারম্ভ-সমাপ্ত্যোঃ সত্ত্বেপ্যেকত্রৈকত্র তত্তৎক্রিয়াবয়বা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন সমাপ্যন্তে বা, তাবদেবান্যত্রান্যত্রাপ্যারব্ধাঃ স্যুরিত্যে-বমবিচ্ছেদান্নিত্যত্বং সিদ্ধং ননু মাস্তু বিচ্ছেদঃ। পৃথগারম্ভাদন্যৈবসেতি-চেদুচ্যতে সময়ভেদেনাভ্যুদিতানামপ্যেক-রূপাণাং ক্রিয়াণামৈক্যম্। যথা চোক্তং দ্বিঃপাকোঽনেন কৃতো ন তু দ্বৌ পাকাবিতি দ্বির্গোশব্দো-ঽমুচ্চরিতো ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি প্রতীতিঃ নির্ণীত শব্দৈক্যবদিদং

ইত্যম্। তদেতদাহ তদভেদাচ্চেতি। তেষাং রূপাদীনাং চতুর্ণাং ভেদ-বিরহাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ভগবৎ পারতম্য

প্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১ ॥

ভগবানের অনন্তরূপ হরিজনগণের অনন্তত্ব হেতু ও গোলোক-বৈকুণ্ঠের অনন্তত্ব নিবন্ধন ভগবানের লীলা নিত্য অর্থাৎ তাহার লীলার কোন কালেই অবসান নাই। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রপঞ্চে প্রকটিত ভগবদ্রূপ, তদ্বৎ পরিকর ভগবদ্ধাম ও ভগবল্লীলার নিত্যলীলার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন॥ ২৯ ॥

প্রমেয় রত্নাবলীর প্রথম প্রমেয়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় প্রমেয়।

অথাখিলাম্নায় বেদ্যত্বং, যথা শ্রীগোপালোপনিষদি।

যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে ॥ ইতি ॥

কাঠকে চ। (১।২।১৫)

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি

তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি ॥ ইতি ॥

শ্রীহরিবংশে চ।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।

আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ইতি ১ ॥

সর্ব্ববেদবোধ্যত্বং হরের্ব্যক্তমাহ অথেতি—যোঽসাবিতি। সঃ শ্রীগোপালঃ কৃষ্ণঃ ॥ সর্ব্বে ইতি যৎপদং যদ্ব্রহ্মাখ্যং বস্তু, পদং ব্যবসিতিত্রাণেত্যাহুক্তেঃ। বেদে রামায়ণ ইতি স্ফুটার্থম্ ॥ ১ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুর পারতম্য প্রথম প্রমেয়ে আলোচিত হইল। দ্বিতীয় প্রমেয়ে সেই ভগবদ্ বিষ্ণুর সকল বেদের বেদ্যরূপে স্থাপিত হইতেছে। শ্রীগোপাল তাপনীতে লিখিত হইয়াছে যে এই ভগবদ্ বস্তু সর্ব্ববেদ কর্ত্তৃক পরিগীত হন। কঠোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে সকল বেদশাস্ত্র যাহার পাদপদ্ম ভজন করেন সর্ব্বতোভাবে সম্মান করেন, সকল তপস্যায় যাহাকে ব্রহ্ম বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন। হরিবংশেও কথিত হইয়াছে যে বেদের আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যভাগে এবং রামায়ণ পুরাণ ও মহাভারতের সর্ব্বত্র হরি গীত হন ॥ ১ ॥

সাক্ষাৎ পরম্পরাভ্যাং বেদা গায়ন্তি মাধবং সর্ব্বে।

বেদাস্তাঃ কিল সাক্ষাদপরে তেভ্যঃ পরম্পরয়া ॥ ২ ॥

নন্থ বেদেষু কর্ম্ম প্রতিপাদনং ভূরিদৃষ্টং কথমুক্তোদাহরণানি সংগচ্ছেরন্ ইতি চেৎ তত্রাহ সাক্ষাদিতি। বেদান্তা সাক্ষান্মাধবং গায়ন্তি তেভ্যোঽপরে বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডানি তু পরম্পরয়া, তজ্জ্ঞানাঙ্গ-হৃদ্বিশুদ্ধিকরকর্ম্মবিধানপরীপাট্যেতি সর্ব্ববেদ-বেদ্যত্বং হরেঃ সুপপন্নম্ ॥ ২ ॥

সকল বেদ সাক্ষাৎভাবে এবং পরম্পরাক্রমে একমাত্র মাধবের গান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বেদান্ত শাস্ত্র ভগবানের সাক্ষাৎ গান এবং কর্ম্মকাণ্ড বৈদিক সংহিতাগুলি গৌণভাবে পারম্পর্য্যক্রমে সেই যজ্ঞেশ্বরের কথাই গান করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

ক্বচিৎ ক্বচিদবাচ্যত্বং যদ্বেদেষু বিলোক্যতে।
কার্ৎস্নেন বাচ্যং ন ভবেদিতি স্যাত্তত্র সঙ্গতিঃ।
অন্যথা তু তদারম্ভো ব্যর্থঃ স্যাদিতি মে মতিঃ ॥ ৩ ॥

নন্থ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদৌ হরের্বেদা বাচ্যত্বং দৃষ্টং তত্র কা গতিরিতি চেত্তত্রাহ সাক্ষাদিতি ক্বচিদিতি। দৃষ্টোপি মেরুঃ কার্ৎস্নেনাদর্শনাদদৃষ্টো যথোচ্যতে তদ্বৎ। অন্যথা সর্ব্বথা তদবাচ্যত্বে তজ্জ্ঞানায় বেদাধ্যয়নারম্ভো নিরর্থকঃ স্যাৎ ॥ ৩ ॥

বেদশাস্ত্রের নানাস্থানে সেই বেদ্যবস্তু অবর্ণনীয় বলিয়া যে উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে বেদশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বাক্যের দ্বারা ভগবানের বর্ণন করিতে অসমর্থ। ভগবদ্ বস্তু অবাচ্য বলিলেই যে 'বাক্যের দ্বারা ভগবানের বর্ণন হয় না এরূপ অর্থ সঙ্গত নহে। যদি তাদৃশ অর্থ করা যায় যে বাক্যসমূহ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সুতরাং বেদারম্ভের প্রয়োজনীয়তা থাকে না সেই জন্য অবাচ্য ব্রহ্মশব্দের দ্বারা তাঁহার সম্যক্ বর্ণনা সম্ভবপর নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

শব্দপ্রবৃত্তি-হেতূনাং জাত্যাদীনামভাবতঃ।
ব্রহ্মনির্ধর্ম্মকং বাচ্যং নৈবেত্যাহুর্ব্বিপশ্চিতঃ ॥ ৪ ॥

শব্দেতি। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদিনাস্তু, ব্রহ্মণি জাতিগুণক্রিয়াসংজ্ঞানামভাবাত্তদ্বাচিভির্বেদশব্দৈর্ন তদ্বাচ্যম্ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মবস্তুতে জড়ীয় নাম, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অভাব বশতঃ ব্রহ্মবস্তুকে ধর্ম্মরহিত বলা যাইতে পারে না। ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষবাদীগণ বলেন যে জড়োদ্দেশক শব্দপ্রবৃত্তির হেতুভূত জাতি গুণ ক্রিয়া ও সংজ্ঞার অবস্থান ব্রহ্মে সম্ভবপর নহে। চিন্ময় বিচারে এই কথা সবিশেষবাদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না ॥ ৪ ॥

সর্ব্বৈঃ শব্দৈরবাচ্যে তু লক্ষণা ন ভবেদতঃ।
লক্ষ্যঞ্চ ন ভবেদ্ধর্ম্মহীনং ব্রহ্মেতি মে মতম্ ॥ ৫ ॥
ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং দ্বিতীয়ং প্রমেয়ম্ ॥ ২ ॥

ন চ লক্ষণয়া বেদশব্দানাং তত্র প্রবৃত্তের্ন তদারম্ভো ব্যর্থঃ ইতি চেৎ তত্রাহ সর্ব্বৈরিতি। সর্ব্বশব্দাবাচ্যং ব্রহ্মতয়া স্বীকৃতম্। তত্র লক্ষণা সম্ভবেৎ। সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্র পিণ্ডশব্দবাচ্যে পিণ্ডে ভাগলক্ষণাদৃষ্টা ॥ ৫ ॥

ইতি প্রমেয়-রত্নাবল্যাং হরের্বেদবেদ্যত্বপ্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২ ॥

নির্ব্বিশেষবাদিগণ লক্ষণা অবলম্বন করিয়া যে বিচার উপস্থিত করেন তাহাও জাত্যাদির অভাবহেতু লক্ষণা যুক্ত হইতে পারে না। সবিশেষবাদিগণ বলেন সকল শব্দদ্বারা ব্রহ্মবস্তু অবাচ্য হইলে সেই বস্তুর প্রতি লক্ষণার অবসর হয় না। সকল ধর্ম্মহীন ব্রহ্ম কখনই বেদের লক্ষ্য হইতে পারে না ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সকল শব্দের অবাচ্য ব্রহ্ম যাহারা স্বীকার করেন তাহাদের ব্রহ্মবস্তুতে লক্ষণার সম্ভব হয় না ॥ ৫ ॥

তৃতীয় প্রমেয়।

অথ বিশ্বসত্যত্বম্ ॥

স্বশক্ত্যা সৃষ্টবান্ বিষ্ণুর্যথার্থং সর্ব্ববিজ্জগৎ।
ইত্যুক্তেঃ সত্যমেবৈতদ্বৈরাগ্যার্থমসদ্বচঃ ॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি।

য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগা-
দ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি ॥ ইতি ॥

-শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ।

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ইতি ॥

ঈশাবাস্যোপনিষদি (অষ্টম মন্ত্রে)

। পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ইতি ॥ ১ ॥

প্রপঞ্চসত্যত্বং বক্তুমাহ অথেত্যাদিনা স্বশক্ত্যেতি। ননু "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ স্বরূপং ইত্যাদি বাক্যং জগৎসত্যত্ববাদিনাং কথং সঙ্গচ্ছেত তত্রাহ বৈরাগ্যার্থমিতি। অনিত্যজগৎসুখতৃষ্ণাপরিত্যাগার্থমেব ন তু তন্মৃষাত্বার্থং, তৎসত্যত্বে প্রমাণলাভাদিতি ভাবঃ। স্বশক্ত্যেত্যেতৎ প্রমাণয়তি য ইতি। য ঈশ্বরঃ স্বয়মবর্ণঃ ব্রাহ্মণাদিভিন্নঃ স্বশক্তি-যোগাদনেকান্ ব্রাহ্মণাদীন্ বর্ণান্ দধাতি উৎপাদয়তীত্যর্থঃ। "বর্ণো-

দ্বিজাদৌ শুক্লাদৌ স্তুতৌ রূপযশোক্ষরে ইতি বিশ্বঃ। যদ্বা, স্বয়ং অব্রণঃ রূপরহিতোঽনেকান্ শুক্লাদীন্ অর্থান্, নিহিতার্থঃ চেতসি ধৃতপ্রয়োজনঃ একদেশেতি। পরমব্যোমনিলয়স্য হরেঃ শক্তিকার্য্যমেতৎ তদতিদূরং ইদং পরিদৃশ্যমানং জগদিতি সমুদায়ার্থঃ। যথার্থমিতি সর্ব্ববিদিত চ প্রমাণয়তি, সপর্য্যগাদিতি। স প্রকৃতঃ পরমাত্মাপরিতোঽগাৎ সর্ব্বং ব্যাপৎ, শুক্রমিত্যাদ্যাঃ শব্দাঃ পুংস্ত্বেন বিপরিণম্যাঃ স ইত্যুপক্রমাৎ, শুক্রো দীপ্তিমান্, অকায়োঽস্থাবির ইতি সূক্ষ্মস্থূলদেহশূন্যঃ অব্রণঃ অক্ষতঃ অবিনাশশূন্যঃ শুদ্ধঃ রাগাদ্যনাবিলঃ অপাপবিদ্ধঃ কল্মশূন্যঃ কবিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ মনীষী চতুরঃ পরিভূঃ মায়াভিভবী স্বয়ম্ভূঃ নিহেতুকঃ যাথাতথ্যতঃ সত্যতয়া "ঋতং সত্যং সমীচীনং সম্যক্তথ্যং যথাতথং" ইতি হলায়ুধঃ অর্থান্ মহদাদীন্ সমাঃ সম্বৎসরান্ ব্যাপ্য সম্বৎসরো বৎসরোঽব্দে হায়নোঽস্ত্রীশরৎসমা ইত্যমরঃ ॥ ১ ॥

বিশ্বের সত্যত্ব প্রতিপাদন। সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু নিজ শক্তির দ্বারা যথার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এই উক্তি হইতে জগতের সত্যত্ব নিরূপিত হয়। তবে যে এই জগৎ অসৎ স্বরূপ ইত্যাদি বাক্য শ্রুতিতে পাওয়া যায় তাহা অনিত্য জগতের সুখতৃষ্ণা পরিত্যাগের উদ্দেশে কথিত হইয়াছে জানিতে হইবে। জগতের অবস্থিতির মিথ্যাত্ব অর্থাৎ প্রতীতির অনধিষ্ঠান উদ্দিষ্ট হয় নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে যিনি এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর স্বয়ং ব্রাহ্মণাদি জাতিশূন্য হইয়া নিজ বহুপ্রকার শক্তি অবলম্বনে অনেক প্রকার বর্ণে বর্ণোচিত প্রয়োজনীয়তা উৎপাদন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে যে একদেশস্থিত অগ্নি যেরূপ সুদূরে কিরণ বিস্তার করেন, সেই প্রকার পরব্রহ্মের শক্তি হইতে এই অখিলজগৎ বিস্তৃত হইয়াছে। সেই ঈশাবাস্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে সেই পরমাত্মা সকলের

অন্তর্যামী হইয়া সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট। তিনি দীপ্তিমান্, তিনি স্থূলসূক্ষ্ম-দেহ রহিত। তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না। তিনি রাগাদিশূন্য শুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট। তিনি কবি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ তিনি কর্ম্মফল ভোগশূন্য, তিনি চতুর তিনি মায়ার প্রভু স্বয়ম্ভু। তিনি নিত্যকাল বদ্ধজীবের অহঙ্কার পোষণের জন্য যোগ্য প্রয়োজনীয় মহদাদি অর্থসমূহের বিধান করিতেছেন অর্থাৎ যাঁহারা বিমুখ হইয়া ফলভোগ তাৎপর্য্যে ব্যস্ত তাহাদিগকে মায়িক বন্ধন যোগ্য অহঙ্কার প্রদান এবং যাঁহারা নিষ্কাম হরিসেবা তাৎপর্য্যপর তাহাদিগকে উপাদেয় হরিসেবা নিত্যকাল বিধান করিতেছেন ॥ ১ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ।

তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।
আবির্ভাব-তিরোভাব জন্ম-নাশবিকল্পবৎ ॥ ইতি ॥ ২ ॥

তদেতদিতি। এতদীশ্বরজীবপ্রকৃতিরূপং অখিলং জগৎ, হে মুনিবর, অক্ষয়ং নিত্যং প্রকৃতিজীবরূপমক্ষয়ং স্বরূপেণ ক্ষয়রহিতং পরিণামীত্যর্থঃ। প্রকৃতের্মহদাদিতয়া জীবস্য চ জ্ঞানবিকাশেন পরিণামঃ। ঈশ্বররূপং নিত্যং কূটস্থং, এতদেবাহ আবির্ভাবেতি। ঈশ্বরাংশ আবির্ভাবতিরোভাববান্ প্রকৃতিজীবরূপোঽংশস্তু জন্মনাশবানিতি বা পাঠক্রমমনাদৃত্য অর্থক্রমাদ ব্যাখ্যাতম্। পূর্ব্বত্র হি, "দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ। ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতে॥ অক্ষরং তৎপরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ইত্যুক্ত্বা, তন্মধ্যে ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ-রূপাণি পঠিত্বা, তদনন্তরং তদেতদিতি পঠিতম্ ॥ ২ ॥

বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে, হে মুনি শ্রেষ্ঠ এই অখিল জগৎ স্বরূপে ক্ষয়রহিত ও নিত্য। এই জগতের জন্ম ও নাশ প্রকাশদ্বয় ভগবান্

হইতেই আবির্ভূত ও তাহাতেই বিলীন জানিতে হইবে। জগৎ বাস্তবে পরিণামশীল হইলেও কার্য্য বিচিত্রতা পরিবর্ত্তিত হয় সত্য তথাপি তাহার কারণ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি অনিত্য নহে। কার্য্য নশ্বর হইলেও কারণ রূপাশক্তি অনপায়িনী ॥ ২ ॥

মহাভারতে চ।

ব্রহ্মসত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ।
সত্যাদ্ভূতানি জাতানি সত্যংভূতময়ং জগৎ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মেতি। সচ্চিদানন্দং সত্যসংকল্পং যদ্ব্রহ্ম তৎ সত্যং, আলোচনাত্মকং যৎ তস্য তপঃ তৎসত্যং, তেন ব্রহ্মণা, সনাদি-কমলাদুৎপাদিতো যঃ প্রজাপতিস্তৎ সত্যং, সত্যাৎ তস্মাজ্জাতানি ভূতানি, অতো ভূতময়ং জগৎ সত্যম্ ॥ ৩ ॥

মহাভারতও বলিয়াছেন সচ্চিদানন্দ সত্যসংকল্প ব্রহ্ম সত্য এবং ভগবানের নাভিকমলে উৎপন্ন ব্রহ্মাণ্ড ও সত্য, ব্রহ্মার তপস্যা সত্য, তাদৃশ সত্য হইতেই সমস্ত প্রাণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এ জন্য প্রাণী পূর্ণ জগৎ সত্য ॥ ৩ ॥

আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ বনলীন-বিহঙ্গবৎ।
সত্ত্বং বিশ্বস্য মন্তব্যমিত্যুক্তং বেদবেদিভিঃ ॥ ৪ ॥
ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং তৃতীয়ং প্রমেয়ম্ ॥

ননু "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রুতিষু পূর্ব্বং পরমাত্মৈক আসীৎ ন তু প্রপঞ্চোঽপি।" আত্মৈবেদমিতি সামানাধিকরণ্যব্যপদেশস্তু রজ্জুভুজঙ্গবৎ আত্মনি তস্যাধ্যস্তত্বাদেব ততো মিথ্যৈব স ইতি চেৎ তত্রাহ আত্মেতি। বনে লীনো বিহঙ্গো হি যথা তত্রাস্ত্যেব, তথ

আত্মনি লীনঃ প্রপঞ্চঃ সৌক্ষ্ম্যেণ অস্ত্যেব। অন্যথা সৎকার্য্যাতাপত্তিঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং বিশ্ব-সত্যত্বপ্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩ ॥

যেরূপ পক্ষীগণ বনে মিশিয়া আছে বলিলে বনে তাহাদের অবস্থান বুঝায় সেই প্রকার বেদবাক্যে এই প্রপঞ্চই আত্মায় অবস্থিত বলিলে বিশ্বের সত্যতা ও তদন্তর্গতত্ব বেদজ্ঞের নিকট উপলব্ধির বিষয় হইবে। বেদবিদ্‌গণ তাহা জানিয়াই এরূপ উক্তি করিয়াছেন। পরমাত্মার অন্তরালে সূক্ষ্মভাবে এই স্থূলজগতের কারণ অবস্থিত। অন্যথা কার্য্যের অস্তিত্ব বিষয়েই বিবর্ত্তবাদীর বিবর্ত্তে আপত্তি উপস্থিত হয় ॥ ৪ ॥

প্রমেয় রত্নাবলীর তৃতীয় প্রমেয়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থ প্রমেয়।

অথ বিষ্ণুতো জীবানাং ভেদঃ।

তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি। (৪।৬-৭)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥ ইতি॥ ১॥

ঈশ্বরাৎ জীবানাং ভেদং বক্তুমাহ দ্বেতি। সুপাং সুপ্ লুগিত্যাদি সূত্রাদৌ বিভক্তেরাৎ। দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ জীবেশ-লক্ষণৌ সমানমেকং বৃক্ষং দেহং পরিষস্বজাতে স্বীকৃত্য তিষ্ঠতঃ। জীবো ভোগায়, ঈশো নিয়মনায় ইতি বোধ্যম্। তৌ কীদৃশাবিত্যাহ, সযুজৌ সংযোগবন্তৌ, সখায়ৌ তৎতুল্যৌ। তয়োরন্যঃ একো জীবঃ পিপ্পলং কর্ম্মফলং সুখ-দুঃখরূপং স্বাদু অত্তি। অন্যঃ ঈশস্তদনশ্নন্নপি অভিচাকশীতি প্রদীপ্যতে। সমানে একস্মিন্ দেহলক্ষণে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো নিরতঃ অনীশয়া মায়য়া মুহ্যমানঃ সন্ শোচতি। যদা স্বস্মাদন্যং ভিন্নং ঈশং কল্যাণগুণ-গণেন স্বেন চ জুষ্টং পরিষেবিতং পশ্যতি ধ্যায়তি, তদা বীতশোকঃ সন্ অস্য মহিমানং ধ্যায়তি॥ ১॥

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু হইতে বিভিন্নাংশ জীবসমূহের ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন, যথা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি মন্ত্রে—

সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানা বিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন। কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই বৃক্ষে মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি করতঃ শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বরকে পরিষেবিত হইতে দেখিতে পান, তখন সমস্তশোকনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নামরূপগুণলীলা-মহিমার অনুশীলন করেন॥ ১॥

বৃহৎ সংহিতায়াম্—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা-ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥
ইতি তাৎপর্য্যলিঙ্গানি ষড়্ বান্যাহুর্মনীষিণঃ।
ভেদে তানি প্রতীয়ন্তে তেনাসৌ তস্য গোচরঃ॥২॥

ভেদে শাস্ত্রতাৎপর্য্যং দর্শয়িতুম্ আহ উপক্রমেতি। বৃহৎসংহিতায়াং উপক্রমোপসংহারয়োরেকরূপ্যং ইত্যেকলিঙ্গম্। দ্বা সুপর্ণা ইত্যুপক্রমঃ। অশ্নন্নীশমিত্যুপসংহারঃ। দ্বেতি, তয়োরন্য ইতি, অনশ্নন্ ইতি, অনিশেষ পুনঃ পুনঃ শ্রুতিরভ্যাসঃ। অণুত্ব-বৃহত্বাদিবিরুদ্ধ-নিত্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্বয়া ভেদস্য শাস্ত্রং বিনা লোকাদপ্রতীতেরপূর্ব্বতা। বীতশোক ইতি ফলম্। তস্য মহিমানমেতি ইত্যর্থবাদঃ। অনশ্নন্নিতি উপপত্তিঃ। অসৌ ভেদঃ তস্য শাস্ত্রতাৎপর্য্যস্য গোচরো বিষয়ঃ॥ ২॥

পরমেশ্বর ও জীবে নিত্য-সেব্য-সেবক-ভাব-সম্বন্ধ ইহাই শ্রুতিসিদ্ধান্ত। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত জ্ঞানের ছয়টী লক্ষণ প্রদর্শন করিবার জন্য বৃহৎসংহিতা-

বচন উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন। যথা উপক্রম (প্রারম্ভ), উপসংহার (সমাপ্তি), অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ একই বিষয়ের উল্লেখ), অপূর্ব্বতা-ফল (প্রাপ্তব্য বিষয় বা প্রয়োজন), অর্থবাদ (স্তুতি বা প্রশংসা) এবং উপপত্তি (হেতু, উপায়)—এই ছয়টী শাস্ত্রসিদ্ধান্তনির্ণায়ক লক্ষণ।

সারগ্রাহি পণ্ডিতগণ এই ছয়টীকে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই ছয়টী ঈশ্বর ও জীবে পরস্পর ভেদনির্ণয়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভগবান্ ও জীবে পরস্পর সেব্য-সেবকসূত্রে ভেদ—ইহাই শাস্ত্রতাৎপর্য্যের বিষয়।

"দ্বা সুপর্ণা"-শ্রুতিমন্ত্রে "দ্বা সুপর্ণা" অর্থাৎ—দুইটী পক্ষী—ইহাই 'উপক্রম'; 'অন্যমীশম্' অর্থাৎ তাহা (জীব) হইতে অন্য পরমেশ্বরকে—ইহা 'উপসংহার'; 'দ্বৈতি', 'তয়োরন্যঃ', 'অনশ্নন্'—অর্থাৎ দুইটী, তাহাদের দুইজনের মধ্যে অন্য (জীব), ভোগ বা আস্বাদন না করিয়া, এই সকল শ্রুতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হেতু—ইহাই 'অভ্যাস'; অণুত্ব, বৃহত্ত্বাদি নিত্য বিরুদ্ধ ধর্ম্মের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাহেতু ভেদের বিষয় শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত লোকের অগোচর—ইহাই 'অপূর্ব্বতা'; সেব্য-সেবকভাবাপন্ন জ্ঞান করিয়া বিগত-শোক—ইহাই 'ফল'; ভগবানের মহিমার অনুশীলন করেন—ইহাই 'প্রশংসা', 'আস্বাদ না করিয়া—ইহাই 'উপপত্তি' ॥ ২ ॥

কিঞ্চ, মুণ্ডকে। (৩।১।৩)

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ইতি ॥

কাঠকে চ। (২।১।১৫)

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনে বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ইতি ॥

শ্রীগীতাসু চ। (১৪।২)

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়েন ব্যথন্তি চ ॥ ইতি ॥

এষু মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেঃ স্যাদ্ভেদঃ পারমার্থিকঃ॥ ৩ ॥

ননু নৈতানি লিঙ্গানি ভেদং সাধয়িতুমেকান্তানি, তেষামভেদসাধনেঽপি দর্শিতত্বাৎ। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মু ৩।২।৯), "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইতি মোক্ষদশায়ামভেদাবধারণাদ্ ব্যবহারিকো ভেদঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ, কিঞ্চেতি। যদেতি—পশ্যঃ ধ্যাতা জীবঃ। যথোদকমিতি—বিজানতস্তদনুভবিনঃ। ইদমিতি—উপাশ্রিত্য প্রাপ্য। এষ্বেতি—এষু বাক্যেষু সাম্যমিতি, তাদৃগেবেতি, সাধর্ম্ম্যমিতি মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেস্তাত্ত্বিকো ভেদঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মৈবেত্যত্র ব্রহ্মতুল্য ইত্যেবার্থঃ। "এবৌপম্যেঽবধারণে" ইতি বিশ্বঃ॥ ৩ ॥

যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, সকলশাস্ত্রতাৎপর্য্য-অবধারণের লক্ষণসমূহ ভেদ-নির্ণয়ে ঐকান্তিক নহে ; ঐসকল লক্ষণ অভেদ-নির্ণয়েও প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন', 'ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন' এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে মোক্ষদশাতে অভেদ-জ্ঞান প্রতিপাদিত হয়, সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ব্যবহারিক—বস্তুতঃ পারমার্থিক নহে—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া উক্ত হইতেছে। "যখন ধ্যাতা

বা দ্রষ্টা জীব, সকলের একমাত্র কর্ত্তা, হেমকান্তি পরমেশ্বর, ব্রহ্মের উৎপত্তিস্থল, পরমপুরুষ ভগবানকে দর্শন করেন, তখন সেই জীব তত্ত্বজ্ঞ হন এবং প্রাকৃত জগতের পাপ ও পুণ্যের মল হইতে বিধৌত হইয়া নির্ম্মল শুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ও পরম সমতা লাভ করেন।

'সমতা লাভ করেন' এই বাক্য দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্ররসোপলব্ধিতে জীব ও ঈশ্বরে সমজাতীয়ত্ব—উভয়েই সচ্চিদানন্দ বস্তু, জীব অণু সচ্চিদানন্দ—ভগবানের বিভিন্নাংশ কণ এবং ভগবান্ বিভু সচ্চিদানন্দ, পরিপূর্ণ বস্তু—এইরূপ অনুভূত হয়।

কঠোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—"হে নচিকেতঃ, যেমন শুদ্ধজল শুদ্ধজলে প্রক্ষিপ্ত হইলে শুদ্ধজলসদৃশই হয়, অন্যরূপ হয় না, তদ্রূপ আত্মবিৎ মুনিগণের আত্মা ভগবৎসদৃশই হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সর্ব্বতোভাবে একতা প্রাপ্ত হন না।"

শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে—(গুরূপাসনা দ্বারা) এই (নির্গুণ) জ্ঞানকে লাভ করিলে জীব আমার (শ্রীভগবানের) সাধর্ম্ম্য (নিত্য অষ্টগুণ সম্পন্নতা) লাভ করেন। সেই অপ্রাকৃত গুণসকল প্রকটিত হইলে জীব সৃষ্টিসময়ে জড়জগতে জন্মলাভ করেন না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পান না।" এই সকল শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে 'সাম্য', 'তাদৃগেব', 'সাধর্ম্ম্য' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মোক্ষদশায়ও পরমেশ্বর এবং জীবে ভেদ উক্ত হওয়াতে, ঈশ্বর ও জীবে ভেদ পারমার্থিক—ইহাই জানিতে হইবে। এইরূপ 'ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন'—ইহার অর্থও 'ব্রহ্মতুল্য হন'; কারণ, 'এব' শব্দ অভিধানে 'তুল্য' ও 'নিশ্চয়'—এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

তথ্য—জীব মুক্ত হইলে যে আটটী অবস্থা লাভ করেন, তাহার

বিষয়ে ছান্দোগ্য বলিয়াছেন, যথা—"আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।"

(১) 'অপহতপাপ্মা' অর্থাৎ মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তিসম্বন্ধশূন্য; (২) 'বিজর' শব্দে জরাধর্ম্মরহিত অর্থাৎ নিত্য নূতন; (৩) 'বিমৃত্যু' শব্দে যাহার পতন হয় না; (৪) 'বিশোক' শব্দে সম্পূর্ণ শান্ত অর্থাৎ প্রাকৃত আশা, শোক ও দুঃখ ইত্যাদি রহিত; (৫) 'বিজিঘৎস' শব্দে ভোগবাসনারহিত; (৬) 'অপিপাস' শব্দে কেবল প্রিয়তমের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চান না; (৭) 'সত্যকাম' শব্দে কৃষ্ণসেবোপযুক্ত যে কাম, তৎপরায়ণ; কামনামাত্রেই তখন নির্দ্দোষ; (৮) 'সত্যসঙ্কল্প' শব্দে যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয় যাঁহার। 'সেই ব্রহ্মই মায়া দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মোহিত হইয়া, শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত করিতেছেন'—ইত্যাদি শ্রুতির অর্থাভাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করমতাবলম্বিগণের কেহ কেহ কল্পনা করেন যে, 'অবিদ্যা কর্ত্তৃক মোহিত ব্রহ্মই একমাত্র বাস্তব জীব; সেই জীবই আমি; আমা হইতে অন্য জীবসমূহ আমারই অবিদ্যা-পরিকল্পিত; এবং সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষও চিদাভাস মনের কল্পিত মাত্র; ইহারা সকলেই স্বপ্নদৃষ্ট রথ ও অশ্ব প্রভৃতির ন্যায়। অনন্তর যখন আমি আমাকে জানিতে পারিব, তখন তাহারা কেহই থাকিবে না—যেমন স্বপ্নদৃষ্ট রথাশ্বাদি জাগ্রদবস্থায় আর থাকে না, তদ্রূপ; অতএব একমাত্র জীবই সত্য।' এই দুষ্টমত-নিরসনার্থে প্রথমে তাহাদের মত কহিতেছেন—'ব্রহ্মই একমাত্র জীব, আমিই সেই জীব, অন্য জীব বা ঈশ্বর নাই—অন্য জীব ও ঈশ্বর যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, তাহা আমারই অবিদ্যা-কল্পিত।' এইরূপ মত দুষ্ট মত; কারণ, যদি উক্ত মত দূষিত না হয়, তাহা হইলে "নিত্যো নিত্যানাং" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থের সঙ্গতি হইতে পারে না॥ ৩॥

ব্রহ্মাহমেকো জীবোঽস্মি নান্যে জীবা ন চেশ্বরঃ।
মদবিদ্যা-কল্পিতাস্তে স্যুরিতীত্থঞ্চ দূষিতম্ ॥
অন্যথা নিত্য ইত্যাদি শ্রুত্যর্থো নোপপদ্যতে।

তথাহি কঠাঃ পঠন্তি। (২।২।১৩)

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং
শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

"স এব মায়া-পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং" (কৈবল্যোপনিষৎ—১২) ইত্যাদি শ্রুত্যর্থাভাসমাদায় শঙ্করানুযায়িনঃ কেচিৎ কল্পয়ন্তি। ব্রহ্মৈবাবিদ্যয়া মোহিতং একো জীবঃ বাস্তবঃ, স চ অহমেব, মদন্যে জীবা মদবিদ্যয়া কল্পিতাঃ। সর্ব্বেশ্বরাখ্যঃ পুরুষশ্চ চিদাভাসাঃ সর্ব্বে স্বাপ্নিকা ইব রথাশ্বাদয়ঃ। অথ জ্ঞাতাত্মনি ময়ি চিন্মাত্রতয়া অবস্থিতে তে ন ভবিষ্যন্তি স্বাপ্নিকা ইব রথাদয়ঃ। জাগরে ইত্যেক এব সত্যো জীব ইতি তদিদং প্রত্যাচষ্টে, ব্রহ্মাহমিতি। ইত্থং মোক্ষেঽপি ভেদপ্রতিপাদনেন। অন্যথা পারমার্থিকভেদানঙ্গীকারে। তাং শ্রুতিমুদাহরতি—নিত্য ইতি। আত্মনি মনসি স্থিতম্ ॥ ৪ ॥

কঠোপনিষদ বলিতেছেন—যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্য চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই

থাকায় ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্চেতনাত্তাদৃশা মিথঃ।
ভিদ্যন্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদঃ সনাতনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রুত্যর্থং যোজয়তি—একস্মাদিতি। যঃ পরেশো নিত্যশ্চেতন একো নিত্যানাং চেতনানাং বহূনাং জীবানাং কামান্ বাঞ্ছিতানি, যথা সাধনং বিদধাতি। তং যে ধীরাঃ পশ্যন্তি ধ্যায়ন্তি, তেষাং শান্তিঃ সংসারদুঃখ-নিবৃত্তিঃ শাশ্বতীতি তদর্থঃ। ন খলু নিত্যানাং চেতনানাং অবিদ্যা-কল্পিতত্বং প্রেক্ষাবতা শক্যমভিধাতুং, ইত্যেকজীববাদকণ্ঠকুঠারূপমেতদ্ বাক্যম্। তাদৃশা ইতি, নিত্যাশ্চেতনাশ্চেত্যর্থঃ। তেনেতি, নিত্যানাং চেতনানাং নিত্যাৎ চেতনাৎ ভেদপ্রতিপাদনেন ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রুতির অর্থ যোজনা করিয়া বলিতেছেন যে, যখন নিত্যচৈতন্যস্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বর হইতে, তাদৃশ চেতন বহু জীব পরস্পর ভিন্ন, তখন পরমেশ্বর ও জীবের ভেদ নিত্য ॥ ৫ ॥

প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥

তথাহি ছান্দোগ্যে পঠ্যতে। (৫।১।১৫)
ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে। প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ॥ ইতি ॥ ৬ ॥

মন্বেরং 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' (ছা০উ০ ৩।১৪।১) 'তৎত্বমসি'

(ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদেঃ কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ প্রাণৈকেতি। ন বৈ ইতি, বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাং বাগাদিশব্দৈর্নাভিধানং, কিন্তু প্রাণায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাৎ প্রাণশব্দেনৈবাভিধানং, প্রাণরূপত্বঞ্চ যথা ভবতি। এবং ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাৎ চিজ্জড়াত্মকস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মশব্দেনাভিধানং ব্রহ্মরূপত্বঞ্চ ইতি ॥৬

এইরূপে যদি পরমেশ্বর ও জীবে নিত্যভেদই শ্রুতির তাৎপর্য্য হয়, তবে ছান্দোগ্যের তৃতীয় প্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই দৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম; ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সপ্তম মন্ত্রে, নবম খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে, দশম খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে, একাদশ খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে, দ্বাদশ খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে, ত্রয়োদশ খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে, চতুর্দ্দশ খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে, পঞ্চদশ খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে ও ষোড়শ খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে যে "তৎত্বমসি শ্বেতকেতো" অর্থাৎ মহর্ষি উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে শ্বেতকেতো, তুমিই সেই 'তৎ' বস্তু'—ইত্যাদি শ্রুতির সঙ্গতি কিরূপে হইতে পারে? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন,—'রাগাদি ইন্দ্রিয়গণের যেমন একমাত্র মুখ্য প্রাণেরই অধীনতা নিবন্ধন প্রাণ-শব্দেই অভিধান ও প্রাণরূপত্ব, তদ্রূপ চিজ্জড়াত্মক জগতেরও ব্রহ্মেরই অধীনতাহেতু ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্ব ও ব্রহ্মরূপত্ব। বাগাদি ইন্দ্রিয় যেমন মুখ্য প্রাণ নহে, জীব ও জগৎও তেমনই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম নহে।

এখন রাগাদি ইন্দ্রিয়গণ যে 'প্রাণ' শব্দে অভিহিত হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছেন, যথা—ছান্দোগ্যের পঞ্চম প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ মন্ত্রে পঠিত হয়—'বাক্যসকল, চক্ষুসকল, শ্রবণ-ইন্দ্রিয়সমূহ, মনসমূহ তত্তৎ

নামে অভিহিত হয় না, উহারা সকলেই 'প্রাণ' এই নামেই আখ্যাত হয়; যেহেতু, প্রাণই ঐ সকল বাগাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মব্যাপ্যত্বতঃ কৈশ্চিজ্জগদ্ব্রহ্মেতি মন্যতে ॥

যদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

যোঽয়ং ত্বাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ।
সত্যমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্ ॥ ইতি ॥ ৭ ॥

বস্তু যদ্ব্যাপ্যং তৎ তদ্রূপমিতি সঙ্কেতান্তরেণাপি তদদ্বৈতবাক্যং সঙ্গমনীয়মিত্যাহ ব্রহ্মেতি। যোঽয়মিতি শ্রীবিষ্ণুং প্রতি দেবানাং বাক্যম্। স্ফুটার্থম্। ইত্থং চ স এব মন্বেত্যাদৌ জীবস্য পরমাত্মাভেদঃ তদায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদিভ্যাং ব্যাখ্যাতো বোধ্যঃ ॥ ৭ ॥

কাহারও কাহারও অভিমত এই যে, যেহেতু জগৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, অতএব জগৎও ব্রহ্ম; যেহেতু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'হে দেব, যেহেতু এই দেববৃন্দ আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন, সত্য সত্যই আপনি জগৎস্রষ্টা ও সর্ব্বব্যাপী' ॥ ৭ ॥

প্রতিবিম্ব-পরিচ্ছেদপক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ।
বিভুত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিদ্বদ্ভির্নিরাকৃতৌ ॥ ৮ ॥

উপাধৌ প্রতিবিম্বিতং তেন পরিচ্ছিন্নং বা ব্রহ্ম জীবরূপং স্যাৎ। উপাধের্বিগমে তু ব্রহ্মৈবৈকমিত্যাহুঃ কেবলাদ্বৈতিনঃ। তন্নিরাকর্ত্তুমাহ 'প্রতিবিম্বেতি। ব্রহ্মণো বিভুত্বাৎ নৈরূপ্যাচ্চ ন তস্য প্রতিবিম্বম্। পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাস্বীকারাচ্চ 'ন তস্য পরিচ্ছেদঃ। বাস্তবে পরিচ্ছেদে টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবদ্বিকারিত্বাপত্তিঃ ॥ ৮ ॥

প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদবাদ যাহা অপর পক্ষকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্ব ও অবিষয়ত্বনিবন্ধন বিদ্বদ্জনকর্তৃক নিরাকৃত হইয়াছে। কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতে—উপাধিতে প্রতিবিম্বিত বা উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিভাত হন। জ্ঞানদ্বারা উপাধি বিনষ্ট হইলে, একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। যেমন জল বা দর্পণরূপ উপাধিতে সূর্য্য বা চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়। প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বা চন্দ্রকে অনেক সময় প্রকৃত সূর্য্য ও চন্দ্র বলিয়া মনে হয়; কিন্তু জ্ঞানোদয়ে উপাধির অপগমে ঐ সকল প্রতিবিম্ব বিনষ্ট হইয়া যায়, একমাত্র সূর্য্য বা চন্দ্রই অবশিষ্ট থাকে। আবার যেমন মহাকাশ ঘটাকাশ ও পটাকাশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু কেহ যদি ঐ ঘট পটরূপ উপাধিকে ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন একমাত্র 'মহাকাশই' অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু বিদ্বদ্গণ এই প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছিন্নবাদ অনেকপ্রকার আপত্তি প্রদর্শন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র দুইটী আপত্তির কথা গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন। প্রথমতঃ ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপক, তখন তাহার প্রতিবিম্ব কিরূপে সম্ভব? সর্ব্বব্যাপক বস্তুর প্রতিবিম্বরূপ ভেদ কখনও হইতে পারে না; যেমন, জাগতিক দৃষ্টান্ত সর্ব্বব্যাপী আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না—আকাশে খণ্ডিত সাকার গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কেরই প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। আকাশের প্রতিবিম্ব হইলে বায়ু, কাল, দিক্ প্রভৃতিরও প্রতিবিম্ব হইতে পারিত। অতএব সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকৃত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রহ্ম অবিষয় সুতরাং নির্গুণ। নির্গুণ অবিষয়ের কিরূপে পরিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইতে পারে? আকাশজাত দ্রব্য বলিয়া পরিণাম-বিশিষ্ট; জাত দ্রব্যের ঐরূপে উপাধির পরিচ্ছেদ সম্ভব হইতে পারে

কিন্তু ব্রহ্ম জাত দ্রব্য নহে, সুতরাং ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ নিরাকৃত হইল। পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার করিলে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে টঙ্ক (প্রস্তর-ভেদন-অস্ত্র)ছিন্ন পাষাণখণ্ডের ন্যায় বিকারী বলা হয়; কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী, তাহার পরিচ্ছেদরূপ ভেদ হইতে পারে না। অতএব প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ—এই উভয় মতবাদই দূষিত॥ ৮॥

অদ্বৈতং ব্রহ্মণো ভিন্নমভিন্নং বা ত্বয়োচ্যতে॥
আদ্যে দ্বৈতাপত্তিরন্তে সিদ্ধসাধনতা শ্রুতেঃ॥ ৯॥

ক্ষোদাক্ষমত্বদপ্যদ্বৈতং নাভ্যুপেয়মিত্যাহ অদ্বৈতমিতি। জীব ব্রহ্মণোরদ্বৈতং ব্রহ্মণো ভিন্নং ন বা? নাদ্যঃ, দ্বৈতাপত্তেঃ। নান্ত্যঃ, প্রতিপাদয়ন্ত্যা শ্রুতেঃ সিদ্ধসাধনতা-পাতাৎ। অদ্বৈতং হি ব্রহ্মাত্মকং অতঃ সিদ্ধং তদস্তি, কিং তৎপ্রতিপাদনেন? ৯॥

দ্বিতীয়ত্বরহিত ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ অথবা ব্রহ্ম হইতে জীব অপৃথক্—এই দুই প্রকারের প্রথমে ব্রহ্ম হইতে জীবকে ভিন্ন বলিলে 'অদ্বৈত' শব্দের কোন সার্থকতা থাকে না এবং অভিন্ন বলিলে শ্রুতিসিদ্ধ বস্তুর সাধনরূপ প্রতিপাদনের আবশ্যকতা নাই। যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, তাহাকে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস বৃথা; তাদৃশ প্রয়াসে সিদ্ধভাবে সন্দেহ করা হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার উভয়ের সাম্য বা একত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা হইলে তাহা সিদ্ধ নহে, এই ধারণা হইতেই অদ্বৈতভাবের ব্যাঘাত করা হয়। বৃহৎ বা পালক-শব্দে অণু ও পাল্যের মধ্যে পরস্পর পরিমাণগত ভেদ উদ্দিষ্ট আছে। জীব ও জড়—ইহার মধ্যে গুণগত ভেদ অবস্থিত। যেখানে জীব আছে, সেখানে জড়তার অভাব; যেখানে জাড্যের প্রতীতি, সেখানে জৈব

প্রতীতির অভাব। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজপাদ জীব ও জড়কে চিৎ ও অচিৎ সংজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু চেতনময় জীবের চিদ্ধর্ম্মের বিকাশ-পরিমাণে বদ্ধ ও মুক্তাবস্থায় দ্বিবিধ ভাব লক্ষিত হয়। যেখানে চেতনের অভাব আরম্ভ হইয়া চিতের উপলব্ধি হয় না, সেখানেই অচিৎ। কেবল-চিৎ বা শুদ্ধজীব এবং বদ্ধজীব বা জড়ভোগপ্রবৃত্ত আবৃত-চিৎ মুক্ত ও বদ্ধদশায় অবস্থিত। এই চিদচিতের ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, বৃহৎ বা পালক-ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করেন। ঈশ্বর-সেবাই জীবনবিশিষ্ট জীবের ধর্ম্ম।

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

এই শ্লোকে জানা যায় যে, যেখানে জীবনের উদ্দেশ্য হরিসেবা নাই, সেই জীবন মৃতের ন্যায় জড় পদার্থ। তাহাতে 'জীব' শব্দের অপব্যবহার। তাদৃশ বদ্ধজীব আপনাকে জীবিত মনে করিয়া অচিদ জগতের প্রভুজ্ঞানে ভোগ করিতে থাকে, তাহার ঈশ্বর বা পূজ্য বুদ্ধির অভাবহেতু চেতনের অপব্যবহার। চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর, জীব জড় ও ব্রহ্ম—একই অর্থে প্রযুক্ত হইলেও চিদচিদীশ্বর-বিচারকে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং জীবজড়ব্রহ্ম-বিচারকে পরস্পর ভেদবিশিষ্ট অদ্বৈতবস্তুতে ভেদ অবস্থিত প্রভৃতি বিচারে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। বিষ্ণু অদ্বয় জ্ঞানবস্তু। বিষ্ণুসেবাপর জীব ও বিশ্ব সেই অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুতে ভেদপ্রকাশ। অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রচারক শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামানুজীয় চিজ্জগৎকে অন্তরঙ্গাশক্তি-প্রকোষ্ঠ ও তটস্থাশক্তিপ্রকোষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন। আবার তটস্থাখ্য-শক্তি-পরিণামবশতঃ জীবের অস্মিতা অচিদ্ গুণময় জগতে শুদ্ধচিদ্ধর্ম্মের অভাবই বলিতে হইবে।

অদ্বৈতকে ব্রহ্ম হইতে 'ভিন্ন' বলিলে একটী দ্বিতীয় বস্তু স্বীকার করা হয়,

আবার 'অভিন্ন' বলিলে সিদ্ধবস্তুর সাধন-যোগ্যতা-দোষ উপস্থিত হয়, এজন্য অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতেই এ বিরোধের সামঞ্জস্য হইতে পারে ॥ ৯ ॥

অলীকং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বতঃ।
শ্রদ্ধেয়ং বিদুষাং নৈবেত্যুচিরে তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ভেদসত্যত্বপ্রকরণং চতুর্থং প্রমেয়ম্ ॥৪॥

নন্বু "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ নির্গুণমেব ব্রহ্ম বাস্তবং তত্রাহ—অলীকমিতি। ন তাবৎ নির্গুণে ব্রহ্মণি প্রত্যক্ষং প্রমাণং রূপাদ্যভাবাৎ। নাপ্যনুমানং তদ্ব্যাপ্য লিঙ্গাভাবাৎ। ন চ শব্দঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং জাত্যাদীনাং তস্মিন্নভাবাৎ। ন চ তত্র ভাগলক্ষণয়া শাব্যং সর্ব্বশব্দবাচ্যে তদসম্ভবাদিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ভেদসত্যত্বপ্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥৪॥

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিৎ ও অচিৎ অথবা জীব ও জড়, প্রমাণের বিষয়ের অন্তর্গত, কিন্তু ব্রহ্ম তাদৃশ গুণময় দৃশ্যবস্তুবিশেষ না হওয়ায় প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। ব্রহ্ম গুণরহিত; সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ-প্রমাণ যাহার উপর কার্য্য করিতে অসমর্থ, তাহাতে লক্ষণা-শক্তি কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। ব্রহ্মের নির্গুণতা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দের অলক্ষিত বস্তু বলিয়া নির্গুণ-বিচারকে পণ্ডিতগণ কখনই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারেন না। তত্ত্ববাদিগণ এ জন্যই এই বিচারকে আদর না করিয়া 'অলীক' বলেন।

মায়াবাদিগণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই প্রমাণত্রয়দ্বারা বিশ্ব দর্শন করিতে যান বলিয়া অতৎ-বস্তুকে গুণময় এবং তদ্বস্তুকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তত্ত্ববাদিগণ তাদৃশ লক্ষণার হস্ত হইতে

পরিত্রাণ লাভ করিয়া অচিৎ গুণত্রয়ের বা নির্গুণতার আবাহন না করিয়া সর্ব্বচিদ্‌গুণে গুণান্বিত ভগবদ্‌বস্তুতে বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ, অনুমান- ও শব্দপ্রমাণ ন্যূনাধিক স্বীকার করিয়া বিবর্ত্তবাদকে গর্হণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। ভগবৎ-শব্দদ্বারা নির্গুণ-বৈপরীত্য সগুণভাবকে আবাহন করেন না, পরন্তু সর্ব্বচিদ্‌গুণসম্পন্ন সচ্চিদানন্দ বস্তু ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করেন। তাটস্থ্য-বিচারে বহিরঙ্গা-শক্তি হইতে নির্গত হইয়া উপাধিদ্বয় তটভূমিতেই স্বরূপশক্তিপরিণতি গোলোকবৈকুণ্ঠাদি দর্শন না করিয়া বিরজ নিষ্কল ব্রহ্মধামে চিদ্বৈচিত্র্য দেখিতে পান না ॥ ১০ ॥

প্রমেয়রত্নাবলীর চতুর্থ প্রমেয়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চম প্রমেয়।

অথ জীবানাং ভগবদ্দাসত্বম্।

তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি। (৬।৭)

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ইতি॥ ১॥

জীবানাং হরিদাসত্বং প্রতিপাদয়িতুমাহ অথেতি। নন্ব হরিদাসত্বে স্বরূপসিদ্ধে কিমর্থং উপদেশঃ ইতি চেৎ তদভিব্যক্ত্যর্থঃ স উপদেশ ইতি গৃহাণ। এবমাহশ্রুতিঃ। 'ঘৃতমিব পয়সি গূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্। সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থনদণ্ডেন' ॥ ইতি॥ তমিতি ঈশ্বরাণাং চতুর্মুখাদীনাং, দেবতানাং ইন্দ্রাদীনাম্॥ ১॥

অনন্তর জীবসমূহের ভগবদ্দাস্য কথিত হইতেছে, যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—আমরা (জীবকুল) সেই পুরুষকে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবতাদিগেরও পরমদেবতা, প্রভুগণেরও প্রভু, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম, জগতের একমাত্র ঈশ্বর ও সর্ব্ববন্দ্য বলিয়া জানি॥ ১॥

স্মৃতিশ্চ।

ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ।
এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা॥ ইত্যাদ্যা।

স ব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ।
অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥ ইত্যাদ্যা চ ॥

পাদ্মে চ, জীবলক্ষণে।

দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন ॥ ইতি ॥ ২ ॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ভগবদ্দাসত্বপ্রকরণং
পঞ্চমং প্রমেয়ম্ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাদীনামৈশ্বর্য্যং পরমাত্মদত্তমিত্যাহ ব্রহ্মেতি। দাসভূত ইতি নান্যস্য ব্রহ্মরুদ্রাদেঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং জীবানাং হরিদাসত্বপ্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৫

এই বিষয়ে স্মৃতিও বলিতেছেন—ব্রহ্মা, শম্ভু, সূর্য্য, চন্দ্র এবং ইন্দ্রাদি দেবতাপ্রমুখ সকলেই, ভগবান্ বিষ্ণুর তেজোপ্রভাবে শক্তিমান্ অর্থাৎ বিষ্ণুই পরমেশ্বর—তাঁহারা সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবাহক দাস।

আরও উক্ত হইয়াছে—বহু ব্রহ্মা, বহু রুদ্র, বহু ইন্দ্র, বহু মহর্ষিব্রহ্ম দেবতাগণ সকলেই সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণেও জীবলক্ষণে কথিত হইয়াছে—জীবসমূহ একমাত্র শ্রীহরিরই নিত্যদাস, ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্য কাহারও দাস নহে ॥ ২ ॥

প্রমেয়রত্নাবলীর পঞ্চম প্রমেয়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠ প্রমেয়।

অথ জীবানাং তারতম্যম্।

অণুচৈতন্যরূপত্ব-জ্ঞানিত্বাদ্যবিশেষতঃ।
সাম্যে সত্যপি জীবানাং তারতম্যঞ্চ সাধনাৎ ॥ ১ ॥

জীবানাং তারতম্যং বক্তুমাহ অথেতি। অণু ইতি। আদিশব্দাৎ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাপহতপাপ্মাত্বাদীনি গ্রাহ্যাণি। সাধনাদিতি, কর্ম্মরূপাৎ ভক্তিরূপাচ্চ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মতারতম্যাদৈহিকং, ভক্তিতারতম্যাত্তু পারত্রিকং ফলতারতম্যং বোধ্যম্ ॥ ১

অনন্তর জীবসমূহের পরস্পর তারতম্য প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—

জীবসমূহে অণুচৈতন্যরূপ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি শূন্য, জরাধর্ম্মরহিত ইত্যাদি চেতনবৃত্তিযুক্ত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সাম্য থাকিলেও কর্ম্মরূপ ও ভক্তিরূপ সাধনভেদে ঐহিক পারত্রিক তারতম্য হইয়া থাকে। কর্ম্মতারতম্যহেতু ঐহিক ফলের তারতম্য এবং ভক্তির তারতম্য হেতু পারত্রিক ফলের তারতম্য বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥

তত্রানুক্তমুক্তং শ্বেতাশ্বতরৈঃ। (৫।৯)

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ইতি॥

চৈতন্যরূপত্বং জ্ঞানিত্বাদিকঞ্চ ষট্ প্রশ্ন্যাম্। (৪।৯)

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ॥ ইতি ॥ ২ ॥

বালাগ্রেতি। স চ জীবো ভগবৎপ্রপন্নঃ আনন্ত্যায় কল্পতে, অন্যো মরণং তদ্রাহিত্যায় ইত্যর্থঃ। জ্ঞানিত্বাদিকঞ্চ ইত্যত্রাদিপদাৎ কর্ত্তৃত্বে ভোক্তৃত্বে। এষ হীতি। এষ বিজ্ঞানাত্মা পুরুষো জীবস্তস্য দ্রষ্টেত্যাদিনা রূপাদিভোগঃ প্রস্ফুটঃ। প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বে, "যজেৎ ধ্যায়েৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবৈয়র্থ্যম্। সমাধ্যভাবশ্চ। প্রকৃতেরন্যোঽহমস্মীতি সমাধিঃ ন চৈষ জড়ায়াস্তস্যাঃ সম্ভবেৎ, ন চ স্বস্য স্বান্যত্বং সম্ভবতি॥ ২॥

জীবের অণুচৈতন্যরূপত্ব ও জ্ঞানিত্বাদি ধর্ম্ম যাহা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্বেতাশ্বতর পঞ্চম অধ্যায়ের নবম মন্ত্র উক্ত শ্রুতি দ্বারা জীবের অণুত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন—

"কেশাগ্রের শতভাগকে বহু শতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্মভাগ হয়, জীবকে সেইরূপ সূক্ষ্ম জানিতে হইবে; অথচ সেই জীব ভগবানে প্রপত্তি স্বীকার করিলে অমৃতত্ব বা ভগবানের সমজাতীয় শক্তিলাভে যোগ্য হয়। জীবাত্মার চৈতন্যরূপত্ব ও জ্ঞানিত্বাদিরূপ ধর্ম্ম ষট্ প্রশ্নে চতুর্থপ্রশ্নের নবম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ জীবই দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, আঘ্রাণকারী, রসাস্বাদনকারী, মন্তা, বোদ্ধা এবং কর্ত্তা॥ ২॥

আদিনা গুণেন দেহব্যাপিত্বঞ্চ। শ্রীগীতাসু (১৩।৩৩)

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ইতি॥

আহ চৈবং সূত্রকারঃ।

গুণাদ্বালোকবদিতি। (ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৪)

গুণনিত্যত্বমুক্তং বাজসনেয়িভিঃ। (ব্রঃ সূঃ ৪।৫।১৪)

অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা॥ইতি॥ ৩

৸৫থেতি বিশদার্থম্। গুণাদ্বেতি। আলোকো দীপাদির্যথা প্রভাখ্য-গুণাৎ কৃৎস্নং গেহং ব্যাপ্নোতি, এবং চেতনাখ্যগুণাৎ কৃৎস্নং দেহং জীব ইত্যর্থঃ। অবিনাশীতি। অরে মৈত্রেয়ি, অয়মাত্মা জীবঃ স্বরূপতো-ঽবিনাশী। অনুচ্ছিত্তয় উচ্ছেদরহিতা ধর্ম্মা জ্ঞানাদয়ো যস্য সঃ অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা, গুণতোঽপ্যবিনাশীত্যর্থঃ। ন চানুচ্ছিত্তিরেব ধর্ম্মো যস্য ইতি ব্যাখ্যাতব্যম্। অস্যার্থস্য অবিনাশীত্যনেনৈবাবগতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত 'আদি' শব্দদ্বারা গুণের দ্বারা দেহব্যাপ্তিত্বও প্রকাশিত হইয়াছে; যথা গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে 'হে ভারত, এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে সেইরূপ চৈতন্য ধর্ম্মদ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে'। ইহা সূত্রকারও ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—"আলোক (সূর্য্য প্রভৃতির রশ্মি বা দীপাদি) যেমন একদেশস্থিত হইয়াও প্রভাপুঞ্জদ্বারা সমস্ত আকাশ-মণ্ডল বা গৃহ আলোকিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীব স্বীয় চিদ্‌গুণদ্বারা সমস্ত শরীরব্যাপী হইয়া থাকে'।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মা অবিনাশী ও অপক্ষয়-রহিত ॥ ৩ ॥

এবং সাম্যেঽপি বৈষম্যমৈহিকং কর্ম্মভিঃ স্ফুটম্।
প্রাহুঃ পারত্রিকং তত্তু ভক্তিভেদৈঃ সুকোবিদঃ।

তথা হি কৌথুমাঃ পঠন্তি।

যথাক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি। ইতি।

স্মৃতিশ্চ।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ইতি।

শান্ত্যাদ্যা রতিপর্য্যন্তা যে ভাবাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
তৈর্দেবং স্মরতাং পুংসাং তারতম্যং মিথো মতম্ ॥ ৪ ॥
ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং জীবতারতম্যপ্রকরণং ষষ্ঠপ্রমেয়ম্॥

এবং অণুত্বাদিভির্জীবানাং সাম্যমুক্ত্বা, অর্থসাধনহেতুকং বৈষম্যমাহ এবমিতি। ঐহিকং প্রপঞ্চগতং, পারত্রিকং ভগবল্লোকগতম্। যথেতি। অস্মিন্ লোকে পুরুষো যথাক্রতুঃ যাদৃশং সাধনং করোতি, তথা ইতঃ প্রেত্য অস্মাৎ লোকাৎ পরলোকং গত্বা ভবতি। সাধনানুরূপং ফলং ভবতি ইত্যর্থঃ। যাদৃশীতি গদিতার্থম্। উপসংহরতি শান্তাদ্যা ইতি। শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যরতয়োঃ পঞ্চভাবাঃ। তৈর্দেবং ভজতাং বৈষম্যং প্রস্ফুটম্। যে খলু বিষ্বক্সেনানুযায়িনঃ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (শ্বেঃ ৩।২।৩) ইতি শ্রুতেঃ মোক্ষে জীবানাং পরমং সাম্যং স্বীচক্রুঃ, তেষামপি বৈষম্যং দুষ্পরিহরং জীবান্ প্রতি শ্রীদেব্যাঃ শেষিত্বাঙ্গীকারাৎ বিষ্বক্সেনস্য নিয়ামকত্ব-স্বীকারাচ্চ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং জীবতারতম্যপ্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৬ ॥

এইরূপে অণুত্বাদি দ্বারা জীবসমূহের সাম্য থাকিলেও কর্ম্মদ্বারা প্রপঞ্চগত বৈষম্য এবং ভক্তিভেদ দ্বারা ভগবল্লোকগত বৈষম্য স্ফুট হয় সুপণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

বেদের কৌথুমীয় শাখা বলেন, ইহলোকে পুরুষ যেরূপ সাধন করিয়া থাকেন, এই লোক হইতে পরলোকে গমনপূর্ব্বক সাধানানুরূপ ফল লাভ করেন।

স্মৃতিও বলেন—যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার তদ্রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

এখন উপসংহারে বলিতেছেন—শান্তাদি রতি পর্য্যন্ত যে পাঁচটি ভাব (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তত্তৎভাবে যে সকল পুরুষ বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবানকে স্মরণ করেন, ভাবনানুসারী তাঁহাদের আস্বাদনেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

প্রমেয়রত্নাবলীর ষষ্ঠ প্রমেয়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তম প্রমেয়।

অথ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তের্মোক্ষত্বম্। যথা—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিরিত্যাদি। (শ্বেঃ ১।১৪)

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য ইত্যাদি চ। (গোঃতাঃপূর্ব্বঃ২১)

বহুধা বহুভির্ব্বেশৈর্ভাতি কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রভুঃ।

তমিষ্ট্বা তৎপদে নিত্যে সুখং তিষ্ঠন্তি মোক্ষিণঃ॥ ১॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তের্মোক্ষত্ব-

প্রকরণং সপ্তমং প্রমেয়ম্॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তের্মুক্তিত্বং বক্তুমাহ জ্ঞাত্বেত্যাদি গদিতার্থম্। বহুধেতি। শ্রীকৃষ্ণোপাসকানামিব শ্রীরামাদ্যুপাসকানাঞ্চ মোক্ষঃ। সুখতারতম্যং তু অবর্জনীয়ম্॥ ১॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ভক্তের্মোচকত্বপ্রকরণং ব্যাখ্যাতম্॥ ৭॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তিই যে মোক্ষ, তাহা বলিতেছেন, যথা। শ্বেতাশ্বতরে প্রথম অধ্যায়ের একাদশ মন্ত্রে—"যিনি সদ্গুরুর পাদ হইতে পরমেশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার দেহ-দৈহিক-মমতা পাশচ্ছিন্ন হয়। পাশহানি হইলে পাশজন্য ক্লেশসকল ক্ষীণ হইয়া পরে ক্রমে জন্মমৃত্যুজন্য দুঃখনিবৃত্তি হয়। অনন্তর উত্তমোত্তম ভগবানের স্মরণে লিঙ্গদেহের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হইলে শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত ভাগবতপদ প্রাপ্ত হওয়ায় সেই পুরুষ পূর্ণকাম হইয়া থাকেন

গোপালতাপনী শ্রুতির পূর্ব্ববিভাগ ২১ মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সর্ব্ববশয়িতা, সর্ব্বব্যাপক, ব্রহ্মশিবাদি দেবতার স্তবনীয়, পরব্রহ্মপীঠমধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণকে একাগ্রচিত্তে যে সকল বুদ্ধিমান্

ব্যক্তি ভজন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যানন্দ লাভ হয়, অপরের হয় না'। শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণের ন্যায় বিষ্ণুর শান্ত, নৈমিত্তিক রামাদি অবতারগণের উপাসকবৃন্দেরও মোক্ষ লাভ হয়। তাহাতে কেবলমাত্র সুখতারতম্য হয়—এইমাত্র প্রভেদ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বাবতারী, সকল অবতারগণের প্রভু; তিনি বহুবিধ প্রকাশ ও বিলাসমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। স্বরূপসিদ্ধ মুক্ত পুরুষগণ সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত হইয়া সেই নিত্য শ্রীকৃষ্ণপদে আনন্দে বিরাজ করেন ॥১॥

প্রমেয়রত্নাবলীর সপ্তম প্রমেয়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টম প্রমেয়।

অথৈকান্ত-ভক্তের্মোক্ষহেতুত্বম্।

যথা শ্রীগোপালতাপন্যাম্। (পূর্ব্ব ১৫)

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্॥ ইতি॥

নারদপঞ্চরাত্রে চ।

সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।

হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ইতি॥ ১॥

নিষ্কাম-ভক্তের্মুক্তিকরত্বং বক্তুমাহ অথেতি। ভক্তিরস্যেতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আনুকূল্যেন শ্রবণাদিকা ভক্তির্ভজনম্। তথা অমুষ্মিন্ কৃষ্ণে মনঃকল্পনং চিন্তানুরঞ্জনঞ্চ। মনঃ কল্প্যতে অনুরঞ্জতে অর্প্যতেঽনেন ইতি নিরুক্তেঃ। তাদৃশ-শ্রবণাদিহেতুকো ভাবস্তদিত্যর্থঃ। উক্তমাত্র-সিদ্ধয়ে তদিহেতি। ইহলোকে পরলোকে চোপাধিনৈরাস্যেন কৃষ্ণাত্ম-ফলাভিলাষরাহিত্যেন তন্মাত্রস্পৃহয়া জায়মানমিত্যর্থঃ। এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং আনুষঙ্গেন মোক্ষকরমিত্যর্থঃ। সর্ব্বোপাধীতি। সর্ব্বৈরুপাধিভিঃ কৃষ্ণাত্ম-ভিলাষৈর্বিনির্মুক্তং, নির্ম্মলং কর্ম্মাদ্যনাবিলং তৎপরত্বেনানুকূল্যেন বিশিষ্টম্। হৃষীকেণ শ্রোত্রাদিনা হৃষীকেশস্য সেবনং কায়িকং বাচিকং মানসিকং চ পরিশীলনং ভক্তিরিত্যর্থঃ। অত্র উত্তমাত্বং স্ফুটম্॥ ১॥

অনন্তর ঐকান্তিক ভক্তের শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের সাধন বলিতেছেন—যথা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতির পূর্ব্ববিভাগ ১৫শ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, 'অনুকূলভাবে শ্রবণাদিরূপা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের

ভজন; ইহলোক ও পরলোকে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য সমস্ত কামনা নিরসনপূর্ব্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে মনের প্রেমদ্বারা তন্ময়ত্ব—ইহাই উত্তম ভজন। এই ভজনই নৈষ্কর্ম্ম্য বা আনুষঙ্গিক মোক্ষ। নারদ-পঞ্চরাত্রেও এই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে; যথা—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষই উপাধি—অনাত্ম স্থূলদেহ বা সূক্ষ্মদেহ মন-রূপ উপাধির বৃত্তি; সেই সকল দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম রূপ উপাধি হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত, সর্ব্বতোভাবে ভগবানে নিষ্ঠাবিশিষ্ট, জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়া সমস্ত হৃষিক (ইন্দ্রিয়) দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষিক-পতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই 'ভক্তি' নামে উক্ত হয়॥ ১॥

নবধা চৈষা ভবতি। যদুক্তং শ্রীভাগবতে। (৭।৫।২৩-২৪)

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ইতি॥
সৎসেবা গুরুসেবা চ দেবভাবেন চেদ্ভবেৎ।
তদৈষা ভগবদ্ভক্তির্লভ্যতে নান্যথা ক্বচিৎ॥ ২॥

তদ্ভেদানাহ শ্রবণমিতি। এষা নবলক্ষণা ভক্তিরর্পিতৈব পুংসা ক্রিয়তে ন তু কৃত্বা অর্পিতা। তত্রাপি অদ্ধা সাক্ষাদেব ন তু ফলান্তরেচ্ছা-ব্যবধানেন ক্রিয়তে চেদুত্তমমধীতমুত্তমা ভক্তিরিত্যহং মন্যে। ভক্তিলাভস্য হেতুমাহ সৎসেবেতি॥ ২॥

উক্ত ভক্তি নয় প্রকারে সাধিত হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ

মহারাজের উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে—"ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সম্বন্ধিনী যার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা, পূজা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও কায়মনোবাক্য অর্থাৎ গবাশ্বাদি যেমন নিজ পালন-চিন্তা করে না, তদ্রূপ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক নিজ পোষণ-চিন্তারহিত হইয়া. ভগবদনুশীলন—এই নববিধ ভক্তি যদি কোনও পুরুষ সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে শরণাগত এবং ফলান্তরেচ্ছারূপ ব্যবধানরহিত হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে যজন করেন, তবে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন, মনে করি।

যদি দেবতাজ্ঞানে, সাধু, ও গুরুসেবা অনুষ্ঠিত হয়, তবেই এই ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারা যায়, নতুবা অন্য কোনও উপায়েই লাভ করা যাইতে পারে না ॥ ২ ॥

দেবভাবেন সৎসেবা। যথা তৈত্তিরীয়কে। (১।১০)
অতিথিদেবো ভব ॥ ইতি ॥
তয়া তদ্ভক্তির্যথা শ্রীভাগবতে (৭।৫।৩২)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

দেবভাবেনেতি। অতিথিরনিকেতনো হরিভক্তো দেবো হরিবৎ পূজ্যো যস্য স ত্বমীদৃশো ভব ইতি শিক্ষা। নৈষামিতি প্রহ্লাদবাক্যম্। এষাং বহির্দৃষ্টীনাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি। যস্য মতিরুরুক্রমাঙ্ঘ্রিস্পর্শস্য অর্থঃ ফলং অনর্থাপগমঃ সংসৃতিবিনাশো ভবতি। তাবৎ কথমিত্যত্রাহ মহীয়সামিতি। নিষ্কিঞ্চনানাং কৃষ্ণৈকধনানাং মহীয়সাং

সাধুনাং অঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকং যাবন্ন বৃণীত পরিনিষ্ঠয়া যাবৎ তন্ন সেবেত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

দেবতাজ্ঞানে সাধুসেবার বিষয় শ্রুতি হইতে দেখাইতেছেন—যথা, তৈত্তিরীয়োপনিষদে প্রথম বল্লীর ১০ম অনুবাকে "দেবতাজ্ঞানে বৈষ্ণব-অতিথির সেবা করিবে"।

সেই সাধুসেবাদ্বারাই যে ভক্তি লাভ হয় তাহা ভাগবতের (৭।৫।৩২) শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি হইতে দেখাইতেছেন—

অশান্ত ইন্দ্রিয়, গৃহব্রত, বহির্ম্মুখ অসৎকে গুরুজ্ঞানে উপদিষ্ট পুরুষগণের মতি কিছুতেই অনর্থোন্মূলনকারী শ্রীভগবানের চরণকমল স্পর্শ করিতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত না ঐ সকল ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন মহানুভব বৈষ্ণবগণের পদরজে অভিষিক্ত হন ॥ ৩ ॥

দেবভাবেন গুরুসেবা যথা তৈত্তিরীয়কে। (১।১০)
আচার্য্যদেবো ভব ॥ ইতি ॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ। (৬।২৩)
যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ইতি ॥

তয়া তদ্ভক্তির্যথা শ্রীভাগবতে। (১১।৩।২২-২৩)

তস্মাদ্ গুরুং-প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্ ॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

আচার্য্যো মন্ত্রোপদেষ্টা স দেবো হরিবৎ পূজ্যো যস্য স ত্বমীদৃশো ভব ইতি শিক্ষা। যস্যেতি। যস্য জিজ্ঞাসো যথা দেবে পরমাত্মনি তথা গুরৌ পরা ভক্তিঃ স্যাৎ তস্যৈতে অস্যামুপনিষদি কথিতা অর্থাঃ প্রকাশন্তে স্ফুরন্তি ন ত্বেতদ্বিপরীতস্য ইত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। উত্তমং শ্রেয়ো জিজ্ঞাসুর্জনো গুরুং প্রপদ্যেত। কীদৃশং? শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে, পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে চ নিষ্ণাতম্। তত্র গুরোরন্তিকে স্থিতোঽমায়য়া নিষ্কপটয়া অনুবৃত্ত্যা সেবয়া ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ৪ ॥

অনন্তর দেবতাজ্ঞানে গুরুসেবা প্রদর্শন করিতেছেন; যথা—তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রথম বল্লীর ১০ম অনুবাকে "দেবতাজ্ঞানে আচার্য্যের সেবা করিবে।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩শ মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—"যাঁহার পরম দেবতায় (বিষ্ণুতে) পরা ভক্তি আছে, আবার যেমন দেবতাতে তেমনই গুরুদেবেও পরা ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মার নিকট শ্রুতি উপদিষ্ট হইলে একমাত্র তাঁহারই হৃদয়ে শ্রুতিতাৎপর্য্য প্রকাশিত হয়।" শ্রীগুরুসেবা দ্বারাই যে ভক্তি লাভ হয়, তাহা ভাগবতের (১১।৩।২২) বচন হইতে প্রদর্শন করিতেছেন—

প্রবুদ্ধ কহিলেন,—অতএব যিনি উত্তম শ্রেয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সদ্গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিবেন; সেই সদ্গুরুর লক্ষণ এই যে, তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তনিপুণ ও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে নিমগ্ন এবং জড়াভিনিবেশজ কাম, ক্রোধও লোভাদির অবশীভূত। সেই সদ্গুরুর নিকট হইতে শ্রীগুরুদেবকে আত্মার সদৃশ প্রিয় ও ভগবানের তুল্য আদর করিয়া নিষ্কপট গুরুসেবা সহকারে যে ধর্ম্ম দ্বারা আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সেই ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে ॥ ৪ ॥

অবাপ্তপঞ্চসংস্কারো লব্ধদ্বিবিধভক্তিকঃ।
সাক্ষাৎকৃত্য হরিং তস্য ধাম্নি নিত্যং প্রমোদতে ॥ ৫ ॥

অন্যান্ ভক্তিভেদান্ প্রপঞ্চয়িতুমাহ অবাপ্তেতি। লব্ধা বিধিরুচি-পূর্ব্বতয়া দ্বিবিধা ভক্তির্যেন সঃ। নন্বেকস্য ভক্তিদ্বয়লাভো বিরুদ্ধ ইতি চেৎ সত্যং, যস্য যাদৃশ-দেশিকসঙ্গস্তস্য তাদৃশভক্তিলাভঃ—ইতি ন বিরোধঃ ॥৫॥

অন্যান্য ভক্তিভেদ-প্রদর্শনার্থ কহিতেছেন—যিনি পঞ্চবিধ সংস্কার এবং বৈধ ও রাগানুগ এই দ্বিবিধ ভক্তিতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনিই ভগবান্ শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ তাঁহার নিত্যধামে সেবানন্দে নিত্যকাল বিরাজ করেন। ৫ ॥

তথা পঞ্চসংস্কারাঃ। যথা স্মৃতৌ পাদ্মোত্তরখণ্ডে।
তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥ ইতি ॥
তাপোঽত্র তপ্তচক্রাদি-মুদ্রাধারণমুচ্যতে।
তেনৈব হরিনামাদি-মুদ্রা চাপ্যুপলক্ষ্যতে ॥
যথা স্মৃতৌ।
হরিনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।
স লোকপাবনো ভূত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ইতি ॥
পুণ্ড্রং স্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং তচ্ছাস্ত্রে বহুবিধং স্মৃতম্।
হরিমন্দিরং তৎপাদাকৃত্যাদ্যতি শুভাবহম্ ॥
নামাত্র গদিতং সদ্ভির্হরিভৃত্যত্ববোধকম্।
মন্ত্রোঽষ্টাদশবর্ণাদিঃ স্বেষ্টদেববপুর্মতঃ ॥

শালগ্রামাদি-পূজা তু যাগশব্দেন কথ্যতে।
প্রমাণান্যেষু দৃশ্যানি পুরাণাদিষু সাধুভিঃ ॥ ৬ ॥

তাপ ইতি পাদ্মোত্তর-খণ্ডে। অমী তাপাদয়ঃ সংস্কারাঃ পঞ্চ। তাপাদীন্ ব্যাচষ্টে। তেনৈবেতি। তপ্তচক্রাদিধারণেনৈব ইত্যর্থঃ। তপ্তচক্রাদিধৃতিঃ কলিমলিনমনসাং দুষ্করাং মন্বানঃ পতিতানুদ্দিধীর্ষু-র্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশ্চন্দনাদিনা শ্রীভগবন্নামমুদ্রাধৃতিং প্রাচাপি স্বীকৃতা মুপাদিক্ষৎ। সা চ পঞ্চসংস্কারবাক্যে তপ্তচক্রাদিধারণেনোপলক্ষিত ইতি ভাবঃ। পুণ্ড্রমিতি হরিমন্দিরাদিতিলকম্। "তিলকং তমালপত্রং চিত্রক-মুক্তং বিশেষকং পুণ্ড্রং" ইতি হলায়ুধঃ॥ স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ৬ ॥

সেই পঞ্চ সংস্কার কি কি, তাহা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—যথা পাদ্মোত্তর খণ্ডে—তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটী সংস্কার দ্বারা ঐকান্তিক ভক্তির উদয় হয়। প্রথমে 'তাপ' শব্দের অর্থ বলিতেছেন। 'তাপ' শব্দে তপ্ত চক্রাদি মুদ্রাধারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'তপ্তমুদ্রা-ধারণ' শব্দে হরিনামাদি মুদ্রা-ধারণই লক্ষিত হয়। তপ্তচক্রাদি-ধারণ কলিহত জীবের পক্ষে দুষ্কর বিবেচনা করিয়া পতিতোদ্ধারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রাচীন মহাজন কর্তৃক স্বীকৃত, চন্দন দ্বারা হরিনামাঙ্কনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—"যিনি চন্দনাদি দ্বারা স্বগাত্রে হরিনামাক্ষর অঙ্কিত করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া ভগবল্লোক প্রাপ্ত হন"। 'পুণ্ড্র' শব্দে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র, তাহা শাস্ত্রে বহুবিধ উক্ত হইয়াছে—কেহ কেহ হরিপদাকৃতি দ্বারা ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রকে বিশেষ শুভাবহ করিয়া থাকেন। ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রের নামান্তর—'হরিমন্দির তিলক'। হরি-দাসত্ব-বোধক কোন একটী বৈষ্ণব-নামগ্রহণকে বৈষ্ণবগণ নাম বলিয়া থাকেন। যে সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই

সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটী হরিদাস্যসূচক নাম প্রদান করিয়া থাকেন। স্বীয় ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তির অনুরূপ অষ্টাদশাক্ষরাদি জপ্য মন্ত্রই 'মন্ত্র' নামে উক্ত। "যাগ" শব্দে শালগ্রামাদির পূজা। এই পঞ্চসংস্কার বিষয়ে বহু বহু প্রমাণ পুরাণাদি-শাস্ত্রে সাধুগণ দেখিতে পাইবেন ॥ ৬ ॥

নবধা ভক্তির্বিধিরুচিপূর্ব্বা দ্বেধা ভবেদ্ যয়া কৃষ্ণঃ।
ভূত্বা স্বয়ং প্রসন্নো দদাতি তত্তদীপ্সিতং ধাম ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বত্র উদ্দিষ্টং ভক্তির্দ্বৈবিধ্যং স্ফুটয়তি নবধেতি। বিধিপূর্ব্বা বৈধী, রুচিপূর্ব্বা তু রাগানুগা, ইতি হরিভক্তিরসামৃতেঽস্য বিস্তারঃ। স্ফুটমর্থমন্যৎ ॥ ৭ ॥

শ্রবণকীর্ত্তনরূপা যে নববিধা ভক্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে, উহা বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দ্বিবিধ। এই ভক্তিদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া ভক্তগণকে স্বয়ং তত্তদ্ বাঞ্ছিত ধাম প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

বিধিনাভ্যর্চ্চ্যতে দেবশ্চতুর্বাহ্বাদিরূপধৃৎ।
রুচ্যাত্মকেন তেনাসৌ নৃলিঙ্গঃ পরিপূজ্যতে ॥ ৮ ॥

ভক্তিভেদস্য ভজনীয়ভেদমাহ দ্বিবিধেনেতি। চতুরিতি পরমব্যোমাধিপতি-র্বাসুদেবঃ। চতুর্ব্বাহুরনিরুদ্ধশ্চ শ্বেতদ্বীপপতিঃ। আদিনা অষ্টভুজো দশ-ভুজশ্চেতি। চতুর্ভুজঃ শ্যামলাঙ্গঃ শ্রীভূলীলাভিরন্বিতঃ। বিমলৈর্ভূষণৈ-র্নিত্যৈর্ভূষিতো নিত্যবিগ্রহৈঃ। পঞ্চায়ুধৈঃ সেব্যমানঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ। ইতি। পীনায়তাষ্টভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা স্পর্দ্ধচ্ছ্রিয়া পরিবৃতো বনমালয়াঢ্যঃ। ইতি। দশবাহুর্মহাতেজা দেবতারিনিসূদনঃ। শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্ব্বদৈবতপূজিতঃ—ইতি চ স্মৃতেঃ। নৃলিঙ্গো যশোদাস্তনন্ধয়ঃ কৌশল্যা-স্তনন্ধয়শ্চ—ইতি বেদান্ত-স্যমন্তকে অস্য বিস্তারঃ ॥ ৮ ॥

ভক্তির ভেদে ভজনীয় বস্তুরও ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—বৈধী ভক্তি দ্বারা ভগবান্ চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজ ইত্যাদি রূপভেদে পূজিত হন এবং রুচিমার্গে (রূপানুগ ভক্তি দ্বারা) অপ্রাকৃত দ্বিভুজবিগ্রহ যশোদানন্দন (শ্রীকৃষ্ণ) ও কৌশল্যাতনয় (শ্রীরামচন্দ্র) পরিপূজিত হইয়া থাকেন ॥৮॥

তুলস্যশ্বত্থধাত্র্যাদি-পূজনং ধামনিষ্ঠতা ।
অরুণোদয়-বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ ।
জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়বিদ্ধং পরিত্যজেৎ ॥ ৯ ॥

তুলস্যশ্বত্থেতি। ধামনিষ্ঠতা নিষ্ঠয়া শ্রীমথুরাদিধামনিবাসঃ। সামর্থ্যে সত্যেতচ্ছরীরেণ, তদভাবে ভাবনয়া, ইতি বোধ্যম্। অরুণোদয়েত্যাদি, হরিভক্তিবিলাসে—অস্য বিস্তারঃ ॥ ৯ ॥

বৈধী ভক্তির অঙ্গসমূহ বলিতেছেন—শ্রীতুলসী, অশ্বত্থ, ধাত্রীপূজন, শ্রীমথুরাদি-ধামে বসতি অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিলে এই শরীরের দ্বারা, সামর্থ্যাভাবে সিদ্ধদেহে তত্তৎধামে বাস বুঝিতে হইবে। জন্মাষ্টমী, শ্রীএকাদশী প্রভৃতি হরিব্রতের সম্মান। ঐ সকল তিথি সূর্য্যোদয়বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই সকল কথার বিস্তারিত বিচার আছে ॥৯॥

লোকসংগ্রহমন্বিচ্ছন্নিত্য-নৈমিত্তিকং বুধঃ ।
প্রতিষ্ঠিতশ্চরেৎ কর্ম্মভক্তিপ্রাধান্যমত্যজন্ ॥ ১০ ॥

লোকেতি। স্বনিষ্ঠঃ পরিনিষ্ঠিতো নিরপেক্ষশ্চ ইতি ত্রিবিধো ভক্ত্যধিকারী। তত্র স্বনিষ্ঠঃ স্বাশ্রমঃ স্মৃতিবিহিতান্যহিংস্রাণি কর্ম্মাণি আফলোদয়ং নিষ্কামঃ সন্ কুর্য্যাদেব। নিরপেক্ষো হরিনিরতঃ, তেন মানসিকান্যেব তদর্চ্চনান্যনুষ্ঠেয়ানি। ইতি নিরাশ্রমস্য তস্য স্বরূপেণ কর্ম্মত্যাগঃ। পরিনিষ্ঠিতস্তু আশ্রমস্থঃ প্রতিষ্ঠিতো লব্ধ-মহাশনশ্চেৎ তানি লোকসংগ্রহায় কুর্য্যাৎ গৌণকালে, ভক্তিং তু তাৎপর্য্যেণ অনুতিষ্ঠেৎ—ইতি

সুসংক্ষে ভাষ্যে, শ্রীগীতাভূষণে চ বিস্তৃতম্। ভক্তিসন্দর্ভেঽপি এবমেব বিস্তৃতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০ ॥

স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ—এই ত্রিবিধ ভক্তির অধিকারী ব্যক্তি। তন্মধ্যে স্বনিষ্ঠ ব্যক্তি কোনও একটী আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক নিজবর্ণাশ্রমানুযায়ী অহিংস্রকর্ম্মফলোদয় পর্য্যন্ত নিষ্কামভাবে আচরণ করিবেন। নিরপেক্ষ পুরুষ হরিনিষ্ঠ—তিনি মানসে হরির অর্চ্চনাদি করিবেন। তিনি কোনও আশ্রমের অন্তর্গত নহেন, বলিয়া তাঁহার স্বরূপেই কর্ম্মত্যাগ হইয়াছে—এবং যিনি পরিনিষ্ঠিত পুরুষ, তিনি আশ্রমস্থ। তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোকসংগ্রহের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক-ভক্ত্যুদ্দেশক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, কিন্তু ভক্তির প্রশ্রয় ত্যাগ করিবেন না অর্থাৎ ভগবৎসেবাই যে জীবের চরম প্রয়োজন তাহা ভুলিবেন না ॥ ১০ ॥

দশনামাপরাধাংস্তু যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১ ॥

পাদিকৃত-হরিমন্দিরগমনাদয়ঃ সেবাপরাধা বারাহাদৌ কথিতাঃ। তে তু সন্তত-সেবয়া মার্জ্জনীয়াঃ স্যুরিতি তে বর্জ্জনীয়া এব। যে চ নামপরাধা দশ, পাদ্মে দর্শিতাঃ। তেষাং তু সন্তত-নামাবৃত্ত্যা বিমার্জ্জনং স্যাৎ। তাদৃশ নামাবৃত্তেশ্চ দুঃশক্যত্বাৎ তে দশ যত্নাৎ পরিবর্জ্জনীয়াঃ ইত্যাহ দশ ইতি। তে চ—১। সতাং নিন্দা ২। শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ শিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননম্। ৩। গুরবজ্ঞা। ৪। শ্রুতি-তদনুযায়িশাস্ত্র-নিন্দা। ৫। হরিনামমহিম্নি অর্থবাদমাত্রমেতদিতি মননম্। ৬। তত্র প্রকারান্তরেণার্থকল্পনম্ ৭। নামবলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ। ৮। অন্যশুভ-ক্রিয়াভির্নাম্নাং সাম্যমননং ৯। অশ্রদ্দধানে বিমুখে চ নামোপদেশঃ। ১০। শ্রুতেঽপি নাম্নাং মাহাত্ম্যে তত্রাপ্রীতিঃ। ইতি তে চৈতে সনৎ-কুমারেণ নারদং প্রতি উপদিষ্টা বোধ্যাঃ ॥ ১১ ॥

তিনি যত্ন সহকারে দশ নামাপরাধ পরিবর্জ্জন করিবেন।

যানাদি দ্বারা হরিমন্দিরে গমনাদি সেবাপরাধের বিষয় বরাহ পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে। নিরন্তর হরিসেবা দ্বারা সেই সকল সেবাপরাধের স্খালন হইতে পারে বলিয়া সেই সকল বর্জ্জনীয়। পদ্মপুরাণে যে সকল নামাপরাধ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। সেই সকল নামাপরাধ, নিরন্তর নামগ্রহণ করিতে পারিলেই বিদূরিত হয়, কিন্তু সেইরূপ নিরন্তর অপতিতভাবে নামগ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া সেই দশ নামাপরাধ যত্নসহকারে পরিবর্জ্জন করার ব্যবস্থা।

সেই নামাপরাধ এই—(১) হরিসেবাপরায়ণ সাধুগণের নিন্দা, (২) শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিন্দা, (৩) দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু ইহাদিগের গুণনামাদিসকল বুদ্ধি দ্বারা পৃথক্‌রূপে দর্শন, অর্থাৎ 'সদাশিব' একটী পৃথক্ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং 'বিষ্ণু' একটী পৃথক্ ঈশ্বর—এরূপ কল্পনা করিলে বহুবীশ্বরবাদ আসিয়া পড়ে; তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্যভক্তির বাধা জন্মে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক্ শক্তিসিদ্ধতা নাই—এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। (৪) শ্রুতি ও তদনুগ সাত্বত আগমাদি শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতিমাত্র মনে করা, (৬) রামকৃষ্ণাদি নাম ঋষিগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য কল্পিত মাত্র ইত্যাদি কল্পনা; (৭) নামবলে পাপপ্রবৃত্তি, (৮) বর্ণাশ্রম ও দানধর্ম্মাদি-সমস্ত শুভদ কর্ম্ম ত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগরূপ ন্যাসধর্ম্ম, বহুবিধ যজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গ যোগাদির সহিত হরিনামের সাম্যবুদ্ধি, (৯) অশ্রদ্ধালুকে অর্থ ও যশঃলোভে হরিনাম মহামন্ত্র-দান, (১০) নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে প্রীতি-রহিত থাকা—এই দশবিধ অপরাধ যত্নের সহিত বর্জ্জন করিবেন ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণাবাপ্তিফলা ভক্তিরেকান্তাত্রাভিধীয়তে।
জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ব্বা সা ফলং সদ্যঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ১২ ॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং বিশুদ্ধভক্তের্মুক্তিপ্রদত্ব-
প্রকরণং অষ্টমং প্রমেয়ম্।

উপসংহরতি কৃষ্ণেতি। একান্তেতি। তদন্যফলতায়াং তু অনেকান্ততা ইত্যর্থঃ। সা চেৎ জ্ঞানাদিপূর্ব্বা স্যাৎ, তদা কৃষ্ণাবাপ্তিলক্ষণং ফলং সদ্যস্ত্বরয়া প্রকাশয়েৎ, অন্যথা তু বিলম্বেন। 'তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়োজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥" ইত্যাদি স্মৃতেঃ (ভা ১।২।১২)। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্ ॥ ১২ ॥

ইতি বিশুদ্ধভক্তের্মুক্তিপ্রদত্বপ্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৮ ॥

অনন্তর উপসংহার করিতেছেন—এই গ্রন্থে যে ভক্তির বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, ঐকান্তিকী কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিই ঐ ভক্তির একমাত্র ফল। সেই ভক্তি যদি শাস্ত্রীয় (সম্বন্ধ) জ্ঞান ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলেই সদ্য সদ্য কৃষ্ণপ্রেমারূপ প্রয়োজন লাভ ঘটে ॥ ১২ ॥

প্রমেয়রত্নাবলীর অষ্টম প্রমেয়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

নবমপ্রমেয়।

অথ প্রত্যক্ষানুমানশব্দানামেব প্রমাণত্বম্।

যথা শ্রীভাগবতে।

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্ ॥ ইতি ॥১॥

ত্রীণ্যেব প্রমাণানি ইতি বক্তুমাহ—অথ প্রত্যক্ষেতি। প্রমাণানাং ত্রিত্বমত্র প্রমেয়ম্। এবকারাদেতদন্যেষামুপমাদীনামেষু ত্রিষ্বন্তর্ভাবান্নাধিক্যমিতি বেদান্তস্যমন্তকে প্রমাণ-নিরূপণে দ্রষ্টব্যম্। অতো প্রাধান্যমভিপ্রেত্য পূর্ব্বং তামাহ—শ্রুতিরিতি। ১ ॥

অনন্তর প্রমেয়-নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রমাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দেরই প্রমাণত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি অন্যান্য গৌণ প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত তিনটী মুখ্য প্রমাণেরই অন্তর্গত। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—শ্রুতি শব্দ, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান এই চারিটী প্রমাণ ॥ ১ ॥

প্রত্যক্ষেঽন্তর্ভবেদ্ যস্মাদৈতিহ্যং তেন দেশিকঃ।

প্রমাণং ত্রিবিধং প্রাখ্যৎ তত্র মুখ্যা শ্রুতির্ভবেৎ ॥ ২॥

নন্বৈতিহ্যমধিকং পঠিতং, ত্রয়ং প্রমাণং কথমিতি চেৎ, তত্রাহ প্রত্যক্ষেঽন্তরিতি। অনির্দ্দিষ্ট-বক্তৃকতাগত-পারম্পর্য্যপ্রসিদ্ধমৈতিহ্যং, 'যথা 'ইহ বটে যক্ষো নিবসতি' ইতি। তচ্চাদিমেন পুংসা দৃষ্টত্বাৎ প্রত্যক্ষান্তর্গতমিতি ত্রয়মেব প্রমাণম্। দেশিকো মধ্বমুনিঃ। মনুশ্চৈবমাহ (১২।১০৫)। 'প্রত্যক্ষং চানুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং

কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥' ইতি। তত্র ত্রিষু প্রমাণেষু মধ্যে ঐতিহ্যস্যাপৌরুষেয়বাক্যসংহতির্মুখ্যা ভবেৎ, পরমার্থ প্রমাণকত্বাৎ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বে বলা হইল যে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটীই প্রমাণ, কিন্তু ভাগবতের বচন দ্বারা "ঐতিহ্য" নামক একটী অতিরিক্ত বস্তুর প্রমাণত্ব গণিত হওয়ায় স্ববাক্যবিরোধ হইতেছে যদি কেহ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন, তজ্জন্য বলিতেছেন—যাহার বক্তা নির্দ্দিষ্ট নাই, অথচ যে ঘটনা পুরুষপরম্পরায় প্রসিদ্ধ আছে, সেরূপ জ্ঞানকে "ঐতিহ্য" বলে। যেমন 'এই বটবৃক্ষে একটী যক্ষ বাস করে' এই কথাটীই চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বক্তা কে, তাহার নিশ্চয় নাই। কিন্তু এই ঐতিহ্যটী প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অন্তর্গত, কারণ 'এই বটবৃক্ষে যক্ষ ছিল'—ইহার মূলে অবশ্যই একজন দ্রষ্টা বা প্রত্যক্ষকারী আছেন যাহা হইতে ঐ কিম্বদন্তী লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে; সুতরাং "ঐতিহ্য" প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেশিকপ্রবর শ্রীপাদ মধ্বমুনি ত্রিবিধ প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত প্রমাণত্রয়ের মধ্যে 'শ্রুতি' বা অপৌরুষেয় বাক্যকেই মূলপ্রমাণমধ্যে গণনা করিয়াছেন। ভার্গবীয় মনুসংহিতার (১২।১০৫) শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে যে—যিনি বিশুদ্ধরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি—এই তিনটীই ধর্ম্মস্বরূপবিজ্ঞানের জন্য উত্তমরূপে জানা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ যৎ সাচিব্যেন শুদ্ধিমৎ ।
মায়ামুণ্ডাবলোকাদৌ প্রত্যক্ষং ব্যভিচারি যৎ ॥
অনুমাচাতিধূমেঽদ্রৌ বৃষ্টিনির্বাপিতাগ্নিকে ।
অতঃ প্রমাণং তৎ তচ্চ স্বতন্ত্রং নৈব সম্মতম্ ॥ ৩ ॥

মুখ্যত্বং দর্শয়িতুমাহ প্রত্যক্ষমিতি। যৎসাচিব্যেন যস্য সাহায্যেন শুদ্ধিমৎ প্রমাজনকং; যথা, দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডস্য পুংসঃ ভ্রান্ত্যা সত্যোঽপ্যবিশ্বস্তে তদেবেদমিত্যাকাশবাণ্যা প্রত্যক্ষং পরিশুদ্ধম্। যথা চ ভোঃ শীতার্ত্তাঃ পথিকাঃ, মাঽস্মিন্ বহ্নিং সম্ভাবয়ত, দৃষ্টং ময়া বৃষ্ট্যাঽত্রাঽধুনা স নির্ব্বাণঃ। কিন্তু অস্মিন্ ধূমোদ্গারিণি শৈলে সোঽস্তি। ইত্যনুমানং চ পরিশুদ্ধম্। স্বতন্ত্রে তু তে সব্যভিচারে ভবত ইত্যাহ মায়েতি। যথা মায়াবী কিঞ্চন মুণ্ডং মায়য়া দর্শয়িত্বা আহ চৈত্রস্য মুণ্ডমিদমিতি; ন চ তৎ তস্য—ইতি প্রত্যক্ষস্য ব্যভিচারঃ। বৃষ্ট্যা তৎক্ষণ-নির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরমধিকোদ্গিরদ্ধূমে শৈলে, বহ্নিমান্ ধূমবত্ত্বাৎ—ইত্যনুমানস্য ব্যভিচারঃ। নেত্রজ্বালাকরত্বাদি ধূমলক্ষণং চাত্রাস্ত্যেব। অত ইতি স্ফুটার্থম্॥ ৩॥

আপ্তোপদেশরূপ শব্দই যে মুখ্য প্রমাণ, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন,—মায়ামুণ্ড অবলোকন করিয়া, 'ইহা চৈত্রের মুণ্ড' এই প্রকার বিশ্বাস করিলে, সেস্থলে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার হইয়া পড়ে। আবার, মেঘবৃষ্টিদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও তথা হইতে দ্বিগুণ ধূমের উচ্ছ্বাস দর্শন করিয়া পর্ব্বতে অগ্নির সত্তা অনুমান করিলে সে স্থলে অনুমান-প্রমাণেরও ব্যভিচার হয়; অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান কেহই স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু আপ্তবাক্যের ব্যভিচার নাই; যেমন,—যিনি একবার মায়ামুণ্ড দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছেন, তাহাকে সত্যমুণ্ড দেখাইলেও তিনি আর বিশ্বাস করিতে চাহেন না, কিন্তু সেই সময় যদি আকাশবাণী হয় যে, "এই মুণ্ড সত্য" তখন পুনর্ব্বার তাহার বিশ্বাস হইয়া থাকে। সেইরূপ, অনুমানের একবার ব্যভিচার দর্শনপূর্ব্বক যিনি পর্ব্বতে ধূম দেখিয়াও তথায় অগ্নির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাকে যদি কোনও আপ্তজন বলিয়া দেন, 'ঐ পর্ব্বতে বৃষ্টিদ্বারা

অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় কেবল ধূম উত্থিত হইতেছে, ঐ স্থানে অগ্নি নাই, কিন্তু অপর পর্ব্বতে যে ধূম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ঐ স্থানে সত্য সত্যই অগ্নি আছে' তখন সেই ব্যক্তি ঐ আপ্ত-লোকের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অগ্নির সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান কেহই স্বতন্ত্রপ্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব শব্দ বা আপ্তোপদেশ-সাহায্যেই উহাদের প্রমাণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে—ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৩ ॥

অনুকূলো মতস্তর্কঃ শুষ্কস্তু পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪ ॥

তর্কোঽনুমানং পরিত্যজ্যমিতিচেৎ তত্রাহ অনুকূল ইতি। শ্রুত্যর্থ-পোষকোঽনুকূলঃ। তদ্বিরোধী তু প্রতিকূল ইত্যর্থঃ। তর্কস্য ব্যাপ্তিগ্রহে শঙ্কানিবর্ত্তকত্বেনানুমানাঙ্গত্বাৎ তদস্বীকারেণ তদঙ্গিনোঽনুমানস্যাপা-স্বীকারো বোধ্যঃ ॥ ৪ ॥

শ্রুতর্থ্যপোষক 'যে অনুকূল তর্ক তাহাই স্বীকার্য্য, তদ্বিরোধী প্রতি-কূল তর্ক পরিত্যজ্য ॥ ৪ ॥

তথাহি বাজসনেয়িনঃ। (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬)

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদি-ধ্যাসিতব্যঃ ॥ ইতি ॥

কাঠকাঃ। (১।২।৯)

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

অনুকূলতর্কাঙ্গীকারে শ্রুতিমাহ আত্মেতি। অরে মৈত্রেয়ি! আত্মা হরিদ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যঃ। তত্র সাধনমাহ। শ্রোতব্যঃ বৈদিকগুরু

প্রমুখাৎ শ্রোত্রেণ গ্রাহ্যঃ। মন্তব্যঃ বেদানুযায়িনা তর্কেণ নিশ্চেতব্যঃ। নিদিধ্যাসিতব্যো ধ্যাতব্যঃ। অত্র ধ্যানমেব বিধেয়মপ্রাপ্তত্বাৎ স্বাধ্যায়বিধি-প্রাপ্তত্বাৎ শ্রবণস্য তৎপ্রতিষ্ঠার্থত্বান্মননস্য চানুবাদ এব। প্রতিকূলতর্ক-ত্যাগে শ্রুতিমাহ নৈষেতি। হে প্রেষ্ঠ, হে নচিকেতঃ, এষা ব্রহ্ম-জ্ঞানার্হা মতিস্ত্বয়া শুষ্কেণ তর্কেণ নাপনেয়া ন ভ্রংশনীয়া। তর্হি জ্ঞানং কথং ভবেৎ তত্রাহ প্রোক্তেতি। অন্যেন বৈদিকেন গুরুণা প্রোক্তা উপদিষ্টা সতী সা সুজ্ঞানায় প্রমায়ৈ ভাবিনী ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

যথা বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৪।৫।৬ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—হে মৈত্রেয়ি, পরমাত্মা শ্রীহরির সাক্ষাৎকার করিবে; সেই সাক্ষাৎকারের সাধন এই যে, (শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুর নিকট হইতে শ্রীহরির কথা প্রথমতঃ শ্রবণ করিতে হইবে, শ্রবণানন্তর মনন করিতে হইবে, এবং তদনন্তর শ্রীহরির ধ্যান করিতে হইবে। কঠোপনিষদে ১।২।৯ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—হে প্রিয়তম নচিকেতঃ, তুমি যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারিণী মতি লাভ করিয়াছ, শুষ্ক তর্কদ্বারা উহাকে অপনয়ন করা উচিত নহে, কিন্তু উহা বেদতাৎপর্য্যবিৎ সদ্‌গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইলে সুজ্ঞানের নিমিত্ত হইবে ॥ ৫ ॥

স্মৃতিশ্চ।

পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽত্রার্থোঽভিমতো ভবেৎ।
ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কস্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৬ ॥

উক্তাং ব্যবস্থাং প্রমাণয়তি পূর্ব্বাপরেতি ॥ ৬ ॥

স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—'পূর্ব্বাপর অবিরোধে কোন্ অর্থটী অভি-মতানুযায়ী হইবে' ইত্যাদি ঊহনই 'তর্ক'। শুষ্কতর্ক বর্জ্জন করিবে ॥ ৬ ॥

নাবেদবিদুষাং যস্মাৎ ব্রহ্মধীরুপজায়তে।
যচ্চোপনিষদং ব্রহ্ম তস্মান্মুখ্যা শ্রুতির্মতা ॥
তথাহি শ্রুতিঃ।
নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্। ইতি।
ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি। ইতি চ ॥৭॥ (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৬

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং প্রমাণত্রিত্ব-প্রকরণং
নবমং প্রমেয়ম্।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং শ্রুতেঃ প্রাধান্যং দর্শয়ন্ উপসংহরতি—নাবেদেতি। অবেদ বিদুষাং বেদজ্ঞানরহিতানাং তার্কিকাদীনাং যস্মাৎ ব্রহ্মধীর্ন জায়তে। ইতি ব্যতিরেকঃ। যচ্চোপনিষদং ব্রহ্ম ইত্যন্বয়ঃ। নাবেদেত্যাদ্যুক্তার্থম্ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং প্রমাণত্রিত্বপ্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৯ ॥

অনন্তর অন্বয় ও ব্যতিরেক বৃত্তি দ্বারা শ্রুতির প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া উপসংহার করিতেছেন—বেদজ্ঞানরহিত কেবল তার্কিকাদির ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না; (ইহা ব্যতিরেক), কারণ ব্রহ্ম উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষ (ইহা অন্বয়)। অতএব শ্রুতিই মুখ্যপ্রমাণ বলিয়া নির্ণীত হইল।

শ্রুতি বলিতেছেন—

সেই বৃহৎ বস্তু অর্থাৎ জীবের ক্ষুদ্রজ্ঞানের অবিষয় বস্তুকে বেদজ্ঞানরহিত ব্যক্তি জানিতে পারে না। পুনরায় বৃহদারণ্যক (৩।৯।২৬) মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—হে শাকল্য, আমি তোমাকে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি"॥ ইতি ॥ ৭ ॥

প্রমেয়রত্নাবলীর নবম প্রমেয়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

এবমুক্তং প্রাচা ;

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিরিতি।
আনন্দতীর্থে রচিতানি যস্যাং প্রমেয়রত্নানি নবৈব সন্তি
প্রমেয়রত্নাবলিরাদরেণ প্রধীভিরেষা হৃদয়ে নিধেয়া॥
নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারিনঃ।
নিরবদ্যো নির্বৃতিমান্ গজপতিরনুকম্পয়া যস্য॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবলীপূর্ত্তিগাৎ।

যানি অস্মৎপূর্ব্বাচার্য্যেণ প্রমেয়াণ্যুপাত্তানি তান্যেবাত্র ময়াপীত্যাহ এবমুক্তং প্রাচেতি। শ্রীমদিতি। অনুচরাঃ দাসাঃ, নিত্যশ্চ নীচোচ্চভাবং সাধনভেদৈঃ ফলতারতম্যম্। মুক্তির্নৈজেতি। 'মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'॥ ইতি শ্রীভাগবতাৎ (২।১০।৬)। বৈমুখ্যরচিতং দেবমানবাদি-ভাবং তৎসামুখ্যেন হিত্বা সাক্ষাৎকৃতেন চিৎসুখেন বিজ্ঞাতৃস্বরূপেণ স্থিতির্মুক্তিরিত্যর্থঃ। অণুবিজ্ঞানসুখং বিজ্ঞাতৃ-হরের্দাসভূতজীবস্য নৈজং রূপম্। দাস্যং চ তদজ্ঞিলাভাবিনাভূতমিতি 'মোক্ষো বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং' ইত্যনেনাবিরুদ্ধম্। বিকশিতার্থমন্যৎ। গ্রন্থমুপসংহরন্তস্তোপাদেয়ত্বমাহ—আনন্দেতি স্ফুটার্থম্॥ ১॥

অন্তেঽপি হৃদি স্বাভীষ্টস্ফুরণং মঙ্গলমাচরতি—নিত্যমিতি। শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বপূর্ব্বচতুর্থো রসিকমুরারিশ্চ ইতি ত্রয়ঃ। প্রথমপক্ষে, চৈতন্যাত্মা চিদ্বিগ্রহঃ। গজপতির্গ্রাহগ্রস্তো গজেন্দ্রঃ, দ্বিতী

নামা আত্মা বিগ্রহঃ শচ্যাং জগন্নাথমিশ্রাৎ প্রকটঃ। গজপতিঃ রুদ্রো নৃপতিঃ। তৃতীয়ে, চৈতন্যাত্মা শচীসুতনিবিষ্টচিত্তঃ গজপতিঃ বালদাসাখ্যঃ কবিঃ।

বেদান্তবাগীশকৃত-প্রকাশা প্রমেয়রত্নাবলীকান্তিমালা।
গোবিন্দপাদাম্বুজভক্তিভাজাং ভূয়াৎ সতাং লোচনরোচনীয়ম্ ॥

দেব বেদান্তবাগীশ কৃতা প্রমেয়রত্নাবল্যাং কান্তিমালা-টিপ্পনী সম্পূর্ণা।

ই গ্রন্থে যে নয়টী প্রমেয় নির্ণীত হইয়াছে তাহা গ্রন্থকারের লকল্পিত নহে, তিনি পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বপাদ হইতেই তাহা করিয়াছেন। [illegible]নগণ এইরূপ বলিয়াছেন—

মন্মধ্বাচার্য্যের মতে ভগবান্ শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য হইলেও হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন অর্থাৎ ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণাম। ছ; তাহারা সকলেই হরির নিত্য দাস। সাধনভেদে তাহাদিগের তারতম্য হয় বলিয়া তাহারা পরস্পর উচ্চ-নীচ-ভাব-প্রাপ্ত। জীবের বা বিস্মৃতিক্রমে অবিদ্যা-প্রবেশই তাহার পক্ষে বিরূপতা। সেই হইতেই দেবমানবাদি ভাবের উদয়। বৈরূপ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক চিৎস্বরূপে অবস্থান করিয়া ভগবৎসেবানন্দানুভূতিই মুক্তি। 'বিষ্ণুর চরণলাভই—মোক্ষ' এই কাহার সহিত বিরোধ ঘটিল না, জীব যখন স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্যদাস, তখন ঐ দাস্য ভগবচ্চরণ-ব্যতীত অন্যরূপে সম্ভব নহে। ভগবানে অমলা অর্থাৎ অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মাদি মলদ্বারা অনাবৃতা শুদ্ধভক্তিই উক্ত মোক্ষ (ভগবৎসেবানন্দ) সাধন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিনটী প্রমাণ, ভগবান্ নিখিল-শ্রুতিপ্রতিপাদ্য পুরুষ।

এরূপে গ্রন্থের উপসংহার করিয়া তাহার উপাদেয়ত্ব বলিতেছেন—

শ্রীআনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য যে নয়টী প্রমে করিয়াছেন, সেই সকল প্রমেয় এই প্রমেয়রত্নাবল হইয়াছে। অতএব সুধীবৃন্দ আদরের সহিত এই হৃদয়ে স্থাপন করিবেন।

গ্রন্থের উপসংহারেও হৃদয়ে স্বীয় অভীষ্ট-স্ফূর্ত্তির করিতেছেন—আমাদের হৃদয়ে চিদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য করুন। তাঁহার কৃপায় কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্র পর্য্যন্ত ধন্যযুক্ত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অর্থ—অতিশয় ব্রজেন্দ্রনন্দন শচীসুত আমাদের হৃদয়মন্দিরে বিরাজিত থাকুন। বিষয়প্রতাপরুদ্র নৃপতি পর্য্যন্ত বিষয়মল হইতে পরিশু নির্বেদযুক্ত ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অর্থ—পূর্ব্বচতুর্থগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগতপ্রাণ শ্রীরা প্রভু উপাস্য-তত্ত্বরূপে নিত্যকাল আমাদের (গ্রন্থকারপক্ষে জন) হৃদয়ে বিরাজ করুন। তাঁহার কৃপায় মদমত্ত নির্দ্দোষ ও বৈরাগ্যবান হইয়া ভগবদ্দাস্যসূচক 'গোপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥

ইতি প্রমেয় রত্নাবলীর গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত

ভক্তিসন্দর্ভ

সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত

ইহাই ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থরাজের সর্ব্ব

ও ভবনজ্ঞাপন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে

শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের

গৌড়ীয়

হইতে প্রকা

আকারে সম্বত

বাঙ্গালা

নির্ভুল

ধর্ম্ম

বিচারপূর্ণ পত্র দ্বিতীয় নাই।

সাক্ষাৎকার চান, তবে গৌড়ীয় পাঠ করুন।

এক আনা বার্ষিক ৩৲ টাকা।

জনগুরুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ

ভবন জগন রোড, কলিকাতা।

২৬৫২, টেলিগ্রাম (গৌড়ীয় কলিকাতা)

গ্রাহক পক্ষে

পর সংস্করণ)

খণ্ড একত্র

গ্রাহক পক্ষে ২৸০

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও

[illegible] কল্যাণকল্পতরু

[illegible] গৌরকৃষ্ণোদয়

[illegible] সাধ্যসাধনমণি

[illegible] শ্রীনবদ্বীপমাহাত্ম্য

[illegible] ভাষ্যদ্বয় সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত

গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে

[illegible] প্রেম-প্রদীপ

[illegible] বৈষ্ণবধর্ম্ম—২।০ [illegible]

আবাঁধাই গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে

[illegible] শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় [illegible]

[illegible] শ্রীল প্রবোধানন্দ [illegible]

[illegible] শ্রীমদ্ [illegible] শ্রীবলদেব [illegible]

[illegible] গৌড়ীয় গ্রাহকের পক্ষে [illegible]

[illegible] বাঁধাই

[illegible] শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম [illegible]

[illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—[illegible]

[illegible] শ্রীতত্ত্বসূত্র

[illegible] হরিনাম

[illegible] গৌড়ীয়মঠের [illegible]

[illegible] [illegible] (যন্ত্রস্থ)

25. Life and Precepts of Sree Mahaprabhu

গৌড়ীয় গ্রাহকের পক্ষে শ্রীহরি [illegible]

[illegible] মুদ্রিত [illegible]